প্রগতি

২০১৭

ঢাকা কমার্স কলেজ

DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা - ১২১৬।
ফোন: ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯০৩৭৭২২

প্রগতি

২০১৭

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রগতি ২০১৭

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
অধ্যক্ষ

পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)
প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

উপদেষ্টা পরিষদ
প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা
জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি
মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ

সম্পাদনা পরিষদ
এস এম আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
মোঃ মনসুর আলম, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
এস এম মেহেদী হাসান, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মীর মো. জহিরুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মোঃ শফিকুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
পার্থ বাড়ৈ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
অনুপম বিশ্বাস, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ
মারুফা সুলাতানা, প্রভাষক (খণ্ডকালীন), সমাজবিদ্যা বিভাগ

সম্পাদক
ফজলুল করিম আদনান, মার্কেটিং অনার্স ৩য় বর্ষ, রোল: MKT-১২৩০

যুগ্ম সম্পাদক
মো. মেরাজ হোসেন রায়হান, শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল: ৩৫৮০৯

সম্পাদনা সহকারী
কানিজ ফাতেমা, শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল: ৩৫৫১৬
আয়েশা ইসলাম, শ্রেণি : একাদশ, রোল: ৩৮১০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
কলেজ পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ
এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ

প্রচ্ছদ: মো. আলাউদ্দিন আল আজাদ

গ্রাফিক্স ও ডিজাইন
মো. আলাউদ্দিন আল আজাদ

প্রিন্টিং
ডট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৬৪ শহিদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি
পুরাতন ৩/২, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
মোবা: ০১৭১১-৫৮১৬০১

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা খেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মত,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

কলেজ সংগীত

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গণে জ্বালব প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার ॥
শিক্ষাঙ্গণে ভরে আছে পশ্চাদপদ বিশ্বাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ্ত ইতিহাস
দেশের জন্যে
জাতির জন্যে
গড়ব নতুন অহংকার।
শিক্ষার মাঝে ছাত্র-ছাত্রী জীবন গড়তে পারে
জ্বলতে পারে সূর্যের মত নিগূঢ় অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে
এই উচ্ছ্বাসে
চলব সামনে দুর্নিবার ॥

গীতিকার: মো. হাসানুর রশীদ
সুরকার: সাইদ হোসেন সেন্টু

আমাদের আদর্শ

রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কাজ এবং কর্মবিমুখ ধর্ম প্রতারণারই নামান্তর।

শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকব এবং আন্তরিকভাবে মেনে চলব। উত্তম ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলব। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হব। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করব আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমিন।

প্রগতি ২০১৭

সূচীপত্র

■ এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ	০৫
■ পরিচালনা পরিষদ	৬-৭
■ শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক	৮-১২
■ বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষবৃন্দ	১৩
■ বাণী	১৪-২৬
■ শিক্ষক পরিচিতি	২৭-৩৫
■ কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিচিতি	৩৬-৩৯
■ ফলাফল বিশ্লেষণ	৪০-৪৪
■ বার্ষিক প্রতিবেদন	৪৫-৬৪
■ প্রবন্ধ, গল্প, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ ও অনুবাদ	৬৫-৮৮
■ কবিতা ও ছড়া	৮৯-১০৪
■ তথ্য বিচিত্রা	১০৫-১০৮
■ ধাঁধা, কৌতুক ও রম্য রচনা	১০৯-১১৬
■ শিক্ষার্থী পরিচিতি :	
একাদশ শ্রেণি	১১৭-১৬৪
অনার্স ও মাস্টার্স	১৬৫-২১৬
■ অ্যালবাম	২১৭-২৫৬

এক নজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

	প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই ১৯৮৯
	উদ্দেশ্য	বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা
	আদর্শ	রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন
	শিক্ষক সংখ্যা	১২৯
	কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	১১৪

কোর্সসমূহ

	উচ্চমাধ্যমিক	ব্যবসায় শিক্ষা
	স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি, বিবিএ প্রফেশনাল, কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাংলা
	স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

কোর্সসমূহ	শ্রেণি	সংখ্যা
উচ্চমাধ্যমিক	একাদশ শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-২০১৮	২৪৭২
	দ্বাদশ শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭	২৩১৪
স্নাতক (সম্মান)	শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭	৪৯৪
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৫-২০১৬	৩৭৪
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৪-২০১৫	৩২৩
	শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-২০১৪	১৯৫
বিবিএ (প্রফেশনাল)		৫১৬
কম্পিউটার সাইন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং		২৯
স্নাতকোত্তর	শেষ পর্ব	১০১
	সর্বমোট	৬৮১৮

শিক্ষা কার্যক্রম :

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মাসিক এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা।
(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)।
(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত।
(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে।
(ঙ) ফলাফল : উচ্চমাধ্যমিক ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ-৭৮ জন, স্টার-৪৫৩, ১ম বিভাগ ৪,১৯১ জন
২০০৩ সালে জিপিএ ৪.৬ পেয়েছে ৭ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ২২২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪১% ।
২০০৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৩ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ৭১৩ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৮% ।
২০০৫ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৭১ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ৭৪৫ জন, গড় পাসের হার ১০০% ।
২০০৬ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৭ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১১০৪ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৩% ।
২০০৭ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৪ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১০৭২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৬৭% ।
২০০৮ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫১৮ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১৩১৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫% ।
২০০৯ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪০৯ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১৩৪৫ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫% ।
২০১০ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৪২৩ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১৪৪২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৮০% ।
২০১১ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৩১ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১১৭৩ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৯৫% ।
২০১২ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১১৫৬ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১২৪২ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৮৮% ।
২০১৩ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮৭১ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ৯৯৪ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৯% ।
২০১৪ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮১৯ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১২৮১ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৩% ।
২০১৫ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৩০ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১৬২৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৩% ।
২০১৬ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৩৪৩ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ২০৫৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.১০% ।
২০১৭ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে ১৩৩ জন, জিপিএ ৪-এর ঊর্ধ্বে ১৪৫৬ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৪৭% ।
স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত চমৎকার । উল্লেখ্য, প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে ।
(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত ।

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম :

শিক্ষা ও শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কার্যক্রম, মাসিক পত্রিকা ও বার্ষিকী প্রকাশ, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি ।

পরিচালনা পরিষদ :

১৬ সদস্য বিশিষ্ট

গভর্নিং বডি

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান
ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য
সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর মোঃ আবু সালেহ
সদস্য
উপাচার্য, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ সি এ
সদস্য
পরিচালক (অর্থ), নওয়াব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লি., ডেমরা, ঢাকা
সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা কমার্স কলেজ

জনাব আহমেদ হোসেন
সদস্য
ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর
নওয়াব আব্দুল মালেক জুট মিলস্ লি., ডেমরা, ঢাকা

প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া
সদস্য
অতিরিক্ত সচিব (অব.), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ট্রেজারার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

প্রফেসর ডাঃ এম.এ. রশীদ
সদস্য
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিনিয়র কনসালটেন্ট
ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট

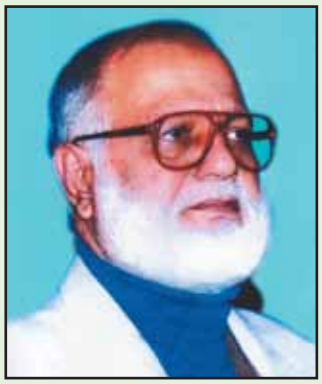

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য
অনারারি প্রফেসর, সাবেক অধ্যক্ষ, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য
সাবেক পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট

বেগম শামীমা সুলতানা
অভিভাবক প্রতিনিধি
সহকারী প্রকল্প পরিচালক, দারিদ্র্য-পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-০২, ঢাকা-১২১৬

জনাব এ কে এম মোরশেদ
অভিভাবক প্রতিনিধি
এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, ঢাকা

প্রফেসর মোঃ জুলফিকার রহমান
অভিভাবক প্রতিনিধি
সাবেক পরিচালক (অর্থ ও ক্রয়), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

জনাব মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
ব্যবস্থাপনা বিভাগ

প্রফেসর ড. মোঃ মিরাজ আলী
শিক্ষক প্রতিনিধি
চেয়ারম্যান, সিএসই বিভাগ

বেগম সুরাইয়া খাতুন
শিক্ষক প্রতিনিধি
সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
অধ্যক্ষ/সদস্য সচিব

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ ২০১৬ এ সেরা বেসরকারি কলেজ-এর সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলাদেশ

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৬

সনদপত্র

২০১৬ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত। প্রাপ্ত স্কোর ৬৩.২৮।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৮
২২শে মাঘ ১৪২৪

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ-এর নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের মধ্যে ৩য় এবং জাতীয় পর্যায়ে ৪র্থ স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঢাকা কমার্স কলেজ

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক-এর নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক : প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

১৯৯৩-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষকের স্বর্ণপদক ও সনদ গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক অধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
০৫.০৩.২০১২ থেকে অদ্যাবধি

জনাব এ বি এম আবুল কাশেম
(ভারপ্রাপ্ত)
১৯.০৯.২০১০-০৪.০৩.২০১২

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
০১.০৮.১৯৯০ - ১২.০৪.১৯৯৮
২৭.১২.১৯৯৮ - ১৮.০৯.২০১০

জনাব মোঃ শামছুল হুদা এফ.সি.এ
০১.০৮.১৯৮৯ - ৩১.০৭.১৯৯০
১২.০৪.১৯৯৮ - ২৬.১২.১৯৯৮

ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ও সাবেক উপাধ্যক্ষবৃন্দ

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
১.২.২০১৫ থেকে অদ্যাবধি

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
০১.০১.২০০৭ - ২৪.১২.২০১৪
২৫.১২.২০১৪ থেকে অদ্যাবধি (উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক)

জনাব এ বি এম আবুল কাশেম
০১.০৮.২০০৫-১৮.০৯.২০১০
০৫.০৩.২০১২-১৯.০৭.২০১৩

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
০১.০৬.১৯৯৯ - ৩১.১২.২০০৬

জনাব আবু আহমেদ আব্দুল্লাহ
১৪.০৭.১৯৯৭ - ১৩.০৭.১৯৯৯

প্রফেসর মোঃ মুতিয়ুর রহমান
০১.০৯.১৯৯২ - ১৩.০৭.১৯৯৭
১৪.০৭.১৯৯৯ - ৩১.০৫.২০০২

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

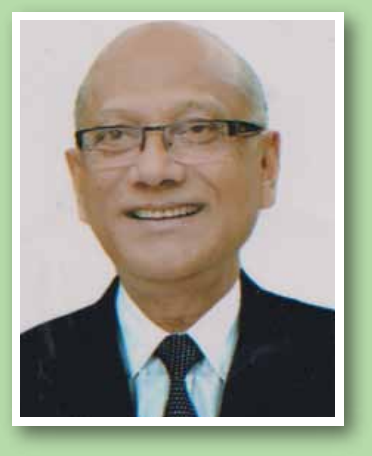

বাণী

নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিকী প্রগতি প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাই।

সৃষ্টিশীল, আত্মপ্রত্যয়ী, স্বনির্ভর, উন্নত একটি জাতি গঠনের অন্যতম মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম। অর্থনীতি এবং বাণিজ্যের প্রসারে একান্ত প্রয়োজন প্রায়োগিক শিক্ষার প্রসার। সেই লক্ষ্যেই ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি এ কলেজ অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পর পর দুবার কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং-এ সেরা বেসরকারি কলেজ বিবেচিত হয়েছে।

এছাড়াও শুধু প্রাতিষ্ঠানিক ও পুথিগত বিদ্যাচর্চাই নয়, সহশিক্ষা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে একটি দায়বদ্ধ, পরিমার্জিত সৃজনশীল জাতির অংশ হিসেবে প্রস্তুত করে তুলছে প্রতিষ্ঠানটি। একদল মেধাবী, পরিশ্রমী শিক্ষক তাঁদের নিরলস সাধনার মাধ্যমে মেধায়, মননে, চিন্তায়, কর্মে এবং ব্যক্তিত্বে তাদেরকে আদর্শ ব্যক্তিমানুষ হিসেবে গড়ে তোলার গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

'প্রগতি' হলো এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও মননশীল প্রতিভা বিকাশের এক বৃহৎ ক্যানভাস। 'প্রগতি' ২০১৭ প্রকাশনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং নিরন্তর শুভকামনা।

(জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি.)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

সংসদ সদস্য
১৮৭, ঢাকা-১৪
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

আস্‌সালামু আলাইকুম। ব্যবসায় শিক্ষা প্রসারের মহান লক্ষ্য নিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। চলমান বিশ্বায়নের সাথে শিক্ষার্থীদের বাস্তবধর্মী শিক্ষা প্রদানে এ কলেজ অঙ্গীকারাবদ্ধ। কলেজটি ব্যবসায় শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা ও অন্যান্য সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ কলেজের সুশিক্ষিত, দক্ষ, বিচক্ষণ ও শিক্ষানুরাগী পরিচালনা পর্ষদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কলেজটি সাফল্যের চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছে গেছে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে জাতীয় স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৫ ও ২০১৬ সালের র‍্যাংকিং-এ প্রথম স্থান অর্জন করে সেরা বেসরকারি কলেজ বিবেচিত হয়েছে। ভবিষ্যতের কর্ণধার তৈরির কাজে ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষার্থীদের মানসিকতাকে মননশীল ও সৃষ্টিশীল করার কাজে নিয়োজিত।

লেখাপড়ার পাশাপাশি ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সংস্কৃতি ও সাহিত্যচর্চায় উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে। কলেজের নিয়মিত বার্ষিক 'প্রগতি'র ধারাবাহিক প্রকাশনা তারই প্রমাণ।

আমি ঢাকা কমার্স কলেজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি।

(জনাব মোঃ আসলামুল হক)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা কমার্স কলেজ রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশে ব্যবসায় শিক্ষায় একটি নতুন ধারা সৃষ্টিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি খ্যাতির দ্যুতি ছড়িয়ে আজ আলোকিত করছে শিক্ষাজগৎ। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানটি ফলাফলে ঈর্ষণীয় সাফাল্য অর্জন করে আসছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে শিক্ষা-সহায়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক সফলতার স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমি আশা করি, সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গঠনে ঢাকা কমার্স কলেজ দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাবে।

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রগতি' বের হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন মেধার স্ফূরণ ঘটাতে পারবে, তেমনি কলেজ সমন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবে। প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নিরন্তর শুভেচ্ছা।

২৫.০২.২০১৮

(মোঃ সোহরাব হোসাইন)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

উপাচার্য
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর

ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি পর্যায়ে সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরপর দুবার নির্বাচিত হয়েছে। এ সাফল্যের মূল হচ্ছে দক্ষ পরিচালনা পরিষদ, সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলী, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সচেতন অভিভাবকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা। আশা করি কলেজটির এই সাফল্য অব্যাহত থাকবে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ও ধূমপানমুক্ত এ কলেজ প্রতিষ্ঠাল থেকেই শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে সাফল্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করেছে। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও এ কলেজের নিয়মিত বার্ষিকী 'প্রগতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। আশা করি, শিক্ষার্থীদের মেধা ও মনন বিকাশে এ উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং কলেজের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষা প্রসারে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কলেজের নাম ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে অদ্যাবধি এ বিদ্যাপীঠটি প্রমাণ করে আসছে, কীভাবে শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাফল্যের চূড়ায় উন্নীত করা যায়। সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এ কলেজ ইতোমধ্যে ঈর্ষণীয় সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছে। গুণগতমানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বৈচিত্র্যধর্মী সহশিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে এ কলেজ প্রতিবছর সহস্রাধিক শিক্ষার্থীকে জীবন গঠনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে চলেছে।

নিজস্ব আলোয় উদ্ভাসিত এ কলেজ প্রতিবছরের কর্মকাণ্ডকে স্মরণীয় করার লক্ষ্যে বছরান্তে বাৎসরিক স্মরণিকা 'প্রগতি' প্রকাশ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিক 'প্রগতি' প্রকাশ করতে যাচ্ছে।

আমি কলেজের সার্বিক কল্যাণ ও নিরন্তর অগ্রগতি কামনা করছি। 'প্রগতি'-২০১৭ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত)
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে ব্যবসায় শিক্ষা হলো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রায়োগিক বিজ্ঞান। সময়ের চাহিদা পূরণ করে গতিশীলতার পথে ধাবমান অনুপ্রেরক হয়ে উঠেছে ব্যবসায় শিক্ষা। ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সূচনালগ্ন থেকে সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে এ প্রতিষ্ঠানটি। কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের সমান্তরালে বিদ্যার্থীর মেধা-মনন বিকাশে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অনন্য অবস্থানে এই প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের সাথে সাথে কলেজ প্রকাশনা 'প্রগতি' প্রকাশ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। যাদের শ্রমে ও সাধনায় 'প্রগতি' সার্থক হয়ে উঠবে তাদের প্রতি রইল আমার গভীর আন্তরিকতা ও শুভেচ্ছা।

(মোঃ শাহেদুল খবির চৌধুরী)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

চেয়ারম্যান
গভর্নিং বডি
ঢাকা কমার্স কলেজ

মানব মনের অনুরণিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলিত বাস্তব রূপ হলো শিক্ষা। প্রায়োগিক ও গতিশীল কর্মকাণ্ডের জন্য সৃষ্টি হয়েছে ব্যবসায় শিক্ষা। বৈশ্বিক উন্নয়ন ও সেবার বিস্তৃত পরিসীমার চাহিদা পূরণে অনবরত কাজ করে চলেছে ব্যবসায় শিক্ষার নতুন নতুন কর্মচেতনা। সুদক্ষ ও মেধাবী জাতি গঠনের প্রত্যয় নিয়ে স্বকীয় ধারায় পরিচালিত হচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ। গৌরবের সূচনা থেকে অদ্যাবধি অক্ষুণ্ন রেখেছে নিজস্ব মান ও অবস্থান। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ এবং ২০০২ সালে কলেজ পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি এবং ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পর পর দুবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং তালিকায় বেসরকারি কলেজের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মেধা ও মননকে শাণিত করতে এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে নানাবিধ শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম। যুগোপযোগী শিক্ষা, ঈর্ষণীয় ফলাফল, সুশৃঙ্খল পরিবেশ ও মননশীল কার্যক্রমের জন্য এ কলেজ অনুকরণীয় ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর মানবিক বিকাশ, বিস্তৃত জ্ঞান সাধনা এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভা স্ফূরণে সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুকল্প হিসেবে প্রতিবছর 'প্রগতি' প্রকাশিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা, চেতনা ও মননের বাস্তব রূপ হলো কলেজ বার্ষিকী। ধারাবাহিক অবস্থান সুদৃঢ় করে এ বছরও ঢাকা কমার্স কলেজ 'প্রগতি' প্রকাশ করতে যাচ্ছে। 'প্রগতি'র সাথে যুক্ত সকল শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

(প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

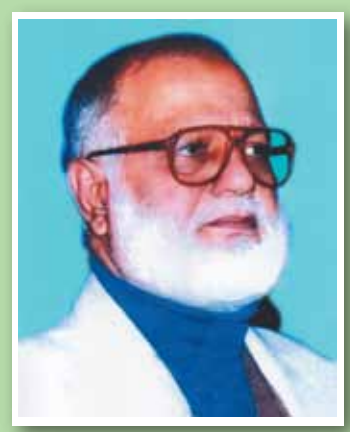

বাণী

অনারারি প্রফেসর
উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

আশির দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণে চলছিল ভয়াবহ অরাজকতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা। সমাজ ও শিক্ষাঙ্গণে বিদ্যমান এ পরিস্থিতিতে একটি আদর্শ ও রাজনীতি মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে আমরা সমমনা কয়েকজন বন্ধু মিলে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করি। আমাদের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গণের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা। এ বিষয়ে আমরা পত্রপত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনে ব্যাপক প্রচারণা শুরু করি এবং সংশ্লিষ্ট সব মহল থেকে বিপুল সাড়া পাই। পরবর্তীতে লিখিত মৌখিক পরীক্ষা এবং অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার নেয়ার মাধ্যমে মোট আটানব্বই জন শিক্ষার্থীকে প্রথম ব্যাচে ভর্তি করা হয়। এ কলেজের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা ও সুসংবদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অভূতপূর্ব ফলাফল অর্জন করে। ঢাকা কমাস কলেজের শিক্ষার্থীগণ আজও সেই ধারাবাহিকতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। ১৯৯৬ এবং ২০০২ সালে কলেজ পর্যায়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পরপর দুবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং তালিকায় বেসরকারি কলেজ হিসেবে প্রথম স্থান অধিকারের সম্মান অর্জন করেছে। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর রহমতে প্রতি বছরই এ ধারা বজায় থাকবে।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হয়ে নিজস্ব বিশাল দুটি ভবনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের আধুনিক, যুগোপযোগী ও সুনাগরিক হিসেবে তৈরি করার সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চার জন্য বিভাগীয় সেমিনারসহ এ কলেজে রয়েছে বিশাল পরিসরে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য নির্মিত হয়েছে আবাসিক হোস্টেল। প্রায় ২৫০০ দর্শক ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মিলনায়তনসহ নিজস্ব শহিদ মিনার নির্মিত হয়েছে। একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে। এ কর্মযজ্ঞে সঠিক ও সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এর নেতৃত্বে গঠিত সুশিক্ষিত, দক্ষ ও বিচক্ষণ শিক্ষানুরাগী পরিচালনা পর্ষদ।

ভালো ফলাফলের সাথে সুনাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের তৈরি করার লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়মিতভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে সহপাঠক্রমিক শিক্ষা কার্যক্রম। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনার দক্ষতার কারণে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধনের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'। 'প্রগতি'তে শিক্ষার্থীদের মুক্তচিন্তার শৈল্পিক প্রকাশ ঘটে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও 'প্রগতি' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা 'প্রগতি'তে তুলে ধরা হবে এ কলেজের ২৮ বছরের সোনালি সাফল্যগাধা। এ সাফল্যগাথার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার মাইলফলক প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ বিগত ২৭ বছর ধরে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে। ১৯৮৯ সালে স্ব-অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের অবদান যে অবিসংবাদিত তার প্রমাণ মেলে দুবার জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি এবং ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পর পর দুবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি পর্যায়ে সেরা কলেজের স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে।

ঢাকা কমার্স কলেজের আজকের এই ঈর্ষণীয় ও অনুকরণীয় সাফল্যের পেছনে রয়েছে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক, সরকার, শিক্ষানুরাগী এবং সর্বোপরি কলেজ পরিচালনা পর্ষদের গতিশীল ও দক্ষ নেতৃত্বের সফল অবদান। আমার বিশ্বাস সামনের বছরগুলোতেও এই কলেজটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আর শিক্ষার সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিয়ে জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাবে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মুক্তচিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য প্রতিবছরের ন্যায় এবারও কলেজের বার্ষিক প্রকাশনা ‘প্রগতি’ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমি ‘প্রগতি’র সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা কমার্স কলেজ

মানব মনের সূক্ষ্মানুভূতির বিকাশ ঘটায় শিক্ষা। শিক্ষিত বোধসম্পন্ন সংস্কৃতিবান মানুষ তৈরির কারিগর ঢাকা কমার্স কলেজ। এ কলেজ ব্যবসায় শিক্ষা প্রসারে এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শুরু থেকে কলেজটি শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও শৃঙ্খলায় ঈর্ষণীয় ও অনুকরণীয় সাফল্য অর্জন করে আসছে। আলোকিত মানুষ গড়াই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। আমাদের কলেজের আদর্শ হচ্ছে শৃঙ্খলার কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে মেধার বিকাশ, জ্ঞান বিতরণ ও কর্মদক্ষতার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদাশীল করে তোলা। শিক্ষা ও শিক্ষাসহায়ক কর্মকাণ্ডে এ কলেজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুনাম অর্জন করেছে। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে বার্ষিক প্রকাশনা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ চেতনা থেকেই প্রগতির নিয়মিত প্রকাশ।

'প্রগতি'-২০১৭ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রকাশনাটি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশে অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

(প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

বাণী

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
ঢাকা কমার্স কলেজ

শিক্ষার্থীরা হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। আর শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যবসায় শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যুগোপযোগী শিক্ষা দান করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিচালনা পরিষদের একনিষ্ঠতা, অধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলীর কর্মনিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে দিয়েছে। শিক্ষাবোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে প্রায় শতভাগ সাফল্য প্রতিষ্ঠানটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি এই কলেজ শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, শিল্প ও সাহিত্যচর্চা এবং বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করে। তাদের মেধা ও মনোজগৎকে বিকশিত করার উদ্দেশে প্রবন্ধ, গল্প, ছড়া, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনি, কৌতুক ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল লেখালেখিতে উৎসাহ প্রদান করা হয়। তাদের এই লেখাগুলো স্থান পায় কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'তে। বহুমুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি প্রতি বছরই কলেজটি 'প্রগতি' প্রকাশ করে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। 'প্রগতি ২০১৭' প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভ কামনা ও অভিনন্দন।

(প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

সভাপতি
'প্রগতি'-২০১৭ সম্পাদনা পরিষদ
ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষা জগতের এক অনন্য কিংবদন্তি প্রতিষ্ঠান। তথ্য-প্রযুক্তির বিকাশ তথা এক নতুন প্রতিযোগিতার নিরিখে দৃঢ় প্রত্যয়ে পরিচালিত হওয়া উন্নত, সমৃদ্ধ ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষাকে হতে হবে মেধা, মনন, বুদ্ধি ও বিবেকবোধ জাগ্রত করার হাতিয়ার। প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবসত্তা থেকে মানবসত্তায় উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও নান্দনিকতাবোধ প্রয়োজন। সুতরাং, সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই।

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার প্রতিবছরের মতো এবারও প্রকাশিত করতে যাচ্ছে কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'-২০১৭। 'প্রগতি' এমনি একটি প্রকাশনা, যা প্রতিষ্ঠানের দর্পণ স্বরূপ, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটে।

'প্রগতি'-২০১৭ প্রকাশের আয়োজনে সম্মানিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) মহোদয়ের দিক নির্দেশনা পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। সর্বোপরি গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মহোদয়, গভর্নিং বডি, কলেজ প্রশাসন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রকাশনা কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁদের আন্তরিকতা ও পূর্ণ সহযোগিতা এ সম্পাদনার গুরুভারকে লাঘব করে দিয়েছে বহুলাংশে।

সর্বোপরি সঠিক সময়ে 'প্রগতি' প্রকাশ করতে পেরে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)

বিসমিল্লাহির-রহমানির রহিম

সম্পাদকীয়

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটি আমাদের স্বপ্ন, ভালোবাসা এবং প্রাণের সম্মিলন। ঢাকা কমার্স কলেজ তার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করতে এবং মেধা ও মননের লক্ষ্যে বার্ষিকী 'প্রগতি' ২৮তম সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। 'প্রগতি' একটি প্রতিষ্ঠানের সারাবছরের যাবতীয় কার্যক্রমের প্রতিচ্ছবি। এছাড়াও এখানে রয়েছে শিক্ষার্থীদের উচ্ছ্বাস ও আবেগের সমন্বয়। শিক্ষকরাও তাদের পরিপক্ক হাতের ছোঁয়া প্রদান করেন।

এ প্রকাশনা আমাদেরকে যেমন সহশিক্ষা কার্যক্রম উদ্বুদ্ধ করবে তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের সকল লেখা এতে প্রকাশিত না হলেও বাছাইকৃত লেখার মাধ্যমে একটি রূপরেখা দেওয়া হয়। প্রকাশনা একটি সামাজিক ইতিহাসের স্বরূপ। যাদের লেখা প্রকাশিত হচ্ছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রতিষ্ঠানের সারাবছরের কার্যক্রম হতে সংগৃহীত কিছু ছবি দ্বারা প্রকাশনার অ্যালবাম তৈরি করা হল, এতে গুরুত্বপূর্ণ ছবিগুলোই প্রাধান্য পায়। যা ইতিহাসের সাক্ষী স্বরূপ।

পরিশেষে 'প্রগতি' ২০১৭ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের সহযোগিতা ছাড়া এটির পূর্ণতা আনা সম্ভব ছিল না। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে 'প্রগতি' কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

(ফজলুল করিম আদনান)
সম্পাদক
বিবিএ (অনার্স) মার্কেটিং
তৃতীয় বর্ষ, MKT-১২৩০

সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিকশিত করতে এবং বাঙালির ঐতিহ্যকে ধরে রাখার সুদৃঢ় প্রত্যয়ে ভাষা, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চায় ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার প্রতিবছর নিয়মিত প্রকাশনা 'প্রগতি' প্রকাশিত করে থাকে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রকাশিত হয়েছে 'প্রগতি' ২৮তম সংখ্যা।

বার্ষিকীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাবমূর্তি সৃজন করে এবং বহুমুখী সৃজনশীল উদ্ভাবনী শক্তিকে বিকশিত করে এক সুদৃঢ় চেতনাকে জাগিয়ে তোলা। কচিকাচাগুলোকে ডাঁটো করে তুলতে হবে। সময়ের সাথে সাথে প্রবহমান নদীর মতো করে আগামীর পথে এগিয়ে যাবে ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবারের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের মননশীলতা, সৃজনশীলতা ও চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লেখাপড়ার পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় তারা তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। যাদের লেখা প্রকাশ পেল এবং যাদের লেখা প্রকাশ পেল না সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। ভবিষ্যতে সকলের সৃজনশীল উদ্ভাবনী এবং নান্দনিক লেখা কলেজ প্রকাশনাকে প্রগতিশীল ধারায় সুদীর্ঘকাল অব্যাহত রাখবে। কাঁচা হাতের লেখায় কিঞ্চিৎ ভুলভ্রান্তি ও অপরিপক্বতা থাকবেই, তা ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

'প্রগতি'-২০১৭ প্রকাশনায় সম্পৃক্ত প্রকাশনা কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা তাদের কঠোর পরিশ্রম, সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনায় 'প্রগতি' সম্পাদনার এ মহান কাজ আমরা সহজে করতে পেরেছি। সকলের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

(মো. মেরাজ হোসেন রায়হান)
যুগ্ম সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ
রোল: ৩৫৮০৯

বাংলা বিভাগ

আবু নাঈম মোঃ মোজাম্মেল হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা
সহযোগী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মশিউর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

রেজাউল আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক

ইসরাত মেরিন
সহকারী অধ্যাপক (ছুটি)

মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক

মুক্তি রায়
প্রভাষক

এরিন সুলতানা
প্রভাষক

সোলায়মান আলম
প্রভাষক

রোমানা শারমিন খান
প্রভাষক

নিশাত সুলতানা তন্দ্রা
প্রভাষক (খন্ডকালীন)

ইংরেজি বিভাগ

শামীম আহ্সান
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ আব্দুল কাইয়ুম
অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সাদিক মোঃ সেলিম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

মাকসুদা শিরীন
সহযোগী অধ্যাপক

উৎপল কুমার ঘোষ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক

খোন্দকার মোঃ হাদিউজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক

খায়রুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ জাহিদুল কবির
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

সমীরন পোদ্দার
সহকারী অধ্যাপক

রেহানা আখতার রিংকু
প্রভাষক

মোঃ আনোয়ার হোসেন
প্রভাষক

অনুপম বিশ্বাস
প্রভাষক

মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল
প্রভাষক

অংকনী চক্রবর্তী
প্রভাষক (খন্ডকালীন)

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ আবু তালেব

প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
পরিচালক, বিবিএ প্রোগ্রাম

প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান

বদিউল আলম
সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

সৈয়দ আবদুর রব
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ শরিফুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক

কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী
সহযোগী অধ্যাপক

শামসাদ শাহ্‌জাহান
সহযোগী অধ্যাপক

শামা আহমাদ
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ নজরুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আরজুমান
সহকারী অধ্যাপক

তানবীর আহমদ
সহকারী অধ্যাপক

তন্ময় সরকার
সহকারী অধ্যাপক

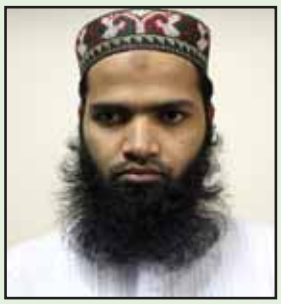

মোঃ হযরত আলী
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ শহীদুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক

সিগমা রহমান
সহকারী অধ্যাপক

ফারজানা রহমান
সহকারী অধ্যাপক

উম্মে সালমা
সহকারী অধ্যাপক

মাছুম আলম
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ
সহযোগী অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ মঈনউদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মোশতাক আহমেদ
সহযোগী অধ্যাপক

সাজনিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ ইউনুছ হাওলাদার
সহযোগী অধ্যাপক

মাসুদা খানম
সহযোগী অধ্যাপক

কামরুন নাহার
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আবদুস সালাম
সহকারী অধ্যাপক

এ. বি. এম. মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

নূর মোহাম্মদ শিপন
সহকারী অধ্যাপক

আবু বক্কর ছিদ্দিক
সহকারী অধ্যাপক

ফারহানা হাসমত
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ মাহমুদ হাসান
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
সহকারী অধ্যাপক

শিমুল চন্দ্র দেবনাথ
প্রভাষক

আহসান উদ্দিন খান
প্রভাষক

মোঃ সাহেদ হোসেন
প্রভাষক

মার্কেটিং বিভাগ

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন
সহযোগী অধ্যাপক

শনজিত সাহা
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মঞ্জুরুল আলম এম.ফিল
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা আক্তার সাদিয়া
সহকারী অধ্যাপক

তাসমিনা নাহিদ
সহকারী অধ্যাপক

সাবিহা আফসারী
প্রভাষক

রিফ্‌ফাত শবনম
প্রভাষক

নূর নাহার
প্রভাষক

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল
সহযোগী অধ্যাপক

ফারহানা সাত্তার
সহযোগী অধ্যাপক

শারমীন সুলতানা
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মাহফুজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম
সহকারী অধ্যাপক

ফাহমিদা ইসরাত জাহান
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ হাসান আলী
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
প্রভাষক

ফরিদা ইয়াছমিন
প্রভাষক

মোঃ আহসান তারেক
প্রভাষক

শিরিন আক্তার
প্রভাষক

ফারহানা ফেরদৌস
প্রভাষক

শাহিদা শারমীন
প্রভাষক

মেহেরুন নাহার
প্রভাষক

অর্থনীতি বিভাগ

সুরাইয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

হাফিজা শারমিন
সহযোগী অধ্যাপক

সুরাইয়া খাতুন
সহকারী অধ্যাপক

আহমেদ আহসান হাবিব
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্
সহকারী অধ্যাপক

পরিসংখ্যান বিভাগ

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ আব্দুল খালেক
সহযোগী অধ্যাপক

বিষ্ণুপদ বণিক
সহযোগী অধ্যাপক

এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান
সহযোগী অধ্যাপক

আলেয়া পারভীন
সহযোগী অধ্যাপক (গণিত)

মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান
সহকারী অধ্যাপক

অনুপম দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ

প্রফেসর ড. মোঃ মিরাজ আলী
চেয়ারম্যান

মোঃ আবদুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক

নার্পিস হায়দার
প্রভাষক

মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান
প্রভাষক

নাজমা আক্তার
প্রভাষক

সুয়াইবা হক তুরাবী
প্রভাষক

ফারজানা আকতার রিপা
প্রভাষক

সমাজবিদ্যা বিভাগ

মাওসুফা ফেরদৌসী
সহযোগী অধ্যাপক (ভূগোল) ও চেয়ারম্যান

প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া
অধ্যাপক (ভূগোল)

শবনম নাহিদ স্বাতী
সহযোগী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান)

মারুফা সুলতানা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইতিহাস

মোঃ আল-আমিন
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইতিহাস

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ
পরিচালক, (ডেপুটেড) বিবিএ প্রোগ্রাম

প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান (ডেপুটেড)

শামা আহমাদ (ডেপুটেড)
সহযোগী অধ্যাপক

আবু বক্কর ছিদ্দিক (ডেপুটেড)
সহকারী অধ্যাপক

মোঃ তারেক আজিজ
প্রভাষক

শাহনাজ আক্তার
প্রভাষক

উম্মে হোমায়রা সুমি
প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
লাইব্রেরিয়ান

শারীরিক শিক্ষা

ফয়েজ আহমদ
সিনিয়র শরীরচর্চা প্রশিক্ষক

লাইব্রেরি শাখা

দিলওয়ারা বেগম
সিনিয়র ক্যাটালগার

মোহাম্মদ ছালাহ্ উদ্দিন
লাইব্রেরি সহকারী

শ্যামলী আক্তার
লাইব্রেরি সহকারী

মোঃ শহিদুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ আব্দুর রহমান
ক্লিনার

অফিস

জাফরিয়া পারভীন
উপ- প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোহাম্মদ আবদুর রহিম
এস্টেট অফিসার

মোহাম্মদ ইউনুছ
সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

মোঃ নুরুল ইসলাম
সহকারী আইটি অফিসার

আলী আহাম্মদ
অফিস সহকারী

মোঃ লুৎফর রহমান
অভ্যর্থনাকারী

মোঃ মনসুর রহমান সিদ্দিকী
অফিস সহকারী

মোঃ শামীম আহমেদ
অফিস সহকারী

মোঃ ফরিদ
ড্রাইভার

মোঃ বিল্লাল হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ বেল্লাল হোসেন ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ সিরাজ উল্লা
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ ইয়াছিন মিয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

লীনু বাড়ৈ
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ কামরুল ইসলাম
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা পারভীন
জ্যেষ্ঠ আয়া

ওমর আহম্মদ ভূঁইয়া
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোঃ মনির হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

মোছাঃ সেলিনা খাতুন
জ্যেষ্ঠ আয়া

মোঃ শাহীন হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

নুর হোসেন
পিয়ন

সোহেল হোসেন
পিয়ন

নিজাম উদ্দীন
পিয়ন

মোঃ জাকির হোসেন
পিয়ন

মোঃ ইমরান হোসেন
পিয়ন

রাজু আহমেদ
পিয়ন

মোঃ আল-আমিন
পিয়ন

মোঃ কাউসার মিয়া
পিয়ন

মোঃ শহিদুল ইসলাম
পিয়ন (মাস্টার রোল)

নিলুফা ইয়াসমিন
আয়া (মাস্টার রোল)

কুলসুম বিবি
ক্লিনার

মাহমুদা খাতুন
ক্লিনার

শ্রী লিটন চন্দ্র দাস
ক্লিনার

আবদুল আজিজ
ক্লিনার

মোঃ সবুজ হোসেন
ক্লিনার

মিঃ জেকুব
ক্লিনার

মোঃ আলমগীর হোসেন
ক্লিনার

মোঃ কেফায়েতুল্লাহ
ক্লিনার

হিসাব শাখা

মোঃ আশরাফ আলী
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ আবুল কালাম
উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

মোঃ ফারুক হোসেন
হিসাব সহকারী

মোঃ জাফর উল্যা চৌধুরী
হিসাব সহকারী

মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম
হিসাব সহকারী

নুরুল আমিন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

মোঃ এনায়েত হোসেন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মোঃ দুলাল
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ রাশেদুল কবির
পরীক্ষা সহকারী

তপন কান্তি দাশ
পরীক্ষা সহকারী

মোঃ বোরহান উদ্দিন
পিয়ন

মোঃ রাসেল আলী
পিয়ন

প্রকৌশল শাখা

মোঃ সেলিম রেজা
সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ লিয়াকত আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

মোঃ মজিবুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
(ইলেকট্রিক্যাল)

মোঃ আব্দুল মালেক
স্টোর কিপার

মোঃ ফখরুল আলম
সুপারভাইজার

অমল বাড়ৈ
টেকনিশিয়ান

মোঃ মুন্তাজ আলী
ইলেকট্রিশিয়ান

মোঃ আনিছুর রহমান
টেকনিশিয়ান (এসি)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্লাম্বার

মোঃ কবির হোসেন
ইলেকট্রিশিয়ান-কাম পিয়ন

মোঃ শহিদুল ইসলাম
লিফট অপারেটর

মোঃ নাসির উদ্দিন
লিফট অপারেটর

মোঃ জাকির হোসেন
লিফট অপারেটর

মোঃ নুরুল হক
লিফট অপারেটর

বাবুল হাসান খলিফা
লিফট অপারেটর

মোঃমোনায়েম সিকদার
লিফট অপারেটর

মুহাম্মদ রেজাউল করিম
লিফট অপারেটর

শওকত
লিফট ওপারেটর (মাস্টার রোল)

নিরাপত্তা শাখা

মোঃ হোসেন শাহ আলম
নিরাপত্তা কর্মকর্তা

মোঃ আব্বাছ আলী
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ খোরশেদ আলম
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ সোলায়মান (বাবুল)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ ছোলেমান (খোকন)
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ রুহুল আমীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

নান্টু বালা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোঃ আবু বকর শেখ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রিপন চাকমা
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দীন
জ্যেষ্ঠ গার্ড

রাসেল মাহমুদ
জ্যেষ্ঠ গার্ড

মনির হোসেন
গার্ড

স্বপন মিয়া
গার্ড

মোঃ মোশারফ হোসেন
গার্ড

মোঃ দাউদ আলী
গার্ড

মোঃ আমিনুল ইসলাম
গার্ড

মোঃ মাসুদ ইমরান
গার্ড

মোঃ সবুজ ফকির
গার্ড

মোঃ মিলন মিয়া
গার্ড

জাহিদ হাসান
গার্ড

মোঃ গফ্ফার
গার্ড

মোঃ সাইদুর রহমান
গার্ড

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
গার্ড (মাস্টার রোল)

মফিজুল ইসলাম
গার্ড (মাস্টার রোল)

মোঃ রমজান আলী
মালী

মেডিকেল শাখা

ডাঃ নজরুল ইসলাম
মেডিকেল অফিসার

কানিজ ফাতেমা
সিনিয়র স্টাফ নার্স

বিভাগীয় কর্মচারী

মোঃ শরীফ উল্যাহ
পিয়ন (বাংলা)

রোকেয়া পারভীন
লাইব্রেরি সহকারী (ইংরেজি)

মোঃ রফিকুল ইসলাম
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ইংরেজি)

আম্বিয়া খাতুন
লাইব্রেরি সহকারী (ব্যবস্থাপনা)

নূর মোহাম্মদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (ব্যবস্থাপনা)

মোঃ আবু নোমান শাকিল
লাইব্রেরি সহকারী (হিবি)

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
জেষ্ঠ্য পিয়ন (হিসাববিজ্ঞান)

নাহিদ সুলতানা
লাইব্রেরি সহকারী (ফিন্যান্স)

মোঃ ইসমাইল হোসেন
পিয়ন (ফিন্যান্স)

আফরীনা আকবর
লাইব্রেরি সহকারী (মার্কেটিং)

মোঃ গোলাম মোস্তফা
জেষ্ঠ্য পিয়ন (মার্কেটিং)

মোহাম্মদ মীর হোসেন
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (অর্থনীতি)

মোঃ বিপ্লব হোসেন (সাইফুল)
পিয়ন (পরিসংখ্যান)

মোঃ হারুন-অর-রশীদ
জ্যেষ্ঠ পিয়ন (বিবিএ)

মোঃ সাঈদ খান
পিয়ন (মাস্টার রোল) সিএসই

এক নজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

HSC

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট পাস	পাসের হার	মেধা তালিকায় স্থান	স্টার মার্কস
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	০২	৬১	১০০%	২য় ও ১৫তম = ২জন	০৪
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	০৩	৫৬	১০০%	১ম ও ১৬তম= ২জন	০২
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	০৭	২৩৮	৯৬%	২,৮,১১,১৪ ও ১৬তম= ৫জন	১৪
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	১,৫,১৪ ও ১৬তম=৪ জন	২৭
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪ ১৬,১৯ =১০জন	৪৭
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭ ১৮ (২) ১৯তমএবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন	২৮
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	১০,১৩,১৫ ও ২০ তম =৪জন	২৫
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	০৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	৫,৮,১৩,১৯ ও ২০তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৮ম ও ৯ম = ৭জন	১২
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১০ম (মেয়েদের মধ্যে)=৮জন	২৯
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	০১	৬২৬	৯৩.৭২%	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫ ১৯ (যুগ্ম) ও ২০তম = ১৩ জন	৫৬
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	০২	৬৪৯	৯৬.২০%	১,১০,১৪,১৫,১৬,৯ম (মেয়েদের) মধ্যে=৬জন	৭১
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৫.১৪%	১ম, ৩য়, ১৩ তম ও ১৯ তম = ৪জন	১৩৮

সন	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪ - ৫	জিপিএ ৩ - ৪	জিপিএ ২ - ৩	মোট পাস	পাসের হার	মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা
২০০৩	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%	জিপিএ ৪.৬ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ৭ (উল্লেখ্য এ বছর কোনো বোর্ড থেকে জিপিএ ৫ পায়নি)
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ৫৩
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ৭১
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ২২৭
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ২২৪
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮২	০৭	১৯২৩	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ৫১৮
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ৪০৯
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ৪২৩
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ৮৩১
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ১১৫৬
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ৮৭১
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা – ৮১৯
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৩৩০
২০১৬	২৫৬৯	৩৪৩	২০৫৬	১৪৭	০	২৫৪৬	৯৯.১০%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ৩৪৩
২০১৭	১৯০০	১৩৩	১৪৫৬	৩০১	০	১৮৯০	৯৯.৪৭%	জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা - ১৩৩

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

ব্যবস্থাপনা

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৭	৪৩	৩	৩৬	৩	-	৪২	৯৮%	১ম, ২য় ও ৩য়
	১৯৯৮	৪৩	২	৪১	-	-	৪৩	১০০%	২য় ও ৪র্থ
	১৯৯৯	৪২	১	৪০	১	-	৪২	১০০%	১ম
	২০০০	৪১	-	৩৫	২	-	৩৭	৯০.২৪%	-
	২০০১	৪৩	-	৩৯	২	-	৪১	৯৫.৩৪%	-
	২০০২	৩৮	-	২৯	৪	-	৩৩	৮৭%	-
	২০০৩	৪৯	১	৪৬	২	-	৪৯	১০০%	১ম
	২০০৫	৪২	১	৩৯	-	-	৪০	৯৫.২৩%	-
	২০০৬	৩৫	-	৩৫	-	-	৩৫	১০০%	-
	২০০৭	৪৪	১	৪১	২	-	৪৪	১০০%	-
	২০০৮	৪১	১১	২৯	১	-	৪১	১০০%	-
	২০০৯	৪১	৯	২৭	১	-	৩৭	৯০.২৫%	-
	২০১০	৪৫	৩	৩৯	-	১	৪৩	৯৫.৫৬%	-
	২০১১	৩৭	১২	২৪	-	১	৩৭	১০০%	-
	২০১২	৩৮	৭	২৯	-	১	৩৭	৯৮%	-
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	২৯	-	৯	২০	-	২৯	১০০%	
	২০১৪	১২	-	৯	৩	-	১২	১০০%	
	২০১৫	৪৯	-	১৮	৩০	-	৪৮	৯৮%	

হিসাববিজ্ঞান

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৭	৩২	৩	২৯	-	-	৩২	১০০%	৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ১৫তম
	১৯৯৮	৪৭	৩	৪০	৩	-	৪৬	৯৭.৮৭%	২য়, ৪র্থ ও ১৪তম
	১৯৯৯	৪৫	১	৩৪	৪	-	৩৯	৮৬.৬৬%	২৬তম
	২০০০	৪৪	-	২৬	১১	-	৩৭	৮৪.০৯%	-
	২০০১	৪৯	-	৪৩	৩	১	৪৭	৯৬%	-
	২০০২	৪৬	-	৩৭	৮	-	৪৫	৯৮%	-
	২০০৩	৬৩	৭	৫৪	২	-	৬৩	১০০%	৪র্থ, ৫ম, ১০ম, ৩০তম, ৩২তম, ৩৩তম ও ৩৪তম
	২০০৫	৪৪	৭	৩৬	-	-	৪৩	৯৭.৭২%	-
	২০০৬	৪৬	১৭	২৯	-	-	৪৬	১০০%	-
	২০০৭	৫১	১৩	৩৮	-	-	৫১	১০০%	-
	২০০৮	৪৮	২১	২৬	-	-	৪৭	৯৮%	-
	২০০৯	৪০	১৫	২৫	-	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৫২	১৮	৩৪	-	-	৫২	১০০%	-
	২০১১	৪৬	২৬	১৮	-	১	৪৫	৯৮%	-
	২০১২	৪৮	৩৭	১০	-	-	৪৭	৯৮%	-
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	৪৭	-	৩১	১৬	-	৪৭	১০০%	
	২০১৪	৪৪	-	২৯	১৫	-	৪৪	১০০%	
	২০১৫	৫৫	-	৪৬	৯	-	৫৫	১০০%	

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৮	৩৯	৫	৩৪	-	-	৩৯	১০০%	১ম থেকে ৫ম পর্যন্ত
	১৯৯৯	৫৬	৭	৪৬	১	-	৫৪	৯৬.৪২%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম
	২০০০	৫৩	৬	৪৪	-	-	৫০	৯৪.৩৩%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৫১	৯	৩৯	২	-	৫০	৯৮.০৩%	১ম থেকে ৯ম।
	২০০২	৪৯	১৪	৩৫	-	-	৪৯	১০০%	১ম থেকে ৭ম, ৮ম (২), ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম
	২০০৩	৫৩	১৮	৩৫	-	-	৫৩	১০০%	১ম থেকে ৫ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম,(২), ১৩তম, ১৫তম ১৬তম(৩) ও ১৮তম(২)
	২০০৫	৪৪	১৯	২৫	-	-	৪৪	১০০%	
	২০০৬	৪৫	৩১	১৩	-	-	৪৪	৯৭.৭৮%	
	২০০৭	৪৬	২৯	১৭	-	-	৪৬	১০০%	
	২০০৮	৫১	৪৩	৮	-	-	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৯	৩৯	১০	-	-	৪৯	১০০%	
	২০১০	৫৫	৪৩	১২	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১১	৫৫	৪৮	৭	-	-	৫৫	১০০%	
	২০১২	৫২	৩৮	১৩	-	-	৫১	৯৮%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	৫৪	১	৪৮	৫	-	৫৪	১০০%	
	২০১৪	৫৬	২	৪৯	৫	-	৫৬	১০০%	
	২০১৫	৫৩	-	৪৪	৬	-	৫০	৯৪.৩৩%	

মার্কেটিং

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৮	৩৩	৩	২৯	-	-	৩২	৯৬.৯৬%	১ম ও ২য়(যুগ্ম)
	১৯৯৯	৫৩	-	৪৬	২	-	৪৮	৯০.৫৬%	-
	২০০০	৪৭	২	৩৬	২	-	৪০	৯৮%	৩য় ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৪৮	-	৪২	২	-	৪৪	৯২%	-
	২০০২	৫০	-	৪৬	-	-	৪৬	৯২%	-
	২০০৩	৫১	-	৪৯	২	-	৫১	১০০%	-
	২০০৫	৫০	১৩	৩৭	-	-	৫০	১০০%	
	২০০৬	৪৫	১৭	২৮	-	-	৪৫	১০০%	
	২০০৭	৫৪	১৪	৪০	-	-	৫৪	১০০%	
	২০০৮	৫১	১৪	৩৭	-	-	৫১	১০০%	
	২০০৯	৪৫	১৪	২৯	১	-	৪৪	৯৮%	
	২০১০	৫০	২১	২৮	-	-	৪৯	৯৮%	
	২০১১	৪৫	১৭	২৭	-	-	৪৪	৯৮%	
	২০১২ পরীক্ষার সাল	৫২ মোট পরীক্ষার্থী	৬ CGPA 3.50-4.00	৪৫ CGPA 3.00-<3.50	- CGPA 2.50-<3.00	-	৫১ মোট উত্তীর্ণ	৯৮% পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	৪০	-	২৮	১২	-	৪০	১০০%	
	২০১৪	৩০	-	১৬	১৪	-	৩০	১০০%	
	২০১৫	৪৭	-	২৯	১৬	-	৪৫	৯৬.০০%	

এক নজরে ফলাফল বিশ্লেষণ

অনার্স

ইংরেজি

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০০০	৩২	-	১২	১৭	-	২৯	৯০.৬২%	-
	২০০১	৩৮	-	৬	২১	৮	৩৫	৯২.১৮%	-
	২০০২	৪২	-	৯	২৮	-	৩৭	৮৮.০৯%	-
	২০০৩	৪৮	-	২৩	২০	-	৪৩	৮৯.৫৮%	-
	২০০৫	২৬	-	২৩	২	১	২৬	১০০%	
	২০০৬	১২	-	১০	২	-	১২	১০০%	
	২০০৭	৩১	-	২৬	৫	-	৩১	১০০%	
	২০০৮	১৮	-	১৪	৪	-	১৮	১০০%	
	২০০৯	১৮	-	১৩	৪	-	১৭	৯৪.৪৫%	
	২০১০	২২	-	১৪	৫	১	২০	৯১%	
	২০১১	২১	-	১৪	৩	১	১৮	৮৬%	
	২০১২	২০	-	১৬	২	১	১৯	৯৫%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৩	৪	-	২	১	-	৩	৭৫.০০%	
	২০১৪	৪	-	-	৪	-	৪	১০০%	
	২০১৫	১২	-	১	১০	-	১১	৯২.০০%	

অর্থনীতি

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	২০০০	১৪	৪	১০	-	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ
	২০০১	৩৩	১	২২	৫	২	৩০	৯১%	২য়।
	২০০২	৯	২	৫	১	১	৯	১০০%	২য় ও ৮ম
	২০০৩	১৬	-	১১	৪	-	১৫	৯৩.৭৫%	-
	২০০৫	১৯	-	১৬	৩	-	১৯	১০০%	
	২০০৬	২১	-	২০	১	-	২১	১০০%	
	২০০৭	১৬	১	১১	২	১	১৫	৯৩%	
	২০০৮	৮	-	৬	২	-	৮	১০০%	
	২০০৯	৭	২	৫	-	-	৭	১০০%	
	২০১০	৮	২	৬	-	-	৮	১০০%	
	২০১১	১১	২	৯	-	-	১১	১০০%	
	২০১২	৮	-	৭	-	১	৮	১০০%	
	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	CGPA 3.50-4.00	CGPA 3.00-<3.50	CGPA 2.50-<3.00		মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান
	২০১৪	৪	-	-	৪	-	৪	১০০%	
	২০১৫	১৭	-	৪	৮	-	১২	৭০.৫৮%	

পরিসংখ্যান

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
	১৯৯৯	৩০	১৭	১২	-	-	২৯	৯৬.৬৬%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম, ১০ম(যুগ্ম),১২,১৩,১৪,১৭ ও ১৮তম
	২০০০	৮	৪	৩	-	-	৭	৮৮%	৩য়
	২০০১	৫	২	৩	-	-	৫	১০০%	১০ম ও ১৬তম।
	২০০২	৫	-	৫	-	-	৫	১০০%	-
	২০০৩	৯	৭	২	-	-	৯	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১০ম, ১৭ ও ১৮তম।
	২০০৫	১৪	৩	১০	-	১	১৪	১০০%	
	২০০৬	৬	-	৬	-	-	৬	১০০%	
	২০০৭	৫	১	৪	-	-	৫	১০০%	
	২০০৯	২	-	২	-	-	২	১০০%	

এক নজরে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল

মাস্টার্স

বিষয়	পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাসের হার	মেধাতালিকায় স্থান (১ম শ্রেণিতে)
ব্যবস্থাপনা	১৯৯৬	৩২	৪	২৮	-	৩২	১০০%	২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৯ম।
	১৯৯৭	২৩	-	২৩	-	২৩	১০০%	-
	১৯৯৮	১৪	১	১২	১	১৪	১০০%	৫ম।
	১৯৯৯	১৯	-	১৬	৩	১৯	১০০%	-
	২০০০	১১	-	১০	১	১১	১০০%	-
	২০০১	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০২	২১	১	২০	-	২১	১০০%	৩য়।
	২০০৩	১২	-	১২	-	১২	১০০%	-
	২০০৪	১৭	৩	১৪	-	১৭	১০০%	৪র্থ, ৮ম ও ১৩তম।
	২০০৭	৫	৪	১	-	৫	১০০%	-
	২০০৮	২৬	২৫	১	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	১৯	১১	৮	-	১৯	১০০%	-
	২০১০	২৮	২২	৬	-	২৮	১০০%	৯ম, ১৫তম ও ২০তম।
	২০১১	২৫	১৯	৬	-	২৫	১০০%	
	২০১২	২২	১৮	৪	-	২২	১০০%	
	২০১৩	৩৩	১৭	১৬	-	৩৩	১০০%	
	২০১৪	১৩	১৩	-	-	১৩	১০০%	
হিসাববিজ্ঞান	১৯৯৬	২৩	১	২২	-	২৩	১০০%	৪র্থ।
	১৯৯৭	১৭	-	১৭	-	১৭	১০০%	-
	১৯৯৮	২	-	২	-	২	১০০%	-
	১৯৯৯	১৩	৩	৯	১	১৩	১০০%	২য়(২জন), ৮ম।
	২০০০	১৬	১	১৩	২	১৬	১০০%	-
	২০০১	১৪	১	১৩	-	১৪	১০০%	৬ষ্ঠ।
	২০০২	৭	-	৭	-	৭	১০০%	-
	২০০৩	২১	৪	১৭	-	২১	১০০%	১৪তম, ২৬তম(২জন) ও ৩৩তম
	২০০৪	২১	৭	১৪	-	২১	১০০%	১৩তম, ২৬তম, ২৮তম, ৩২তম, ৩৫তম, ৩৭তম ও ৪০তম
	২০০৬	২৫	১৫	১০	-	২৫	১০০%	৭ম, ১০ম, ১১তম, ১৭তম, ১৮তম, ২০তম, ২১তম, ২৩তম, ২৫তম, ২৭তম
	২০০৭	১৫	১৫	-	-	১৫	১০০%	-
	২০০৮	৩৪	২৭	৭	-	৩৪	১০০%	-
	২০০৯	৪০	৩৩	৭	-	৪০	১০০%	-
	২০১০	৩০	১৯	১০	-	২৯	৯৭%	-
	২০১১	৩০	২০	৯	-	২৯	৯৭%	
	২০১২	২৬	-	-	-	২৬	১০০%	
	২০১৩	৪৮	৩৬	১২	-	৪৮	১০০%	
	২০১৪	৩০	৩০	-	-	৩০	১০০%	
মার্কেটিং	১৯৯৭	৭	-	৬	১	৭	১০০%	-
	১৯৯৯	২০	৫	১৫	-	২০	১০০%	২য়, ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৯ম।
	২০০১	২১	৫	১৬	-	২১	১০০%	৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ(২জন)।
	২০০২	২২	৩	১৯	-	২২	১০০%	১ম, ২য়(২জন)।
	২০০৩	১৬	-	১৪	১	১৫	১০০%	-
	২০০৪	১৪	৫	৯	-	১৪	১০০%	১ম, ৪র্থ, ১৩তম(৩জন)
	২০০৬	২৮	২৩	৫	-	২৮	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়(৩), ৪র্থ, ৫ম(২), ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২),
	২০০৭	২৬	২০	৬	-	২৬	১০০%	-
	২০০৮	২৬	১৪	১২	-	২৬	১০০%	-
	২০০৯	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	-
	২০১০	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%	
	২০১১	৩৯	৩০	৯	-	৩৯	১০০%	
	২০১২	৩০	২৫	৫	-	৩০	১০০%	
	২০১৩	৩৫	২৩	১২	-	৩৫	১০০%	
	২০১৪	২৬	২৬	-	-	২৬	১০০%	
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	১৯৯৯	১৩	৫	৮	-	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম।
	২০০০	৩৩	১২	২০	১	৩৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম(৩জন), ৮ম ও ৯ম(২জন)।
	২০০১	৩১	২	২৯	-	৩১	১০০%	১ম, ২য়।
	২০০২	১৩	৮	৪	১	১৩	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৭ম(২জন), ১০ম।
	২০০৩	৩৪	৩	৩১	-	৩৪	১০০%	১ম, ২য়, ৩য়
	২০০৪	৩৬	২৫	১১	-	৩৬	১০০%	১ম, ২য়(২জন), ৩য় থেকে ৭ম, ৮(২জন), ৯ম, ১০ম, ১২তম(২জন), ১৩তম থেকে
	২০০৬	২৫	২৪	১	-	২৫	১০০%	৩য়, ৪র্থ১ ৭ম(২), ৮ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম, ১৪তম(২জন) ১৫তম, ১৬তম(২)।
	২০০৭	২২	১৪	৬	-	২০	৯২%	-
	২০০৮	৫৩	৪২	১১	-	৫৩	১০০%	-
	২০০৯	৪৬	৩৫	৮	-	৪৩	৯৩.৪৭%	-
	২০১০	৪৩	৩৪	৯	-	৪৩	১০০%	১ম, ৩য়, ৯ম, ১৫তম, ১৬তম, ১৭তম।
	২০১১	৫০	৪৭	২	-	৪৯	৯৮%	
	২০১২	৫৫	৫৩	২	-	৫৫	১০০%	
	২০১৩	৪১	৩৬	৫	-	৪১	১০০%	
	২০১৪	৪২	৪২	-	-	৪২	১০০%	

প্রগতি

২০১৭

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭

ঢাকা কমার্স কলেজ
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী, স্বনামধন্য ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম। সুদৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা, নিবিড় অনুশীলন ও জ্ঞানার্জনের মহান আদর্শে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত এই বিদ্যাপীঠ। এ কলেজ শুরু থেকেই স্বকীয় ও মননশীল চেতনায় উজ্জীবিত। স্বল্পকাল পরিক্রমায় প্রারম্ভিক ক্ষুদ্র আবর্তন থেকে মহীরুহ কলেবরে এর দ্রুত উত্থান দেশবাসীকে করেছে বিস্মিত ও অভিভূত। ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব সাফল্যের স্বীকৃতি এ কলেজকে দিয়েছে নব অভিধা অপরিমেয় শৌর্য ও স্পন্দিত শক্তি। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পরপর দুবার সেরা বেসরকারি কলেজ বিবেচিত হয়েছে কলেজটি। কলেজের এই ভিত্তিভূমি শক্তিশালী হয়েছে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শিক্ষানুরাগী পরিচালনা পর্ষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, দক্ষ প্রশাসনের নির্দেশনা, অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস চেষ্টা, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্কের জন্য। অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের এ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করে গর্বিত, আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত। আজ দেশবাসীর কাছে কলেজটি আদর্শ শিক্ষার অনুকরণীয় রোল মডেল। ঢাকা কমার্স কলেজ শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষাসহায়ক বিভিন্ন সৃজনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ধারাবাহিক এই পথচলায় প্রতিবছর বের করা হয় কলেজ বার্ষিকী 'প্রগতি'। 'প্রগতি' শিক্ষার্থীদের স্বকীয় মেধার স্ফুরণে সমৃদ্ধ হয়। 'প্রগতি' ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের সাফল্য, সৃজনশীলতা ও মননের পরিচায়ক। 'প্রগতি' একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের মুক্ত ও সাংস্কৃতিক মনের বিকাশ ঘটায়, অন্যদিকে তাদের মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করে। ঢাকা কমার্স কলেজে নিয়মিত ঘটে যায় কত ঘটনা, কত কার্যক্রম, বহু সাফল্য। কিছুকাল পরই তা হয়ে যায় ইতিহাস। সাফল্যের ইতিহাস সৃষ্টিই এর কাজ। অপ্রতিদ্বন্দ্বী-অনুকরণীয় মডেল কলেজ এটি। 'প্রগতি'-র মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জানতে পারে কলেজের অনেক গৌরবোজ্জ্বল জয়গাথা। ২০১৭ সাল ছিল বহুবিধ কার্যক্রমের সমাহার। এর বিস্তারিত বিবরণ ছোটো কলেবরে দেওয়া অসম্ভব হলেও সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত হলো প্রগতি'র ২৮তম সংখ্যায়।

প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম।

পরিচালনা পরিষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর সভাপতিত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পরিষদ ঢাকা কমার্স কলেজ প্রশাসনকে দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। পরিচালনা পরিষদ অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ডেভেলপমেন্ট কমিটি ও ফিন্যান্স কমিটির মাধ্যমে কলেজের শিক্ষা, উন্নয়ন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা গতিপথটি নির্ণয় করে দেয়। নতুন অভিভাবক সদস্য নিয়ে ১০ জুলাই ২০১৬ পরিচালনা পরিষদ গঠিত হয়েছে। ২০১৭ সালে এ পরিষদের ১১টি সভা হয় এবং এসব সভায় কলেজ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বহু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

শিক্ষক পরিষদ

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকদের সাধারণ সভা ও প্রয়োজনমাফিক বিশেষ কার্যক্রম পরিচালিত হয় শিক্ষক পরিষদের মাধ্যমে। ২০১৭ সালে শিক্ষক পরিষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইদুর রহমান মিঞা।

নিয়োগ

অধ্যক্ষ : সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ ৫ মার্চ ২০১২ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত আছেন। ১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে তাঁর পুনঃনিয়োগ দেয়া হয়।

উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) : কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম ১৬ অক্টোবর ২০১৭ থেকে নিয়মিত উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) পদে ছিলেন।

উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) : সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১ ডিসেম্বর ২০১৭ তাঁকে পুনঃনিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ১ জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) পদে এবং এরপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) পদে কর্মরত আছেন।

শিক্ষার্থী উপদেষ্টা : উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, ফলাফল ও শৃঙ্খলা কার্যক্রম তদারকির জন্য ৬ জন শিক্ষার্থী উপদেষ্টা দায়িত্ব পালন করেন।

চেয়ারম্যান : কলেজের ১১টি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন ১১ জন চেয়ারম্যান। এ বছর নিম্নোক্ত ৫ জনকে চেয়ারম্যান নিয়োগ দেয়া হয়।

নাম	বিভাগ	তারিখ
১. প্রফেসর ড. মো. মিরাজ আলী	সিএসই	০১/০১/২০১৭
২. মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক	হিসাব বিজ্ঞান	০১/০৭/২০১৭
৩. মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক	ব্যবস্থাপনা	০১/০৮/২০১৭
৪. মো. শফিকুল ইসলাম সহযোগী অধ্যাপক	মার্কেটিং	০১/০৮/২০১৭
৫. শামীম আহসান সহযোগী অধ্যাপক	ইংরেজি	১০/০৯/২০১৭

পদোন্নতি

প্রফেসর : ২০১৭ সালে নিম্নোক্ত ৪ জন শিক্ষক প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

নাম	বিভাগ	তারিখ
১.প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ্	অর্থনীতি	০১/০৭/২০১৭
২. প্রফেসর ড. মো. মিরাজ আলী	সিএসই	০১/০৭/২০১৭
৩.প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ	ব্যবস্থাপনা	০১/০৭/২০১৭
৪.প্রফেসর ড. এ এম সওকত ওসমান	ব্যবস্থাপনা	০১/০৭/২০১৭

যোগদান

প্রভাষক : ২০১৭ সালে নিম্নোক্ত ১২ জন শিক্ষক প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

নাম	বিভাগ	তারিখ
১. মো. তারেক আজিজ	বিবিএ প্রফেশনাল	০১/০৩/২০১৭
২. শাহনাজ আক্তার	বিবিএ প্রফেশনাল	০১/০৩/২০১৭
৩. শোয়াইবা হক তুরাবী	সিএসই	০১/০৩/২০১৭
৪. ফারজানা আক্তার রিপা	সিএসই	০১/০৩/২০১৭
৫. সোলায়মান আলম	বাংলা	১১/০৬/২০১৭
৬. রোমানা শারমিন খান	বাংলা	০১/০৭/২০১৭
৭. মেহেরুন নাহার	ফিন্যান্স	০১/০৭/২০১৭
৮. রিফ্‌ফাত শবনম	মার্কেটিং	০১/০৭/২০১৭
৯. নুর নাহার	মার্কেটিং	০১/০৭/২০১৭
১০. নিশাত সুলতানা তন্দ্রা (খণ্ডকালীন)	বাংলা	০৩/০৭/২০১৭
১১. অংকনী চক্রবর্তী (খণ্ডকালীন)	ইংরেজি	০১/১১/২০১৭
১২. উম্মে হোমায়রা সুমি (খণ্ডকালীন)	বিবিএ প্রফেশনাল	০১/১২/২০১৭

কর্মকর্তা : এ বছর কলেজে যোগদানকৃত কর্মকর্তাগণ হলেন:

নাম	বিভাগ	তারিখ
১. ডাঃ নজরুল ইসলাম	মেডিকেল অফিসার	০১/১১/২০১৭
২. মো. নুরুল ইসলাম	সহকারী আইটি অফিসার	০১/১১/২০১৭

কর্মচারী : এ বছর কলেজে যোগদানকৃত কর্মচারীবৃন্দ হলেন:

নাম	বিভাগ	তারিখ
১. মো. শামিম আহমেদ	অফিস সহকারী	০১/১১/২০১৭
২. মো. শহিদুল ইসলাম	পিয়ন	২০/০২/২০১৭

অবসর ও বিদায়

শিক্ষক : ২০১৭ সালে ৫ জন শিক্ষক অবসরগ্রহণ করেছেন বা বিদায় নিয়েছেন। তারা হলেন-

নাম	পদবী ও বিভাগ	তারিখ
১. প্রফেসর মো.রোমজান আলী	অধ্যাপক, বাংলা	৩১/১২/২০১৭
২. মো. সাহজাহান আলী	সহকারী অধ্যাপক,বাংলা	৩০/০৬/২০১৭
৩. মো. তারেকুর রহমান	প্রভাষক, ইংরেজি	০৭/১২/২০১৭
৪. মো. সোহেল রানা	প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা	০৮/০৮/২০১৭
৫. মো. আহসান হাবিব	প্রভাষক, সিএসই	০৬/০৫/২০১৭

কর্মকর্তা ও কর্মচারী : ২০১৭ সালে ২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অবসরগ্রহণ করেছেন। তারা হলেন-

নাম	পদবী ও শাখা	তারিখ
১. মো. নুরুল আলম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অফিস	৩১/১০/২০১৭
২. মো. সেলিম	গার্ড, নিরাপত্তা	৩১/০৭/২০১৭

কমিটি ২০১৭

কলেজের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালে নিম্নোক্ত আহ্বায়কদের নেতৃত্বে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে:

নং	কমিটির নাম	আহ্বায়ক (নাম, পদবী ও বিভাগ)
১	ভর্তি কমিটি: উচ্চ মাধ্যমিক	মো. ইউনুছ হাওলাদার, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
২	ভর্তি কমিটি: অনার্স-মাস্টার্স	প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ্, অর্থনীতি বিভাগ
৩	পরীক্ষা কমিটি	এস এম আলী আজম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৪	ভ্রমণ কমিটি	প্রফেসর ড. এ.এম. সওকত ওসমান, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৫	বার্ষিক ভোজ ও আপ্যায়ন কমিটি	মো. আব্দুল খালেক, সহযোগী অধ্যাপক, পরি. ও গণিত বিভাগ
৬	প্রকাশনা কমিটি	মো. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, মার্কেটিং বিভাগ
৭	অভ্যন্তরীণ আপ্যায়ন কমিটি	মো. শরিফুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৮	শান্তি-শৃঙ্খলা ও বিএনসিসি কমিটি	প্রফেসর ড. মো. মিরাজ আলী আকন্দ, চেয়ারম্যান, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
৯	ক্রীড়া কমিটি	শামীম আহসান, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
১০	প্রচার ও আলোকচিত্র কমিটি	আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
১১	ধর্মীয় কমিটি	মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১২	শিক্ষার্থী ও সমাজকল্যাণ কমিটি	মো. মঈন উদ্দীন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৩	ছাত্রী বিষয়ক কমিটি	দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ
১৪	রুটিন কমিটি	মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৫	শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি	মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৬	নির্মাণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কমিটি	মো. আব্দুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ
১৭	ক্রয় কমিটি	মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ
১৮	অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা কমিটি	মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৬-এ সেরা বেসরকারি কলেজ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৬-এ ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কলেজের র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় বারের মতো সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেরা কলেজের স্বীকৃতি পেয়ে অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অত্যন্ত গতিশীল ও উন্নত। কলেজটি স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হয়েও বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিংয়ে সেরা কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। এরূপ সম্মাননা ও স্বীকৃতি দেয়ায় তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল বলেন, নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিবছরই সেরা ফলাফল অর্জন করছে।

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন জিবি সদস্য ও বিইউবিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এ এফ এম সরওয়ার কামাল। সভাপতিত্ব করেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান করেন প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ।

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ও নবীনবরণ

৬ জুলাই ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত ২৫০০ শিক্ষার্থীর ওরিয়েন্টশন প্রোগ্রাম ও নবীনবরণ প্রফেসর কাজী ফারুকী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য ও বিইউবিটি-র প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। নবীনবরণ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (একাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম ও প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ, ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক মো. ইউনুছ হাওলাদার এবং নবীন ও বর্তমান শিক্ষার্থীবৃন্দ।

স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বিবিএ, বিবিএস ও বিএ (সম্মান) শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ওরিয়েন্টেশনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক মার্কেটিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দেওয়ান জোবাইদা নাসরিন।

পরীক্ষার ফলাফল

এ বছর বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষার্থীরা কৃতিত্বের সাথে প্রায় শতভাগ উত্তীর্ণ হয়েছে। ২৩ জুলাই ২০১৭ প্রকাশিত উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ১৩৩ জন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেয়েছে। জিপিএ ৪ এর উর্ধ্বে ১৪৫৬ জন। পাশের হার ৯৯.৪৭%।

অভিভাবক সভা

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির প্রতিপর্ব পরীক্ষা শেষে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া বিশেষ ক্লাস ও টিউটোরিয়াল ক্লাস কার্যক্রম বিষয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অভিভাবক সভায় শিক্ষক-অভিভাবকবৃন্দ শিক্ষার্থীর ফলাফল উন্নয়ন, ক্লাসে উপস্থিতি ও শৃঙ্খলা বিষয়ে মত বিনিময় করেন।

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭

৩১ জুলাই থেকে ৬ আগস্ট ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ জুলাই শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম। উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল,

সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক মো জাহাঙ্গীর আলম শেখ ও ক্রীড়া কমিটির আহবায়ক শামীম আহসান। শিক্ষা সপ্তাহে বার্ষিক সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১৯ মার্চ ২০১৭ পল্লবীস্থ সিটি ক্লাব মাঠে ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রীড়াবিদদের সালাম গ্রহণ ও প্রতিযোগিতা উদ্‌বোধন করেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. মাহাবুবুর রহমান। দিনব্যাপী ৩৭০ জন অ্যাথলেট বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিকেল ৪ টায় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। অতিথি ছিলেন বিইউবিটি ট্রেজারার ও পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া এবং বিইউবিটি প্রক্টর ও পরিচালনা পরিষদের সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম ও ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক শামীম আহ্সান।

পুরস্কার বিতরণী ২০১৭

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, জিবি সদস্য ও বিইউবিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এ এফ এম সরওয়ার কামাল এবং ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা অনারারি প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী। সভাপতিত্ব করেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ।

নৌভ্রমণ ২০১৭

৬ অক্টোবর ২০১৭ শিক্ষাসফর (নৌভ্রমণ) ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রমণ কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ঢাকার সদরঘাট থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত 'সুন্দরবন-১০' লঞ্চযোগে নৌবিহারে গভর্নিং বডির সদস্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ১১৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদের নদীমাতৃক বাংলাদেশের সাথে পরিচিতিকরণ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে 'ইলিশ ভ্রমণ' খ্যাত নৌবিহারের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা পদ্মার তাজা ইলিশে রসনা বিলাস করে তৃপ্তি লাভ করে। পদ্মা-মেঘনার ঢেউয়ের তালে তালে শিক্ষার্থীরা নাচে-গানে ও কলকাকলিতে স্মরণীয় ও আকর্ষণীয় করে রাখে দিবসটিকে। ভ্রমণে জিবি সদস্য প্রফেসর মো. আবু সালেহ, প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান ও প্রফেসর ড. এম এ রশীদ অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জিবি চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম ও ভ্রমণ কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. এ এম সওকত ওসমান।

দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন

২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে প্রভাত ফেরিতে প্রায় ৭ শত ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এরপর জিবি, প্রশাসন, বিভিন্ন বিভাগ, শাখা, সাংস্কৃতিক কমিটি ও কোয়ার্টারের পক্ষ থেকে কলেজের শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ। অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইদুর রহমান মিঞা ও আলোচক ছিলেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. শাহাজাহান আলী।

৭ মার্চের ভাষণের স্বীকৃতি উদ্‌যাপন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ জাতিসংঘের ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ায় ২৫ নভেম্বর ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ মিরপুরে আনন্দ শোভাযাত্রা করেন।

স্বাধীনতা দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন

জাতীয় পতাকা উত্তোলন : মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ ২০১৭ সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। এ সময় উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা : মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানেরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম।

আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা : ২৮ মার্চ ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা, দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক লে. কর্নেল জাফর ইমাম বীর বিক্রম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা এবং সাবেক সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল। অনুষ্ঠানে লে. কর্নেল জাফর ইমামকে মুক্তিযোদ্ধা সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। সভাপতিত্ব করেন জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ।

চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ : স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৫ ও ২৭ মার্চ ২০১৭ কলেজে দ্বিতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ। চলচ্চিত্র উৎসবে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা 'গেরিলা' ও 'আমার বন্ধু রাশেদ' প্রদর্শিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস পালন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০১৭ কলেজে কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

জাতীয় শোক দিবস পালন

দোয়া মাহফিল : যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৫ আগস্ট ২০১৭ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়। এ উপলক্ষে সকালে কলেজের নামাজ কক্ষে কোরআনখানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ১৬ আগস্ট ২০১৭ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালনা পরিষদের সদস্য, সাবেক সচিব ও বিইউবিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এ এফ এম সরওয়ার কামাল। বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও বিইউবিটি প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান এবং পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রফেসর ডাঃ এম. এ. রশীদ। মুখ্য আলোচক ছিলেন বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সাইদুর রহমান মিঞা। বক্তব্য রাখেন ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ। সভাপতিত্ব করেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ।

রক্তদান কর্মসূচি : জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রক্তদান কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন পরিচালনা পরিষদের সদস্য ও ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রফেসর ডা. এম. এ. রশীদ।

বুদ্ধিজীবী দিবস উদ্‌যাপন

১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ মহান বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখের নেতৃত্বে শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীবৃন্দ মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

পতাকা উত্তোলন : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে সকালে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর

সমবেতস্বরে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম।

আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা : মহান বিজয় দিবস ২০১৭ উপলক্ষে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ আলোচনা সভা ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্রি. জেনারেল গিয়াসউদ্দিন আঃ চৌধুরী, বীর বিক্রম, পিএসসি (অব), প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। সভাপতিত্ব করেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। স্বাগত ভাষণ দেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ। বিজয় দিবস উপলক্ষে ব্রি.জে. গিয়াস উদ্দিন আঃ চৌধুরীকে ঢাকা কমার্স কলেজ মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধান অতিথি রক্তদান কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন।

চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৭ : ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ কলেজে তৃতীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ। চলচ্চিত্র উৎসবে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সিনেমা 'গেরিলা' ও 'আমার বন্ধু রাশেদ' প্রদর্শিত হয়।

নববর্ষ বরণ ১৪২৪

১লা বৈশাখ ১৪২৪ ঢাকা কমার্স কলেজের আয়োজনে 'বর্ষবরণ ১৪২৪' অনুষ্ঠিত হয়। নববর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের জিবি সদস্য, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা এবং বিইউবিটি ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এ এফ এম সরওয়ার কামাল। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহবায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ। শিক্ষক-কর্মকর্তা পরিবারের সদস্যদের পান্তাভাত খাওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয় সকলের সমবেত স্বরে 'এসো হে বৈশাখ' গানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা

২৫ মার্চ ২০১৭ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা প্রফেসর মো. রোমজান আলী, প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া, শিক্ষক পরিষদের সচিব মো. সাইদুর রহমান মিঞা ও সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ।

বার্ষিক ভোজ

২ মার্চ ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। ভোজ উদ্‌বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। ভোজে গভর্নি বডির সদস্য, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবারবর্গ এবং সকল ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

ফলাহার

২০ জুলাই ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ বার্ষিক ফলাহার আয়োজন করে। জিবি, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ফলাহারে অংশগ্রহণ করেন। ফলাহার উদ্‌বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও অনারারি প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

প্রকাশনা

বার্ষিকী : ২০১৭ সালে কলেজ বার্ষিকী প্রগতি-এর ২৭ তম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

জার্নাল : ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল, ভলিউম নম্বর ১, ডিসেম্বর ২০১৬ এবছর প্রকাশিত হয়।

অন্যান্য : রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত জাতীয় অভিষেক উপলক্ষে স্মরণিকা 'ঐক্য', বিজয় দিবস বুলেটিন 'উৎসর্গ ৭১' এবং 'দৈনিক লাখো কণ্ঠ' পত্রিকায় ২ পৃষ্ঠাব্যাপী রঙিন ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এ বছর কলেজ ডায়েরি, ওয়াল ক্যালেন্ডার ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রচার

২০১৭ সালে কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খবর সংবাদপত্র এবং কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচার করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাকিংয়ে ৩ ক্যাটাগরিতে পদক পাওয়ায় এ বছর গণমাধ্যমে কলেজ সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে।

দোয়া ও মোনাজাত

কলেজের সকল শ্রেণির বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা আরম্ভের দিনে কোরআনখানি, দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

ক্রীড়ায় সফলতা

ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেণিকার্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষাকার্যক্রমে খেলাধুলার ভূমিকা অনন্য। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা, আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা, জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন সমূহের আয়োজনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণ করে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা সফলতা অর্জন করে আসছে।

১. আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন : ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ টিম একক ও দ্বৈত পুরুষ এবং মহিলা এককে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২. আন্তঃকলেজ মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন : ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ১ম মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়।

৩. আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা : ঢাকা শিক্ষাবোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতা ২০১৭-এ ক্রিকেট, ফুটবল ও হ্যান্ডবলে সেমিফাইনাল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

৪. বেসবল : জাতীয় বেসবল প্রতিযোগিতা ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ রানার্স আপ হয়।

৫. রাগবি : মহিলা রাগবি প্রতিযোগিতা ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ ৩য় স্থান অধিকার করে।

৬. ফেন্সিং : জাতীয় ফেন্সিং প্রতিযোগিতা ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ টিম ৩য় স্থান অধিকার করে।

৭. দেশজ ক্রীড়া : বাংলা বর্ষবরণ দেশজ ক্রীড়া উৎসবে ঢাকা কমার্স কলেজ হাডুডু, দাঁড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট প্রতিযোগিতা ২০১৭-এ চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করে।

৮. মার্শাল আর্ট : জাতীয় মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতা ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ টিম ২টি গোল্ড মেডেল অর্জন করে।

৯. দিল্লি লেজার রান : ২৭ আগস্ট ২০১৭ ভারতের দিল্লিতে অনুষ্ঠিত লেজার রান প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ টিম ৩য় স্থান অধিকার করে।

১০. মালয়েশিয়া সফর : জুলাই ২০১৭-এ ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যাডমিন্টন টিম মালয়েশিয়া সফর করে।

ডিজিটালাইজেশন

২০১৭ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ এবং এর বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অটোমেশন ও ওয়েবসাইট উন্নয়ন কমিটির আহ্বায়ক ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম। কলেজের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে কলেজের ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার ও ফেসবুক পেজ, ওয়েব পোর্টাল (www.dcc-portal.com), সকল বিভাগ ও শাখা ওয়াই-ফাই জোন, অনার্স ১ম বর্ষ এবং বিবিএ প্রফেশনাল ও সিএসই প্রোগ্রামের সকল শ্রেণিতে ইন্টারনেট সংযোগ ও মাল্টিমিডিয়া, ওয়েব সফটওয়্যারে পরীক্ষার নম্বর ইনপুট, সকল বিভাগ ও শাখার এবং সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর স্থায়ী আই ডি তৈরি, সকল শিক্ষক-কর্মকর্তার ওয়েবমেইল একাউন্ট তৈরি, সফটওয়্যারে পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ছবি ও রুটিনসহ প্রবেশপত্র প্রণয়ন, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, পে-রোল, একাউন্টস সিস্টেম, এসএমএস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ওয়েব সফটওয়্যারে 'লগইন' করে যে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সর্বদা জানতে পারে।

ছাত্রী হোস্টেল উদ্‌বোধন

৬ জুলাই ২০১৭ ঢাকার রূপনগর আবাসিক এলাকার ৬ নম্বর রোডে ২৫ ও ২৭ নং প্লটে ১০ কাঠা জমিতে ঢাকা কমার্স কলেজের নবনির্মিত ভবনে ছাত্রী হোস্টেলের উদ্‌বোধন করা হয়। ছাত্রী হোস্টেল উদ্‌বোধন করেন কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, প্রফেসর মো. এনায়েত হোসেন মিয়া ও অধ্যাপক শামীমা সুলতানা, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, রূপনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, স্থানীয় কমিশনার মোবাশ্বের আলম চৌধুরী ও হোস্টেল সুপার সহযোগী অধ্যাপক মাসুদা খানম নিপা।

শিক্ষার্থী কল্যাণ

বেতন সুবিধা : মেধাবী, নিয়মিত উপস্থিত, মুক্তিযোদ্ধার পোষ্য ও আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিনা বেতনে ও অর্ধবেতনে অধ্যয়নের সুবিধা দেয়া হয়।

ডরমেটরি: দরিদ্র, মেধাবী এবং ঢাকায় বসবাসের সমস্যা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের কলেজের ডরমেটরিতে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ডরমেটরিতে বসবাসকারী সকল শিক্ষার্থীর ইউনিফর্ম ফ্রি এবং বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুবিধা দেয়া হয়।

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

স্নাতক সম্মান কোর্স চালু : ঢাকা কমার্স কলেজে বাংলা বিষয়ে স্নাতক সম্মান কোর্স চালুর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর আহমেদ কবিরকে মনোনয়ন দেন এবং তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে ৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিষয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে পাঠদানের জন্য অনুমোদন দেয়।

ওরিয়েন্টেশন : ১৫ ও ১৬ জুন ২০১৭ দুই দিনব্যাপী সিলেবাস ডিজাইন এর ওপর বিভাগীয় শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

ভ্রমণ : ২৩-২৯ ডিসেম্বর শীতকালীন ছুটিতে বিভাগীয় শিক্ষক মো. সাইদুর রহমান মিঞা ও মো. নাঈম মোজাম্মেল সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া ভ্রমণ করেন।

ইংরেজি বিভাগ

শিক্ষকদের প্রকাশনা: An Easy Book of HSC English Grammar; An Easy Book of HSC English Writing Skill এর লেখক সমীরন পোদ্দার এবং জাকারিয়া ফয়সাল; Arcadia HSC English Grammar & Composition এর লেখক অনুপম বিশ্বাস এবং তারেকুর রহমান। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে মো. মনসুর আলমের Article "Wole Soyinka's Style of Presentation in The Lion and The Jewel" প্রকাশিত হয়।

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১. বনভোজন : বিভাগীয় চেয়ারম্যান মো. নূরুল আলম ভূঁইয়া এবং কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী'র তত্ত্বাবধানে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ গাজীপুরস্থ 'ছুটি রির্সোট'-এ সকল বর্ষের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'বনভোজন' আয়োজন করা হয়। বনভোজনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী সংগীত শিল্পী জুয়েল ও আনান সংগীত পরিবেশন করে। বনভোজনে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২. শিক্ষা সফর : বিবিএ (সম্মান) ১ম বর্ষ: বিভাগীয় শিক্ষক তন্ময় সরকার ও মাছুম আলমের নেতৃত্বে ২০ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফরে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে।

বিবিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ: ৩ থেকে ৮ এপ্রিল ২০১৭ বিভাগীয় শিক্ষক ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ ও ড. এ. এম. সওকত ওসমানের নেতৃত্বে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, টেকনাফ, কক্সবাজার, শিক্ষাসফর অনুষ্ঠিত হয়।

বিবিএ (সম্মান) ৩য় বর্ষ : বিভাগীয় শিক্ষক সৈয়দ আব্দুর রব এবং সিগমা রহমানের নেতৃত্বে ২ থেকে ৬ মার্চ ২০১৭ শিক্ষার্থীরা বান্দরবান, টেকনাফ, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করে।

৩. সমাপনী ক্লাস : ক) শ্রেণি শিক্ষক তন্ময় সরকারের তত্ত্বাবধানে ৯ আগস্ট ২০১৭ ১ম বর্ষের সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

খ) ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ শ্রেণি শিক্ষক ফারহানা আরজুমানের তত্ত্বাবধানে ২য় বর্ষের সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

গ) শ্রেণি শিক্ষক সিগমা রহমানের তত্ত্বাবধানে ১৪ নভেম্বর ২০১৭ ৩য় বর্ষের সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ঘ) ৫ জুলাই ২০১৭ শ্রেণি শিক্ষক কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকীর তত্ত্বাবধানে ৪র্থ বর্ষের সমাপনী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

১. ক্লাস সমাপনী : প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তাদের ক্লাস সমাপনী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে বিবিএ (সম্মান) ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২. শিক্ষকদের প্রকাশনা : বিভাগীয় চেয়ারম্যান মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম এর প্রবন্ধ 'Corporate Social Responsibility Disclosures Practices in Financial Statements: A Study of Bangladeshi Commercial Banks' ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব আফ্রিকান অ্যান্ড এশিয়ান স্টাডিজ-এ প্রকাশিত হয়।

৩. বিদেশ ভ্রমণ : ২০১৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে বিভাগীয় শিক্ষক মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ ভারত সফর করেন এবং মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ শীতকালীন ছুটিতে থাইল্যান্ডের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেন।

৪. শিক্ষাসফর : হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির সকল শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'Accounting Day' গাজীপুরের শিল্পীকুঞ্জে উদ্‌যাপিত হয়।

৫. অ্যালামনাই গঠন : জুন ২০১৭-এ হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অ্যাকাউন্টিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং এডহক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এছাড়া অ্যালামনাই এর পক্ষ থেকে রূপনগরের সিক্স সিজন রেস্টুরেন্টে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), বিভাগীয় চেয়ারম্যানসহ শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

মার্কেটিং বিভাগ

১. বিভাগীয় পিকনিক : ১০ এপ্রিল ২০১৭ মার্কেটিং বিভাগের অনার্স ও মাস্টার্স শ্রেণির সকল বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের গাজীপুর 'মেঘবাড়ী' রিসোর্টে পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়।

২. ক্লাস সমাপনী :

ক) সম্মান ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয় ৯ আগস্ট ২০১৭।

খ) সম্মান ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয় ১৪ নভেম্বর ২০১৭।

গ) সম্মান ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠিত হয় ৬ আগস্ট ২০১৭ তারিখে 'Food Unlimited' রেস্টুরেন্টে।

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

১. ক্লাস সমাপনী : ক) বিবিএ (সম্মান) পার্ট-৪ এর ছাত্র-ছাত্রীরা ২০১৭ সালের ২০ জুলাই হলিজিন রেস্টুরেন্টে ক্লাস সমাপনী ও সান্ধ্যভোজের আয়োজন করে।

খ) ২০১৭ সালে মাস্টার্স পার্ট-২ এর ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস সমাপনী উপলক্ষে মিরপুর-১ এর ভিআইপি রেস্টুরেন্টে ক্লাস সমাপনী ও সান্ধ্যভোজের আয়োজন করে।

২. শিক্ষাসফর : ক) বিভাগীয় চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল এবং প্রভাষক ফরিদা ইয়াসমিন এর নেতৃত্বে বিবিএ (অনার্স) পার্ট-৪ এর শিক্ষার্থীরা 'ঢাকা-কক্সবাজার-সেন্টমার্টিন-ঢাকা' শিক্ষাসফরের আয়োজন করে।

খ) ২০১৭ সালের ২০ মার্চ বিভাগের সকল বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে গাজীপুরের রাঙ্গামাটি ওয়াটারফ্রন্ট রিসোর্ট-এ বিভাগীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে দিনব্যাপী শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়।

৩. ইফতার : ২০১৭ সালের ১২ জুন তারিখে বিভাগের সকল বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে ভিআইপি রেস্টুরেন্ট-এ বিভাগীয় শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ইফতার ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করা হয়।

৪. কম্বল বিতরণ : ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (FBBA) এর উদ্যোগে ২ জানুয়ারি ২০১৭ কুড়িগ্রামের কাউনিয়ারচর, তারাটিয়া এবং বরবেরচর গ্রামে দরিদ্র ও শীতার্তদের মাঝে ১০০০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিভাগীয় চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল এবং FBBA এর সাধারণ সম্পাদক নাজিবুল হায়দার চৌধুরী। উক্ত কর্মসূচিতে সহযোগিতা করে 'RDRS' ও 'প্রজেক্ট কম্বল' নামক সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

অর্থনীতি বিভাগ

১. পিঠা উৎসব : অনার্স পার্ট-২ (শিক্ষাবর্ষ-২০১৫-১৬) এর শিক্ষার্থীরা অর্থনীতি বিভাগে পিঠা উৎসবের আয়োজন করে।

২. শিক্ষাসফর : ৬ এপ্রিল ২০১৭ অর্থনীতি বিভাগের বনভোজন শতাধিক শিক্ষার্থী ও বিভাগের সকল শিক্ষকের অংশগ্রহণে কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের নুহাশপল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়।

৩. খামারবাড়ি পরিদর্শন : ১৬ এপ্রিল ২০১৭ বিভাগীয় বিভাগীয় শিক্ষকগণ গাজীপুরস্থ খতিব খামারবাড়ি বয়স্ক পুণর্বাসন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

৪. ক্লাস সমাপনী : ১১ জুলাই ২০১৭ অর্থনীতি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষাথীদের (শিক্ষাবর্ষ-২০১২-১৩) অনার্স সমাপনী ক্লাস উপলক্ষে ক্লাস সমাপনী ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

পরিসংখ্যান ও গণিত বিভাগ

১. ইফতার : ৪ জুন ২০১৭ বিভাগের ইফতার আয়োজন করা হয়। পরিসংখ্যান, গণিত ও সিএসই বিভাগের সকল শিক্ষক উক্ত ইফতারে অংশগ্রহণ করেন।

২. ডিগ্রি অর্জন : মার্চ ২০১৭ বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক বিষ্ণুপদ বণিক ও সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে Master in Information Technology (MIT) ডিগ্রি অর্জন করেন।

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

১. প্রেষণে শিক্ষক নিয়োগ : ১ মার্চ ২০১৭ তারিখ হতে ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামা আহমাদ ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক এবং ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ হতে ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান-কে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে দুবছরের জন্য প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়।

২. রিসেপশন, গেট টুগেদার ও ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েভার : ১৩ জুলাই ২০১৭ বিবিএ ও সিএসই প্রোগ্রামের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ ১ম সেমিস্টারের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের রিসেপশন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের মেধাবি শিক্ষার্থীদের ফাইন্যান্সিয়াল ওয়েভার প্রদান প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। আরো উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ, শিক্ষার্থী উপদেষ্টাগণ, প্রোগ্রাম পরিচালক ও বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ।

৩. জার্নালে নিবন্ধ প্রকাশ : ২০১৭ সালে বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের পরিচালক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ এর তিনটি নিবন্ধ যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইইআর হতে প্রকাশিত 'Teachers Word', জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Jagannath University Journal of Business Studies (JUUBS)' এবং গবেষণামূলক জার্নাল Proshikhan-এ প্রকাশিত হয়।

৪. **শিক্ষাসফর :** ২০-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বিবিএ প্রোগ্রামের ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরের অংশ হিসেবে সিলেটের রাতারগুল, বিছানাকান্দি, নালাখাল, তামাবিল জিরো পয়েন্ট, জাফলং, মাধবকুণ্ড, লাউয়াছড়া ফরেস্ট এবং শ্রীমঙ্গলের ফিন'লে চা-বাগান ভ্রমণ করেছে। গাইডশিক্ষক হিসেবে সঙ্গে ছিলেন প্রোগ্রাম পরিচালক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ ও কোর্সশিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ।

এছাড়া ২য় ও ৪র্থ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা ২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ শিক্ষাসফর ২০১৭-এর অংশ হিসেবে খাগড়াছড়ি, সাজেক ভ্যালি, আলুটিলা গুহা, রাঙ্গামাটি, শুভলং, ঝুলন্ত ব্রিজ, কক্সবাজার, মেরিন ড্রাইভ, ইনানী বিচ, হিমছড়ি প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেছে। তত্ত্বাবধানে ছিলেন কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. মিরাজ আলী আকন্দ ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রভাষক মো. তারেক আজিজ।

৫. সেমিনারে অংশগ্রহণ : ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের প্রফেসর ড. এ. এম. সওকত ওসমান ২ জুন ২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একটি জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি সেপ্টেম্বর ২০১৭-এ সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে ফেলোশিপ গবেষণা সমাপ্ত করেন।

৬. ইফতার বিতরণ : ১৩ জুন ২০১৭ পবিত্র রমজান মাসে বিবিএ ও সিএসই (অনার্স) প্রফেশনালের শিক্ষার্থী ও ফ্যাকাল্টির সহযোগিতায় মিরপুরস্থ ৬টি এতিমখানার এতিম শিক্ষার্থীদের ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়।

৭. বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ : ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারিখে বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনালের শিক্ষার্থী ও ফ্যাকাল্টির আর্থিক সহযোগিতায় গাইবান্ধা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

৮. শিক্ষার্থীর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ : বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী শামীম মোল্যার 'অপার মুগ্ধতা' নামে প্রথম কাব্যগ্রন্থ ২০১৭ সালের একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়।

সিএসই বিভাগ

ডিগ্রি অর্জন : মার্চ ২০১৭ সিএসই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আব্দুর রহমান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে Master in Information Technology (MIT) ডিগ্রি অর্জন করেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ বিভাগীয় প্রভাষক ফারজানা আক্তার রিপা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হতে Master in Computer Science and Engineering ডিগ্রি অর্জন করেন।

সমাজবিদ্যা বিভাগ

ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সমাজবিদ্যা বিভাগের আওতায় রয়েছে- উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ভূগোল ও স্নাতক সম্মান পর্যায়ের সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়।

১. শিক্ষাসফর : ৪ আগস্ট ২০১৭ গাজীপুর খতিব খামার বাড়িতে দ্বাদশ শ্রেণির ভূগোল বিষয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়। বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষাসফরে অংশগ্রহণ করেন।

২. পরিবেশ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ : ১৪ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ভূগোল বিষয়ের চেয়ারম্যান মাওসুফা ফেরদৌসীর নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা জাতীয় পরিবেশ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করে।

শাখা কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারটি সকাল ৮ থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীন খোলা থাকে। কলেজের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা, কর্মচারী সকলেই গ্রন্থাগারের তথ্য ও রেফারেন্স সেবা পেয়ে থাকেন। ২০১৭ সালের কার্যক্রমসমূহ:

১. ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে কলেজের বিভিন্ন বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী বই ক্রয় করা হয়। বিষয় ভিত্তিক বইয়ের পাশাপাশি ইতিহাস, দর্শন, মুক্তিযুদ্ধ ও গল্প ভিত্তিক এবং CSE বিভাগের বইসহ প্রায় ৪ লক্ষ টাকার বই ক্রয় হয়।

২. ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার উন্মোচন করেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক।

৩. ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয় প্রফেসর মো. আলী আজম গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার উদ্‌বোধন করেন প্রফেসর মো. আলী আজম এর স্ত্রী সৈয়দা রেহানা পারভীন।

৪. ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজের ভার্চুয়াল লাইব্রেরি সাইট উদ্‌বোধন করেন সৈয়দা রেহানা পারভীন।

অফিস শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের অফিস শাখাকে বলা হয় এ কলেজের প্রাণকেন্দ্র। এ শাখাটি কলেজের সকল বিভাগ ও শাখার মধ্যে কার্যকরী সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে কলেজের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে থাকে। কলেজ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, সুশৃঙ্খল ও সময়োপোযোগীভাবে এগিয়ে নেবার জন্য এ শাখার মাধ্যমে কলেজের যাবতীয় বিধি-বিধান এবং সরকারি আদেশ-নিষেধ সমূহ শিক্ষার্থী-শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে যথাসময়ে অবহিত করা হয় এবং সে মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। কলেজ প্রশাসনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে অফিস শাখার মাধ্যমেই কলেজের সকল শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ, যোগদান ইত্যাদি কার্যক্রম নিশ্চিত করা হয়। আর সকল ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও তাদের বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনাল পরীক্ষা সংক্রান্ত অধিকাংশ কার্যাদিও সম্পন্ন করা হয় এ শাখার মাধ্যমেই। অফিস শাখা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই যেন এক সংরক্ষণাগার। এ শাখায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তথ্যাদি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা হয়। শিক্ষার্থীদের প্রদান করা হয় পরীক্ষা পাসের প্রশংসাপত্র এবং চাহিদামাফিক বিভিন্ন প্রত্যয়নপত্র। অফিস শাখা যেন প্রতিদিনকার ছোটখাট একটা মিলনকেন্দ্র। কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণকে বিভিন্ন কারণে যেমন- সনদপত্র, প্রশংসাপত্র, নম্বরপত্র, প্রত্যয়নপত্র ইত্যাদি নানাবিধ প্রয়োজনে অফিসে যোগাযোগ করতে হয়, কখনো কখনো আসেন অভিভাবকগণ। আর তাদেরকে আন্তরিক ও সততার সাথে সেবা প্রদানে এ শাখা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ৩১ অক্টোবর ২০১৭ অফিস শাখার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. নুরুল আলম অবসর গ্রহণ করায় অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন উপ প্রশাসনিক কর্মকর্তা জাফরিয়া পারভিন।

হিসাব শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি শুরু থেকেই গোছালো একটা পদ্ধতিতে সংরক্ষণ হয়ে আসছে। কলেজের সূচনালগ্নে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা না থাকায় বেশি বেতনের অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষক রাখা কলেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না বিধায় তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষককে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে কলেজের হিসাবকার্য চালানো হতো। পরবর্তীতে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োগ করে হিসাব বিভাগকে আলাদা শাখাতে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কলেজে আলাদা হিসাব শাখা খোলার পর হিসাব শাখাকে একটি পূর্ণাঙ্গ শাখা হিসেবে দাঁড় করানোর লক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। হিসাবপদ্ধতি ম্যানুয়াল থেকে কম্পিউটারাইসড পদ্ধতিতে রূপান্তরিত এবং পাশাপাশি দুটি পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করায় কাজের স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

পরীক্ষা শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি নিয়মিত সৃজনশীল পরীক্ষা গ্রহণ। এজন্য রয়েছে স্বতন্ত্র পরীক্ষা শাখা। পরীক্ষা শাখা, পরীক্ষা কমিটি ও অ্যাকাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষাসূচি ঘোষণা, ডিউটি রেজিস্ট্রার প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রিন্ট ও প্যাকিং, নম্বর ইনপুট পারমিশন, উত্তরপত্র

প্রস্তুত, উত্তরপত্র বিভাগে প্রেরণ, ফলাফল প্রস্তুত, অভিভাবক সভা আয়োজন, অভিভাবকদের এসএমএস করে ফলাফল জানানো ইত্যাদি সকল কার্যক্রম করে থাকে।

প্রকৌশল শাখা

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে স্বতন্ত্র প্রকৌশল শাখা এবং এ শাখার মাধ্যমে দেশের সর্বোচ্চ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৭ সালের প্রকৌশল শাখা কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. আবাসিক ভবন : আবাসিক ভবনের নিচে এবং মেইন গেট থেকে আবাসিক ভবন পর্যন্ত গ্যারেজ টাইলস্ লাগানো হয়েছে। আবাসিক ভবন-১ ও ২ এর বিভিন্ন ফ্ল্যাটের সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

২. প্রশাসনিক ভবন : প্রশাসনিক ভবনের একাংশে কর্মচারীদের জন্য ৬টি ছোট ফ্ল্যাট তৈরি ও বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

৩. রূপনগর প্লট : রূপনগর ৬ নং রোডের ২৫ ও ২৭ নং প্লটের ছাত্রী হোস্টেলের ৫ম তলায় সংস্কার কাজ চলছে এবং রূপনগর ৪ নং রোডের ১৫ নং প্লটের বাউন্ডারি ওয়ালের নির্মাণ কাজ চলছে।

৪. একাডেমিক ভবন : কলেজের একাডেমিক ভবন ১ ও ২ এর বিভিন্ন কক্ষের সংস্কার কাজ করা হয়েছে।

৫. অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বাসভবন : কলেজ অভ্যন্তরে অবস্থিত পুরাতন ছাত্রী হোস্টেল সংস্কার করে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বাসভবনের নির্মাণ কাজ চলছে।

৬. নবাবের বাগ প্লট : নবাবের বাগ প্লটে কর্মচারীদের আবাসন নির্মাণের জন্য এ বছর ৫ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং আবাসন নির্মাণের কাজ চলছে।

৭. জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন : কলেজের দ্বিতীয় ভবনে নতুন ৪৫০ কে.ভি.এ জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন করা হয়েছে।

মেডিকেল শাখা

কলেজের ২য় তলায় রয়েছে মেডিকেল শাখা। এখানে ১ জন পূর্ণকালীন মেডিকেল অফিসার ও ১ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ সালে ৩২৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রীসহ ৪৩৩১ জন ব্যক্তি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ২য় তলায় রয়েছে চিকিৎসা কেন্দ্র। এর কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জরুরী স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

২. শারীরিক বা মানসিক সমস্যাজনিত ছুটি মঞ্জুরীর ব্যাপারে প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান।

৩. কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের চিকিৎসায় সহযোগিতা প্রদান।

৪. শিক্ষক, কর্মকর্তাগণের বার্ষিক স্বাস্থ্য প্রতিবেদন প্রদান।

৫. ক্রীড়া শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন প্রদান।

নিরাপত্তা শাখা

২০১৭ সালে কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০১৬ নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ এবং পরবর্তীতে ৬ জন গার্ড নিয়োগ দেয়া হয়। সিসি ক্যামেরা, ওয়াকিটকি ও মেটাল ডিটেক্টরের মাধ্যমে শাখার ২৫ জন কর্মী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকে। নিরাপত্তা শাখার মূল ভূমিকা হলো যে কোনো পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের জানমাল সহ যাবতীয় সম্পদ/সম্পত্তি ও গোপনীয় তথ্যাবলি ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তা বিধান। সংক্ষেপে নিরাপত্তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো "TOTAL LOSS PREVENTION". ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিরাপত্তা রক্ষায় নিরাপত্তা প্রহরী থাকলেও আলাদা কোন শাখা ছিল না, অফিস শাখার অধীনে নিরাপত্তা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ১ জানুয়ারি ২০১৬ নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগের মধ্য দিয়ে এটি একটি আলাদা শাখায় রূপ নেয়। বর্তমানে এ শাখায় একজন কর্মকর্তা, ২৩ জন গার্ড ও একজন মালীসহ সর্বমোট ২৫ জন জনবল বিদ্যমান। এবছর অ্যাকাডেমিক ভবন দু'টির প্রবেশ পথে অত্যাধুনিক ৩টি আর্চওয়ে গেইট স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসটি সি সি ক্যামেরা দ্বারা নিরাপত্তার চাদরে আবৃত, যা দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা চলমান এবং ধারণকৃত ফুটেজ রেকর্ড থাকে।

ক্লাব কার্যক্রম

ডিবেটিং সোসাইটি

'যুক্তিতেই মুক্তি' এ প্রতিপাদ্য ধারণ করে ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি প্রতিবারের মতো এবারও সারা বছর ছিল কর্মচঞ্চল। ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর বাংলা বিভাগের

সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান নাঈম মোজাম্মেল, সভাপতি মনিরুজ্জামান রিয়াদ ও সাধারণ সম্পাদক সোয়েবুল হক ইউলাদ। ২০১৭ সালের ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ :

১. আন্তঃকলেজ বিতর্ক আয়োজন : ২৭-২৯ জুলাই দ্বিতীয়বারের মত ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। তিন দিনের এই আয়োজনে 'প্রাণ ইউএইচডি মিল্ক, ঈগলো উডপিকার' পৃষ্ঠপোষকতা করে। প্রতিযোগিতায় ২৪টি কলেজের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন এবং ভিকারুননিসা নূন কলেজ রানার আপ হয়। ২৯ জুলাই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ। স্বাগত ভাষণ দেন ক্লাব মডারেটর মো. নাঈম মোজাম্মেল।

২. ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি বিতর্ক : ৩ ডিসেম্বর ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটির ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক জাতীয় বিতর্ক উৎসবে অংশগ্রহণ করে যুগ্মভাবে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

৩. ইস্ট ওয়েস্ট বিতর্ক : ১০ মে ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি ইস্ট ওয়েস্ট কলেজ আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে উন্নীত হয়েছে।

৪. সরকারি সায়েন্স কলেজ বিতর্ক : ২৮ জানুয়ারি ২০১৭ সরকারি সায়েন্স কলেজ আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়।

৫. আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ বিতর্ক : ১১ মার্চ ২০১৭ আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে।

৬. হারম্যান মেইনার কলেজ বিতর্ক : ২ মার্চ ২০১৭ হারম্যান মেইনার কলেজ বিতর্ক ক্লাব আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়।

৭. YWCA কলেজ বিতর্ক : ১৮ জুন ২০১৭ YWCA কলেজ আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ বিতর্ক ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়।

৮. সেন্ট জোসেফ কলেজ বিতর্ক : ১৬ জুলাই ২০১৭ সেন্ট জোসেফ কলেজ বিতর্ক ক্লাব আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয়।

৯. UIU কলেজ বিতর্ক : ১৩ অক্টোবর UIU কলেজ বিতর্ক আয়োজিত জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি অংশগ্রহণ করে।

১০. UIUDC কর্মশালা বিতর্ক : ১৫ নভেম্বর ২০১৭ UIUDC আয়োজিত বিতর্ক কর্মশালায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি অংশগ্রহণ করে।

১১. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক : ৩০ নভেম্বর ২০১৭ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি অংশগ্রহণ করে কোয়ার্টার ফাইনালে উন্নীত হয়।

১২. ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ বিতর্ক : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৭ ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ আয়োজিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কমার্স কলেজ ডিবেটিং সোসাইটি অংশগ্রহণ করে।

১৩. ওরিয়েন্টেশন : ১২ আগস্ট ২০১৭ নতুন সদস্যদের নিকট বিতর্কের পরিচয় করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে নবীনবরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

১৪. স্টল : ১৯ মার্চ ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অন্য ক্লাবের মতো সেখানে ঢাকা কমার্স ডিবেটিং সোসাইটি স্টল স্থাপন করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারুণ্যের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ১৮ আগস্ট ২০০১ গঠিত হয়। 'সেবার মাধ্যমে বন্ধুত্ব'- এ আন্তর্জাতিক শ্লোগান নিয়ে এবং 'জ্ঞান অর্জন করো, বন্ধুত্ব গড়ো ও স্বাবলম্বী হও'- এ ক্লাব থিম নিয়ে ক্লাবটি প্রতিবছর বহুরূপ কার্যক্রম সম্পাদন করছে। আন্তর্জাতিক এ সংগঠনটির অভিভাবকত্বে রয়েছে রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন। ক্লাবের ফেসবুক পেইজ, ফেসবুক গ্রুপ ও টুইটার একাউন্ট: Rotaract Club of Dhaka Commerce College. ক্লাবটির চার্টার প্রেসিডেন্ট ও মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম আলী আজম এবং ২০১৭-২০১৮ বর্ষে ক্লাব প্রেসিডেন্ট

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র তানভীর আহমেদ ও সচিব উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ছাত্রী সামিরা হোসেন মিলি। ২০১৭ সালে ক্লাবটির কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. রোটার‍্যাক্ট জাতীয় অভিষেক আয়োজন : রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ এর স্বাগতিকতায় ৪ আগস্ট ২০১৭ বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন (বিএমএ) অডিটোরিয়ামে রোটারি আন্তর্জাতিক জেলা ৩২৮১ বাংলাদেশ এর ৩৩তম রোটার‍্যাক্ট জেলা অভিষেক 'ঐক্য ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য এম এ আউয়াল, রোটারি জেলা গভর্নর এফ এইচ আরিফ, জেলা রোটার‍্যাক্ট কমিটি চেয়ারম্যান রোটারিয়ান খন্দকার রাশেদুল হাসান, রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রনজিত কুমার পাল, পিডিআরআর একে মজিবুর রহমান এনি, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ এর চার্টার প্রেসিডেন্ট এস এম আলী আজম, সদ্য প্রাক্তন জেলা রোটার‍্যাক্ট প্রতিনিধি সালাউদ্দিন খান মাসুম, জেলা রোটার‍্যাক্ট প্রতিনিধি মো. মাসুম উল আলম, ডিআরআর ইলেক্ট সাহাজ উদ্দিন ঢালি, প্রোগ্রাম চেয়ারম্যান ফরহাদ হোসেন বিপু ও রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ এর সদ্য প্রাক্তন সভাপতি নাহিদ মুন্সী। অনুষ্ঠানে বর্ণাঢ্য স্যুভেনির এবং দৈনিক লাখোকণ্ঠ ক্রোড়পত্র উদ্‌বোধন করেন এমএ আউয়াল এমপি। রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ এর ২০১৭-১৮ বর্ষের বোর্ড মেম্বারদের পরিচয় করিয়ে দেন ক্লাব সভাপতি তানভীর আহমেদ। জেলা রোটার‍্যাক্ট কমিটি ২০১৭-১৮ পরিচয় করিয়ে দেন ডিআরআর মাসুম উল আলম। অনুষ্ঠানে আকর্ষণীয় নৃত্য পরিবেশন করে ইউনিটি সোস্যাল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন এর সদস্যবৃন্দ।

২. ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট, ব্লাড গ্রুপিং ও ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম : বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০১৭ উপলক্ষে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ এবং রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন এর উদ্যোগে ১৪ নভেম্বর ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজের সম্মুখে ৪র্থ ফ্রি ডায়াবেটিস টেস্ট, ৫ম ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং ও ৮ম ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়। কর্মসূচি উদ্‌বোধন করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন এর সভাপতি রোটারিয়ান ইঞ্জিনিয়ার রনজিত কুমার পাল। কর্মসূচির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ এর মডারেটর এস এম আলী আজম। সভাপতিত্ব করেন রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের সভাপতি তানভীর আহমেদ। ডায়াবেটিস দিবস উদযাপন কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন এর প্রাক্তন সভাপতি রোটারিয়ান শাহ মো. জাকারিয়া ভূঁইয়া এফসিএ, পিপি ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোহাম্মদ, প্রাক্তন সচিব ইমতিয়াজ আহমেদ, ঢাকা কমার্স কলেজের উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, ডা. মো. নজরুল ইসলাম, রোটার‍্যাক্ট জেলা সচিব কাউসার আহমেদ রুবেল, ডিআরআরস চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ মো. আবু বকর সিদ্দিক, রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব উত্তরা লেক ভিউ এর চার্টার প্রেসিডেন্ট মো. নাজমুল ফেরদৌস।

৩. ৫ম ক্যারিয়ার কনফারেন্স : ১৮ মার্চ ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজ কনফারেন্স হল-এ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ এর উদ্যোগে ৫ম ক্যারিয়ার কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। 'স্টার্টআপ ফান্ডিং এন্ড ইনভেস্টর মিটআপ' নামে প্রোগ্রামে অন্যতম রিসোর্স পারসন ছিলেন টাইমেক্স গ্রুপের চেয়ারম্যান সৌরভ আল-জাহিদ।

৪. সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ : বিশ্ব শ্রমিক দিবস উপলক্ষে ১ মে ২০১৭ মিরপুর 'আলোর খোঁজে' সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পাঠশালায় ২য় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ৩য় শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ ও ২য় আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে ৫০ জন সুবিধা বঞ্চিত শিশু উপকৃত হয়।

৫. ইফতার ও ঈদ বস্ত্র বিতরণ : ১৭ জুন ২০১৭ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ ও রোটারি ক্লাব অব ঢাকা পল্টন এর যৌথ উদ্যোগে মিরপুরের 'আলোর খোঁজে' সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পাঠশালায় ৬০ জন শিশুকে ইফতার ও ঈদ বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

৬. ইফতার : ৪ জুন ২০১৭ মিরপুরের ক্যাফে ব্লু অর্কিড-এ ১৬ তম ইফতার পার্টি আয়োজন করা হয়। রোটার‍্যাক্ট জাতীয় প্রধান মাসুম উল আলমসহ জেলা ও ক্লাব সদস্যবৃন্দ ইফতারে অংশগ্রহণ করে।

৭. বৃক্ষরোপণ : ১৮ আগস্ট ২০১৭ রোটারি ক্লাব ঢাকা পল্টন ও অত্র ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে পূর্বাচল-এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

৮. ক্লাব এ্যাসেম্বলি : ৮ জুলাই ২০১৭ শেওড়াপাড়া লিস্‌ড কনফারেন্স হল-এ ১৭তম ক্লাব এ্যাসেম্বলি অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাব প্রশিক্ষণে ক্লাবের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে।

৯. প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ কলেজ কনফারেন্স হল- এ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী কেক কেটে উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম।

১০. সেমিনার : ৯ ডিসেম্বর ২০১৭ রাওয়া কনভেনশন হল-এ রোটারি '৫ম জেনারেশন সেমিনার'-এ ক্লাবের ৬ জন সদস্য সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করে।

১১. রোটার‍্যাক্ট স্পিচ চ্যাম্পিয়নশিপ : ২৪ নভেম্বর ২০১৭ পান্থপথ সেল সেন্টার-এ রোটার‍্যাক্ট স্পিচ চ্যাম্পিয়নশিপ-এ ক্লাব সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে।

১২. বিজয় দিবস উদ্‌যাপন : ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মিরপুর রোটারি স্কুলে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব অব ঢাকা কমার্স কলেজ মিরপুরের ১৪টি রোটার‍্যাক্ট ও রোটারি ক্লাবের সাথে যৌথভাবে 'উৎসর্গ ৭১' নামে ১৮ তম রোটার‍্যাক্ট বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করে।

১৩. জাতীয় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ : ক্লাব সদস্যবৃন্দ এ বছর রোটার‍্যাক্ট জাতীয় কনফারেন্স, অ্যাসেম্বলি, প্যাসেট্‌স, অভিষেক, অ্যাওয়ার্ড, পিকনিক, র‍্যালি ও রিলে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে।

১৪. স্টল : ১৯ মার্চ ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাঠে রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আকর্ষণীয় ফুড স্টল স্থাপন করে।

আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি

লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে এবং বিনোদনের মাধ্যমে সহায়ক শিক্ষা হিসেবে চিত্রাঙ্কন ও আলোকচিত্র শেখানোর উদ্দেশ্যে এবং ছবি তোলা বা আঁকা সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য 'আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি' নামে ক্লাবটি গঠিত হয়েছে ২০০৬ সালের ৯ জুলাই। ক্লাবের ফেসবুক পেইজ: ARTS & PHOTOGRAPHY SOCIETY (DCC). ক্লাবের মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শামা আহমাদ, সভাপতি ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র মো. রাশেদুল ইসলাম জিহান ও সহসভাপতি মার্কেটিং সম্মান ৩য় বর্ষের ছাত্র আরিফুর ফুয়াদ। ২০১৭ সালে ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. নিয়মিত ক্লাস : প্রতিমাসে নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

২. ফটোওয়ার্ক : ২০১৭-তে বিভিন্ন সময়ে ৫টি ফটোওয়ার্কের আয়োজন করা হয়।

৩. আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনী : ২০১৭ সালে স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উপলক্ষে ২টি আলোকচিত্র ও চিত্রাঙ্কন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

৪. বনভোজন : পদ্মা রিসোর্টে ডিসেম্বর ২০১৭-এ বনভোজনের আয়োজন করা হয়।

নাট্যক্লাব

'নাটক হোক অসুন্দরের বিরুদ্ধে মুক্ত প্রতিবাদ'-এই স্লোগানকে বুকে ধারণ করে নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ নাট্যক্লাব। বর্তমানে এ ক্লাবের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মো. জহিরুল ইসলাম ও সভাপতি ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ছাত্র সোহান কাজী রাব্বি। ২০১৭ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে পরিবেশিত হয় নাট্যক্লাবের নাটক 'ওরা ৫ জন'। এছাড়া বেসরকারি সেরা কলেজ উৎসব অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় নাট্যক্লাবের বাৎসরিক নাটক 'রাখাল রাজা'।

নৃত্যক্লাব

'নব আনন্দে জাগো' স্লোগানে উদ্ভাসিত বাংলা বিভাগের প্রয়াত সহকারী অধ্যাপক তৃষ্ণা গাঙ্গুলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নৃত্যক্লাবের বর্তমান মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মীর মো. জহিরুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ফাহিম রায়হান ও বর্তমান সভাপতি ইমন আহমেদ। সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসবে ক্লাবের পক্ষ থেকে তিনটি নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে নৃত্যক্লাবের পক্ষ থেকে দুটি নৃত্য পরিবেশিত হয়।

সংগীত ক্লাব

'সুর ও সংগীতের মুর্ছনায় প্রাণবন্ত জীবন'-এই শ্লোগান নিয়ে সংগীত ক্লাব নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্লাবের মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ফারহানা আরজুমান এবং সভাপতি জুবায়ের ইবনে মাহবুব। ২০১৭ সালে ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. প্রাণ রাজউক কলেজ সংগীত উৎসব ২০১৭-এ অংশগ্রহণ এবং দেশাত্ববোধক গান ও গিটার এ যথাক্রমে ১ম ও ৩য় স্থান অর্জন।

২. ৩য় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ জাতীয় আর্ট ও সংগীত উৎসব ২০১৭-তে ক্লাব সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণ এবং লোকগীতিতে ১ম স্থান অর্জন।

৩. কলেজে নিয়মিত সংগীত ক্লাস কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

৪. ক্লাবের সদস্যবৃন্দ কলেজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে থাকে। যেমন- শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষা সপ্তাহ ও নৌ-ভ্রমণ।

৫. শিল্পকলা একাডেমির উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহণ।

রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব

শিক্ষার্থীদের বইপাঠ ও লেখায় উদ্বুদ্ধ করতে গঠিত হয়েছে রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স সোসাইটি। সোসাইটির মডারেটর ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল। ২০১৭ সালে ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৯৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' শিরোনামে দেয়ালিকা প্রকাশ করে।

২. ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাবের সদস্যবৃন্দ 'রক্তজ বাংলা' শিরোনামে দেয়ালিকা প্রস্তুত ও প্রদর্শন করে।

৩. শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই পড়া কর্মসূচি ২০১৭-এ ৭ জন সদস্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করে। অনুষ্ঠানে ক্লাব মডারেটর মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল উপস্থিত ছিলেন।

আবৃত্তি পরিষদ

"অন্তর মম বিকশিত কর"-এই শ্লোগান লালন করে গঠিত হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ আবৃত্তি পরিষদ। পরিষদের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক রেজাউল আহমেদ ও সভাপতি বিবিএ মেজর (মার্কেটিং) ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস চৈতি। আবৃত্তি পরিষদ প্রতিবছরের ন্যায় এবারও নতুন সদস্য সংগ্রহ করে তাদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে ৩১ মার্চ ও ৭ এপ্রিল 'আবৃত্তি ও সংবাদ উপস্থাপনা' বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালায় আবৃত্তি বিষয়ক ক্লাস নেন মাসকুর কল্লোল, ঝর্ণা সরকার ও খন্দকার এনায়েতুল কবির এবং সংবাদ উপস্থাপনা বিষয়ক ক্লাস নেন রাইসুল হক চৌধুরী, ত্রয়ী ইসলাম ও আফরিন আনোয়ার। এছাড়া আবৃত্তি পরিষদের নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রমে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আবৃত্তি ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি মো. মেহেদী হাসান।

সাধারণজ্ঞান ক্লাব

সাধারণজ্ঞান ক্লাব এমন একটি বিষয় যেটি সব মানুষের সব বয়সে প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন আরো বেশি। তাদের লেখাপড়া ও ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সাধারণজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব কথা বিবেচনা করে ঢাকা কমার্স কলেজে সাধারণজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হয়। সাধারণজ্ঞান ক্লাবের মডারেটর বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পার্থ বাড়ৈ, ২০১৭-১৮ বর্ষে সভাপতি মো. তানভীর হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক মো. শাহাদাত হোসাইন। এখানে সাধারণজ্ঞানের ক্লাস ও প্রতিযোগিতা করা হয়। প্রত্যেকবার তিনজনকে দেওয়া হয় বিশেষ পুরস্কার। এছাড়া বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এ বছর মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। যারা প্রতিযোগিতা ভালো করে তাদের রেডিও, টেলিভিশন, কলেজ ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়।

নেচার স্টাডি ক্লাব

প্রকৃতির সাথে শিক্ষার্থীদের নিবিড় ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষে ২০০৬ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ নেচার স্টাডি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সৃষ্টিকে জানতে প্রকৃতিকে জানো'-এ শ্লোগান নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে ক্লাব এর কার্যক্রম। ক্লাব এর সদস্যদের প্রকৃতির সাথে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দেয়াই ক্লাব এর মূলমন্ত্র। ক্লাব এর মডারেটর সমাজবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান মাওসুফা ফেরদৌসি ও সভাপতি সৌরভ মল্লিক। নতুন সদস্যদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান করা হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭।

ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

ভাষা শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশে ল্যাংগুয়েজ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবের মডারেটর ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. খায়রুল ইসলাম, সভাপতি ব্যবস্থাপনা অনার্স ২য় বর্ষের ছাত্রী জান্নাতুল মুনিরা ও সচিব ফাহিমা আক্তার পাপিয়া। ২০১৭ সালে ক্লাব কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. স্বাধীনতা দিবস রচনা প্রতিযোগিতা : মহান স্বাধীনতা দিবস ২০১৭ উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়।

২. বিজয় দিবস রচনা প্রতিযোগিতা : মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা' বিষয়ক

বাংলা ও ইংরেজি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৩. ল্যাংগুয়েজ কার্নিভালে অংশগ্রহণ : ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ আয়োজিত 'ল্যাংগুয়েজ কার্নিভাল-২০১৭' এ অংশগ্রহণ করা হয়।

বিজনেস ক্লাব

শিক্ষার্থীদের ব্যবসায় বিষয়ে বাস্তব ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে গঠিত হয়েছে বিজনেস ক্লাব। ক্লাবের মডারেটর ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তন্ময় সরকার ও সভাপতি বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বর্ষণ। এ বছর ক্লাবের সফলতা নিম্নরূপ :

১. নটরডেম বিজনেজ ফেস্ট : নটরডেম বিজনেজ ফেস্ট ২০১৭ এ বিজনেস সিমুলেশন শাখায় সেরা মার্কেটিং এবং সেরা পণ্য অ্যাওয়ার্ড লাভ।

২. বিজনেস ফেস্ট : বিজনেস ফেস্ট ২০১৭ এ বিজ্ঞাপন প্রস্তুত শাখায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন।

৩. আদমজি বিজনেস ফেস্ট : আদমজি বিজনেস ফেস্ট ২০১৭ এ প্রজেক্ট ডিসপ্লে শাখায় দ্বিতীয় স্থান এবং বিজ্ঞাপন প্রস্তুত শাখায় সেরা ৪র্থ স্থান অর্জন।

৪. আদমজি নেচার ফেস্ট : আদমজি নেচার ফেস্ট ২০১৭ এ প্রকৃতিভিত্তিক ব্যবসায় পণ্য শাখায় দ্বিতীয় স্থান লাভ।

বিএনসিসি

ঢাকা কমার্স কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়চেতা করা এবং সামরিক কার্যে সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে বিএনসিসি নৌইউং। বিএনসিসি ঢাকা কমার্স কলেজ প্লাটুনের কমান্ডিং অফিসার সা. লে. ফয়েজ আহম্মদ এবং CUO মেহনাজ খানম বৃষ্টি ও মো. রুবেল হোসেন। ২০১৭ সালে বিএনসিসি কার্যক্রম নিম্নরূপ:

১. কলেজ প্রোগ্রামে দায়িত্ব পালন : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সেরা কলেজ উৎসব উদ্‌যাপন, অমর ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ উদযাপন, ২ মার্চ ২০১৭ বার্ষিক ভোজ উদযাপন, ১৯ মার্চ ২০১৭ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কুচকাওয়াজ প্রদর্শন, ২৫ ও ২৭ মার্চ ২০১৭ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচিত্র প্রদর্শনী, ৩১ জুলাই ২০১৭ থেকে ক্রীড়া সপ্তাহ উদ্‌যাপন এবং এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৭ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে বিএনসিসি ক্যাডেটরা দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও ৬ জুলাই ২০১৭ নবীনবরণ অনুষ্ঠান, বির্তক প্রতিযোগিতা, ১৬ ডিসেম্বর পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর ২০১৭ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচিত্র প্রদর্শনী, ২৩ ডিসেম্বর ২০১৭ বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ বার্ষিক ভোজ অনুষ্ঠানে ক্যাডেটরা নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে সার্বিক শান্তি শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালন করে।

২. ক্যাম্প কার্যক্রম : ১০ থেকে ১৯ জানুয়ারি ২০১৭ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আয়োজিত বার্ষিক অনুশীলন ক্যাম্পে ১৯ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে। ৩ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সাভার বাইপাইলে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কাম্পে ৮ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে। ২০ থেকে ২৬ অক্টোবর ২০১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ফ্লোটিলা ক্যাম্পে ২১ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে। ২৪ থেকে ১৮ ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্যারেডে ৬ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে।

৩. পরিদর্শন : ২৬ জানুয়ারি ২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজ বিএনসিসি প্লাটুন পরিদর্শনে আসেন ঢাকা ফ্লোটিলার কমান্ডার লে. এম আমিনুল সজ্জাদ।

৪. অন্যান্য কার্যক্রম : ২৬ অক্টোবর ২০১৭ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৮ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে। ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭ বিজয় দিবস উপলক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ৫০ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে। ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ বিএনসিসি আয়োজিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় মেজর জেনারেল এম শামসুল হক অডিটোরিয়ামে ১০ জন ক্যাডেট অংশগ্রহণ করে

কল্যাণ সংঘ

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণের উদ্দেশ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠার পরই ১৯৮৯ সালে গঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ কল্যাণ সংঘ। এ সংঘ শিক্ষার্থীদের কল্যাণের বিষয় বিবেচনায় এনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত টিফিন ও ইউনিফর্ম সামগ্রী সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। কল্যাণ সংঘ শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, ফলাহার, বিভিন্ন উৎসবে উপহার প্রদান, মানবিক সাহায্য প্রদান প্রভৃতি সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কল্যাণ সংঘের সচিব বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান মো. নাঈম মোজাম্মেল।

১০০% ক্লাসে উপস্থিতি

উচ্চমাধ্যমিক : ২০১৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ক্লাসে শতভাগ উপস্থিত শিক্ষার্থীদের শ্রেণি রোল নম্বরসমূহ হলো :

হাউজ-এ রোল- ৩৪৯৫২, ৩৫১৩১, ৩৫৬১৩, ৩৫৮২৮, ৩৬৩১৭;

হাউজ-বি রোল- ৩৫০০৯, ৩৬০৭৫, ৩৬৩৩৫, ৩৬৮৩৮, ৩৭০০১;

হাউজ-সি রোল- ৩৫০২৪, ৩৫১৮৭, ৩৫৩০৭, ৩৫৩৫৪, ৩৫৮৯৩, ৩৬৫৩০, ৩৬৭৩৭, ৩৬৭৫৬, ৩৬৭৫৮, ৩৬৮৩৯, ৩৬৯৩৮;

হাউজ-ডি রোল- ৩৪৯৭২, ৩৫০৩৩, ৩৫১২৪, ৩৫৩৯২, ৩৬৭৫৫, ৩৬৯১৮;

হাউজ-ই রোল- ৩৫৩৩৫, ৩৫৫১৪, ৩৫৯৯৬, ৩৬১২৭, ৩৬১৩১, ৩৭২২২, ৩৭২২৬, ৩৭৩৩১, ৩৭৩৬০, ৩৭৫৭০, ৩৭৫৯৩;

হাউজ-এফ রোল- ৩৫৬৩২, ৩৭০৫৬, ৩৭৩০৫, ৩৭৩৫০, ৩৭৪১৮ = ৪৩ জন

অনার্স : ই-৫২৫; ইকো-৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৫, ৩৯৩, ৪২৮, ৩৫২, ৩৬১; ব্যব-১১১৮, ১১২৯, ১১৩৫, ১০৫২; হিবি-১৪৫৯, ১২৬৫, ১২৬৮, ১২৪৯, ১২৫০; ফিন-১৩২১, ১২৬৮, ১১৮৩, ১১১১, ১১২৮ = ২২ জন।

মাস্টার্স : ব্যব-৩৬০, ৩৬১; **হিবি**-৪৩৬, ৪৩৮, ৪৪৩ = ৫ জন।

কলেজের সামগ্রিক তথ্য ও বাৎসরিক কর্মসূচি তুলে ধরা হলো এই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনে সংযোজিত সালতামামিই ঢাকা কমার্স কলেজের স্বোপার্জিত শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশালত্বকে প্রমাণ করে। ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যগাথা এবং নিরন্তর ও সুশৃঙ্খল কর্মধারার উষ্ণ প্রবাহ পরিলক্ষিত হয়েছে এই প্রতিবেদনে। দৃঢ় প্রত্যয়ী ও অক্লান্ত কর্মযজ্ঞ ঢাকা কমার্স কলেজের সুকীর্তি ও উন্নয়নের পথকে করেছে সুপ্রসারিত। অবিরত এ যাত্রা ক্লান্তিহীন, গতিময় ও তেজোদীপ্ত। প্রভূত উন্নয়ন ও সাফল্য অর্জন করতে গিয়ে এই কলেজ কখনও পিছপা হয়নি। হার মানেনি পশ্চাৎপদতার কাছে। তাই স্বীকৃত ভালোবাসায় ঢাকা কমার্স কলেজ আজ অভিষিক্ত ও গৌরবান্বিত। অন্তরের অন্তঃস্থলের সুগভীর ভালোবাসা আর হৃদয়ানুভূতির উষ্ণধারায় অবগাহন করুক ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজের গৌরবময় ইতিহাসে যুক্ত হতে থাক নব নব সাফল্যের ধারা। ঢাকা কমার্স কলেজ পরিবার অনন্ত, অক্ষয় প্রতিমূর্তিতে ভাস্বর হয়ে থাক সবার অন্তরের মণিকোঠায়।

তথ্যসূত্র : বিভাগ, শাখা, ক্লাব ও কমিটিসমূহ।

প্রগতি

২০১৭

প্রবন্ধ গল্প স্মৃতিকথা ভ্রমণ কাহিনী অনুবাদ

সূচি

▸ আমার চেনা ফিদেল ▸ গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস
▸ জানা অজানা নানা কথা ▸ ডা. এ. কে. এম. আনিসুল হক
▸ আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি ও দক্ষ হল ব্যবস্থাপনা : ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি ▸ মোঃ এনায়েত হোসেন
▸ ধূমপান ▸ সাদিয়া আক্তার চৈতি
▸ জীবনের শেষক্ষণ ▸ তানজিলা আক্তার
▸ বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ▸ মেহেরুন্নেছা
▸ মিমের সমাধি ▸ দ্বিন ইসলাম সিয়াম
▸ ওরা বাঁচতে চেয়েছিল ▸ ফারজানা আক্তার মৌরিন
▸ স্মৃতিকথা ▸ উসরাত নাহার স্মিতা
▸ নামহীন গল্প ▸ রিয়া রাণী রায়
▸ মা ▸ নুসরাত জাহান
▸ মায়া ▸ উম্মে ফয়হা
▸ অধরা ▸ মামুনুর রশিদ পনেল
▸ কমার্স কলেজ রোড ▸ আহাদ বিন জামান
▸ সর্বনাশা স্বপ্ন ▸ মোঃ নাজমুল হোসেন
▸ পুষির লাল বল ▸ সায়মা বিনতে রহমান বনি
▸ Karoly Takacs ▸ (এক হাতে স্বপ্ন জয়)
▸ প্রবীণ ইলিশ ▸ আব্দুল কাইয়ুম শুভ
▸ অজানা পিঁপড়া বিদ্যা ▸ মোঃ মেরাজ হোসেন রায়হান
▸ আমাদের শিক্ষা ও জীবন ব্যবস্থা ▸ মোঃ নূর নেওয়াজ অয়ন
▸ একা ▸ আমিরুল এইচ আমির
▸ দার্জিলিং ও ভুটান- হিমালয়ের দুই কন্যা ▸ মো. শামীম মোল্লা
▸ Just a Dream ▸ Saimun Sajid Prinon
▸ Miss Fortune ▸ Arnan Bonny Adhicari

আমার চেনা ফিদেল

গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস
অনুবাদ : মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক
ইংরেজি বিভাগ

তাঁর নিষ্ঠা সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তাঁর ক্ষমতা মনোমুগ্ধকর। সমস্যা অন্বেষণ করার সময় তিনি হাজির হন সরেজমিনে। উৎসাহের প্রণোদনা তাঁর শৈলীরই অংশমাত্র। বইপত্র চমৎকার রূপে তুলে ধরে তাঁর রুচির পরিধি। তামাকের বিরুদ্ধে লড়াই করার নৈতিক শক্তি অর্জনের জন্য নিজে ধূমপান বর্জন করেন। বিজ্ঞানসম্মত ঐকান্তিকতা নিয়ে খাদ্য তৈরি করতে পছন্দ করেন তিনি। প্রতিদিন বিভিন্ন সময়ে শরীরচর্চা এবং মাঝে মধ্যে সাঁতার কাটার মাধ্যমে তিনি নিজের চমৎকার শারীরিক অবস্থা বজায় রাখেন। তাঁর ধৈর্য অপরাজেয়। তাঁর নিয়মানুবর্তিতা লৌহবর্মাবৃত। তাঁর কল্পনার শক্তি তাঁকে নিয়ে যায় অভূতপূর্ব পরিসরে।

তাঁর কাছে সর্বাগ্রবর্তী লেখক হলেন হোসে মার্তি। মার্কস্‌বাদী বিপ্লবের আশাবাদী ধারার সঙ্গে মার্তির চিন্তা চেতনার মিশেল ঘটানোর মেধা তাঁর আছে। তিনি বিশ্বাস করেন, গণমানুষের দায়িত্ব গ্রহণ করা আর ব্যক্তির স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থাকা মৌলিক পর্যায়েরই দুটো প্রয়োজন মাত্র। এরকম নিশ্চয়তার মধ্যেই তাঁর নিজের চিন্তাচেতনার উপাদান নিহিত।

সমষ্টি এবং ব্যক্তির প্রতি এমন গুরুত্ববোধই যেন ব্যাখ্যার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয় সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের প্রতি তাঁর সর্বোচ্চ আস্থার হেতু। আলাদা আলাদা সময় ও ঘটনার জন্য তাঁর রয়েছে আলাদা আলাদা ভাষা। তাঁর কথকদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রত্যয় অর্জনের জন্য তাঁর কৌশলও হয়ে থাকে ভিন্ন। তিনি জানেন, কী করে নিজেকে আলাদা পরিস্থিতির স্তরে নামিয়ে আনতে হয়। তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিশাল, ধরন বিচিত্র। সে জন্যই যে-কোনো প্রচার মাধ্যমে তাঁর চলাচল সাবলীল। তাঁর সম্পর্কে একটি বিষয় একেবারেই ধ্রুব: তাঁর সব সময় মনে থাকে, তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কার সঙ্গে আছেন।

যে পরিস্থিতিতেই থাকুন না, ফিদেল কাস্ত্রো পরিস্থিতিকে জয় করে ফেলেন। পরাজয়ের সামনে, এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের একেবারে নগণ্য কাজ করার সময়ও তাঁর মনোভাব একটি ব্যক্তিগত যুক্তি মেনে চলে: তিনি পরাজয়ের কথা স্বীকার পর্যন্ত করেন না এবং কঠিন পরিস্থিতিকে বদলে দিয়ে পরাজয়কে বিজয়ে পরিণত না করা পর্যন্ত এক মিনিটের জন্যও শান্তি পান না।

তাঁর সর্বোচ্চ সহায় হলো তাঁর স্মৃতি। বিস্ময়কর রকমের যুক্তি প্রদর্শন এবং দ্রুততার অবিশ্বাস্য গাণিতিক প্রয়োগের মাধ্যমে বক্তব্য কিংবা ব্যক্তিগত আড্ডার আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্মৃতিকে তিনি ব্যবহার করেন প্রায় অপব্যবহারের পর্যায় পর্যন্ত। অবিরাম তথ্যের দরকার হয় তাঁর। তবে সে তথ্য হতেই হবে উত্তমরূপে চর্বিত এবং পাচিত। তাঁর সকালের নাস্তার সময় চাই কমপক্ষে দুশো পৃষ্ঠার খবর। যেহেতু তিনি কারো যেনতেনভাবে বলে ফেলা বাক্যাংশের মধ্যেও সামান্যতম মতানৈক্য বের করে ফেলতে পারেন, সেহেতু তাঁর কথার জবাব হওয়া চাই যথার্থ। পাঠের ব্যাপারে তিনি অতিশয় উদগ্র। যে-কোনো মুহূর্তে তাঁর হাতের কাছে যে-কোনো পত্রিকা কিংবা পড়ার মতো কিছু চলে এলে তিনি তখনই পড়তে প্রস্তুত। তথ্য পেতে কোনো উপলক্ষ্যকেই তিনি হাতছাড়া করেন না। এক অফিসিয়াল সংবর্ধনায় অ্যাঙ্গোলার যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি এক যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা দেন। তাঁর বর্ণনা এতটাই প্রাণবন্ত হলো যে, ইউরোপীয় এক কুটনীতিক বুঝতেই পারলেন না, ফিদেল কাস্ত্রো ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

ভবিষ্যতের লাতিন আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর দূরদৃষ্টি বলিভার এবং মার্তির সমপর্যায়ের: লাতিন আমেরিকা হবে সুসংহত এবং স্বায়ত্তশাসিত এক সম্প্রদায়। গোটা বিশ্বের অদৃষ্ট পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে লাতিন আমেরিকার। কিউবার পরেই যে দেশ সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি জানেন সে দেশটি হলো যুক্তরাষ্ট্র। সেখানকার মানুষদের স্বভাব, তাদের শক্তি-কাঠামো, তাদের দেশের সরকারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য– এসব সম্পর্কে তিনি ভালো জানেন। সে কারণেই অবিরাম অবরোধের যন্ত্রণা মোকাবেলা করার শক্তিও পেয়েছেন তিনি।

তিনি কোনো প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাননি, হোক সেটা যতই উসকানিমূলক। এরকম কোনো পরিস্থিতিতে তিনি ধৈর্যহারা হননি। তিনি ইতোমধ্যে যা জানেন তার চেয়ে বেশি কিছু যারা তাঁকে জানাতে চান না, তাদের সম্পর্কেও তিনি অবগত। এক অফিসার এরকম আচরণ করার পর তিনি বলেছিলেন, আপনি আমার কাছ থেকে সত্য আড়াল করছেন যাতে আমি দুশ্চিন্তায় না পড়ি। কিন্তু শেষে আমার সামনে এতসব সত্য উন্মোচিত হয়ে গেলে সেগুলোর মোকাবেলা করতে গেলে তো মরেই যাব। কিন্তু ঘাটতি পূরণের জন্য গোপন করে রাখা সত্যগুলোই তো সবচেয়ে ভয়াবহ। কারণ বিপ্লবকে টিকিয়ে রাখতে পারে রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক অর্জন। এমন সব অর্জনের পাশাপাশি বড়ো বড়ো আমলতান্ত্রিক অযোগ্যতাও থেকে যায়। সেগুলো দৈনন্দিন জীবন, বিশেষ করে গৃহসুখ বিনষ্ট করে থাকে।

রাস্তায় তিনি যখন আমজনতার সঙ্গে কথা বলেন তাঁর কথাবার্তা তখন খাঁটি মায়া মমতার অভিব্যক্তি ও অমার্জিত দিলখোলা ভাব পুনরায় অর্জন করে থাকে। তাঁর লোকজন তাঁকে ফিদেল বলে ডাকেন। তাঁরা তাঁকে ঘরোয়াভাবেই সম্বোধন করে থাকেন, তাঁর সঙ্গে যুক্তিতর্কে পর্যন্ত অবতীর্ণ হন, তাঁকে তাঁরা নিজেদের বলে দাবী করে থাকেন। তখনই কেবল তাঁর অস্বাভাবিক মনুষ্য পরিচয়টা বের হয়ে পড়ে। তাঁর ইমেজের যে প্রতিফলন আমাদের সামনে ঘটে থাকে সেটার মধ্যে এই পরিচয়টা ধরা পড়ে না। আমার বিশ্বাস, এই ফিদেল কাস্ত্রোকেই আমি চিনি। নির্মম নীতিপরায়ণতা, চির অতৃপ্ত মায়া, সতর্ক কথাবার্তা আর সংযত স্বরের পুরনো আমলের নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষা, সাধারণ চিন্তাচেতনা বুঝতে পারার অক্ষমতা–এই সব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গঠিত মানুষটিই হলেন ফিদেল কাস্ত্রো।

জীবনে সময় অর্জনের জন্য তাঁর কতিপয় বিষয় উত্থাপনের কথা আমি শুনেছি। সেগুলো তিনি অন্যভাবেও তুলতে পারতেন। তাঁকে এতগুলো দূরবর্তী অদৃষ্টের ভারে নুব্জ দেখে আমি জিজ্ঞেস করেছি, এই জগতে তাঁর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত কাজটি কী? তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন, নিজের জায়গায় নিজের মতো শক্ত পায়ে দাঁড়ানো।

[কলম্বিয়ার কথাসাহিত্যিক, চিত্রনাট্যকার ও সাংবাদিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস বিশ শতকের বিশ্বসাহিত্যের প্রভাবশালী লেখকদের অন্যতম। তাঁর জন্ম ১৯২৭ সালের ৬ মার্চ, মৃত্যুবরণ করেন ২০১৪ সালে ১৭ এপ্রিল। তিনি ১৯৮২ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। কিউবার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল।]

জানা অজানা নানা কথা

ডা. এ. কে. এম. আনিসুল হক
সাবেক মেডিক্যাল অফিসার
ঢাকা কমার্স কলেজ

মানব সভ্যতা বিনির্মাণে চিকিৎসা বিজ্ঞানের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্যগাথা আছে। জীবনসংহারী প্লেগ ও গুটি বসন্ত মহামারি এখন আর নেই। জীবাণুর রেফারেন্স ল্যাবরেটরিতে স্থান করে নিয়েছে। যক্ষা-কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া-ফাইলেরিয়া ও কালাজ্বর নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। কলেরা মহামারির ভয়াবহতার কথা এখন শোনা যায় না। সংক্রামণরোধ না হলেও এইডস গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

পোলিও, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস ও হামের টিকা শিশুমৃত্যু কমাতে ভূমিকা রেখেছে। তবে জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততার অভাবে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হয়নি। পাহাড়ি জনপদে হামে মর্মস্পর্শী শিশুমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বর্তমান যুগেও। নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে ধেয়ে আসছে নতুন রোগবালাই। সাম্প্রতিক সময়ে জিকা, চিকুনগুনিয়া, ডেংগু ভাইরাসের সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব রোগের প্রাদুর্ভাব বিশ্বব্যাপী। কোনো সংক্রমণই হালকা করে দেখার সুযোগ নেই। ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যুহার কম হলেও ভোগান্তি অপরিমেয় ও দুর্ভোগ অবর্ণনীয়। গর্ভকালীন সময়ে মায়ের জিকা ভাইরাস সংক্রমণে ছোটো মাথার শিশু জন্ম হতে পারে। এক সময় এন্টিবায়োটিক আবিষ্কারের ফলে জীবাণুঘটিত সংক্রমণ প্রতিকার সহজসাধ্য হয়েছিল। যথেচ্ছ ব্যবহারে সংক্রামক ব্যাকটেরিয়াও ক্রমশ জীবাণুপ্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে অসংক্রমণজনিত রোগব্যাধি যেমন উচ্চ রক্ষচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার ইত্যাদিতে মৃত্যুহার ঊর্ধ্বমুখী। এছাড়াও মাদকাসক্তি যুবসমাজের জন্য সর্বনাশী হয়ে উঠেছে।

সুস্বাস্থ্য অর্জন মানব সমাজের চিরন্তন কামনা। সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। স্বাস্থ্যই সুখের মূল একথা সকলের জানা। কিন্তু শুধু রোগমুক্তিই সুস্বাস্থ্য নয়। স্বাভাবিকভাবে কর্মমুখর থাকার সক্ষমতা ও সামাজিক উন্নয়ন তথা বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখতে পারার মত শারীরিক ও মানসিক অবস্থাই সুস্বাস্থ্যের নির্দেশক। অল্প কথায় বললে- শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিক উৎকর্ষই সুস্বাস্থ্য।

স্বল্প পরিসরের স্বাস্থ্যসেবার গণ্ডিতে আমাদের প্রচেষ্টা বৃহত্তর স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ও সুস্বাস্থ্য অর্জন। আমাদের মূল লক্ষ্য ছাত্র-ছাত্রীদের তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ করে শ্রেণিকক্ষে পাঠগ্রহণের উপযোগী করে তোলা ও সুস্বাস্থ্য অর্জনে করণীয় সম্পর্কে বার্তা প্রদান করা। শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সেবাও একই উদ্দেশ্যবহ। এ কারণে একটি নির্দিষ্ট সেবামানে উন্নীত হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে আমাদের ধারাবাহিক প্রয়াস অব্যাহত আছে। এর অংশ হিসেবে আমরা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা বার্তা প্রদানের সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

১৯ মাস সময়ে ৭০৯৩ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। সেবাভুক্ত ছিলেন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী ও অপরাপর ব্যক্তিবর্গ। ছাত্র ও ছাত্রীর সেবা গ্রহণের অনুপাত

২:১। সেবাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৪৮৫ ও ১৭৫৮ জন, যা মোট সেবাগ্রহীতার ৭৫-৭৬ শতাংশ। শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর উভয়ের সেবা গ্রহণের হার প্রায় ১১-১২ শতাংশ।

যে সমস্ত সেবা প্রদান করা হয়েছে তার মাঝে জ্বর, পেটব্যথা, মাথাব্যথা, মাংশপেশী-হাঁড়-গিরাব্যথা, ইনজুরি, ডায়েরিয়া ও নাক-কান-গলা সংক্রমণের আধিক্য রয়েছে। রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা পরীক্ষাও এর সাথে যুক্ত হতে পারে। তথ্যের বহুবিধ উপযোগিতা আমাদের সবার জানা। যে সমস্ত সংখ্যাধিক্য উপসর্গের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে তা বিবেচনাযোগ্য মনে করি।

জ্বর-ঠান্ডা-কাশি : জ্বরঠান্ডাকাশি রোগের উপসর্গ মাত্র। ওষুধের দ্বারা তাৎক্ষণিক জ্বর কমানো সম্ভব হলেও রোগ নিরাময় নাও হতে পারে। ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে শুরু করে ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, ডেংগু, চিকনগুনিয়া এসবের প্রাথমিক লক্ষণ জ্বর। তবে জ্বরের রকমফের আছে, যেমন যক্ষারোগে রাতের বেলায় অল্প মাত্রায় জ্বর থাকে। সাথে ঘাম হওয়া একটি উপসর্গ। টাইফয়েডে রাতে জ্বর তাৎপর্যবহ। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি জ্বরও রয়েছে। সবক্ষেত্রেই জ্বর ভোগান্তির কারণ। ভালো হলেও অনেক দিন রেশ থেকে যায়। জ্বরের রোগী দেখলে চিকিৎসকের ভাবনা চিন্তা বহুগুণে বেড়ে যায়, যেমন পরীক্ষার সময়ে বাড়ে শিক্ষার্থীদের।

ঋতু পরিবর্তনের সাথে অসুখবিসুখের প্রকোপ বৃদ্ধির যোগসূত্র রয়েছে। সাধারণত বর্ষাকালে ডেংগু, চিকনগুনিয়া, টাইফয়েড, ডায়েরিয়া, আমাশয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা, চর্মরোগ রেড়ে যায়। ডেংগু-চিকনগুনিয়া শৌখিন এডিস মশা বাহিত রোগ। এডিশ মশা পরিষ্কার পানিতে বংশবৃদ্ধি করে ও দিবালোকে হুল ফোটায়। কাজেই শিক্ষাঙ্গণে জমে থাকা স্বচ্ছ জলাধার ও ধারণক্ষম পাত্র সতর্কতার সাথে অপসারণ করা প্রয়োজন। সঙ্গে মশা নিধনের জন্য মাঝে মাঝে স্প্রে ব্যবহার করা জরুরি। আমাদের প্রাপ্ত তথ্যে কলেজের অভ্যন্তরে চিকনগুনিয়া ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা গেছে।

টাইফয়েড, ডায়েরিয়া ও আমাশয় খাদ্য ও পানিবাহিত রোগ। বিশুদ্ধ পানি পান ও খাদ্যদ্রব্য সতর্কতার সাথে গ্রহণ করা প্রয়োজন। খাবার সময় হাত ভালোভাবে ধোঁয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। অনেক পেটের পীড়া তাহলে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

জীবন সংসারে ব্যথার প্রাধান্য বেশি। সেবাপ্রাপ্তির তথ্যে ব্যবহার উপস্থিতি একই রকম লক্ষণীয়। প্রায় ৪৫-৫০ শতাংশ সেবাগ্রহীতা ব্যথা-বেদনার সেবা নিয়েছেন। ব্যথার হেরফের অনেক; যেমন পেটে ব্যথা, মাথা, বুক, মাংশপেশী-গিরা-হাঁড় ও আঘাতের ব্যথা। এগুলো ব্যবস্থাপনা ও সেবা ভিন্নতায় আরোগ্য হয়েছে। ব্যথার ওষুধ থেকে শুরু করে বরফ, গরম পানির ছেঁক, ফিজিওথেরাপি, এমনকি হালকা ঘুমও উপকারে এসেছে। যদিও ব্যথার কারণ সর্বক্ষেত্রে জানা যায়নি।

পেট ব্যথা : এ উপসর্গ নিয়ে সর্বাধিক ২০ শতাংশের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সাধারণ পেটের ব্যথা- ব্যথার ওষুধ ও ইনঞ্জেকশনে ভালো হয়েছে। পেট ব্যথা ও গ্যাসের চাহিত চিকিৎসাও অনেককে প্রদান করা হয়েছে। কিছু ওষুধ খেয়ে ভালোবোধ হয়, এটাই চাহিত চিকিৎসার ভিত্তি। দীর্ঘদিন একই রকমের পেটে ব্যথা চলতে থাকা ভয়ের কারণ। এজন্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও সেবা গ্রহণ উত্তম।

হেপাটাইটিস এবিসিই ভাইরাস লিভার আক্রান্ত করে, যা বর্তমানে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে। উপসর্গ হিসেবে ব্যথা-জ্বরও থাকতে পারে। হেপাটাইটস এ ও ই ভাইরাস খাবার ও পানি দিয়ে সংক্রামিত হয়। তাই বর্ষায়, প্লাবনে বেশি ঘটে। অপরপক্ষে ভাইরাস বি ও সি সংঘটিত হয় রক্তের সংস্পর্শে। মূলত ইঞ্জেকশন, অপারেশন ও কাঁটাছেঁড়ার মাধ্যমে। সংক্রমণের পথগুলো সুরক্ষা করতে পারলে ভাইরাসমুক্ত যকৃত রাখা সম্ভব। দীর্ঘমেয়াদি হেপাটাইটিস বি ও সি যকৃতে ক্যান্সার ও সিরোসিসের মত দুরারোগ্য ব্যাধি বয়ে আসে। উপযুক্ত সময়ে টিকা দিতে পারলে এ সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব হয়।

ইনজুরি-ট্রমা : প্রাপ্ত তথ্যে ১২-১৩ শতাংশের ছোটোখাটো থেকে বড়োবড়ো ইনজুরি ট্রমা লক্ষ করা গেছে। থেঁতলানো, কাঁটাছেড়া থেকে হাঁড়ভাঙ্গা বাদ যায়নি। বেশিরভাগ বড়ো ইনজুরি বাস, টেম্পু, মোটরসাইকেল ও রিকশা সড়ক দুর্ঘটনাজনিত। ছোটোখাটো ইনজুরির বেশিরভাগ কলেজ প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষে নিজেদের মাঝে দুষ্টুমির ফলে সংঘটিত, যা বলপেন ও স্কেল ইনজুরি হিসেবে পরিচিত। এছাড়া শ্রেণিকক্ষের বেঞ্চেতে বা টয়লেটের দরজাতে ইনজুরি সংঘটিত হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে।

ছোটোখাটো ইনজুরির ব্যবস্থাপনা সহজে করা গেলেও চিন্তার

কারণ থেকে যায়। এখান থেকে টিটেনাসসহ যে- কোনো অতিরিক্ত সংক্রমণ ঘটতে পারে। ছোটো বেলায় পাঁচ ডোজের টিটি টিকা নেওয়া থাকলে টিটেনাস হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। আমাদের ব্যবস্থাপনায় ইমুউনোগ্লোবিউলিন সেবা যুক্ত হয়নি। মেয়েরা নির্ধারিত মাত্রায় পাঁচ ডোজ টিটি টিকা নিয়ে নিরাপদ থাকতে পারে। শ্রেণিকক্ষের ইনজুরি প্রতিরোধযোগ্য।

রক্তচাপ ও রক্তে শর্করা পরীক্ষা : এ দুটি সেবা যারা গ্রহণ করেছেন তাদের প্রায় সকলেই মধ্যবয়স পেরিয়েছেন। দক্ষতা ও যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা হয়েছে। সিনিয়র স্টাফ নার্স সুচারুভাবে এ পরীক্ষা দুটি সম্পন্ন করেছেন। উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস রোগের ধারাবাহিক ফলোআপে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা নিরুপণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে। জটিলতা পরিহার ও কর্মক্ষম জীবনযাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। হাইপারগ্লাইসেমিয়া ও হাইপোগ্লাইসেমিয়া সহজে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অমূল্য চোখ পরীক্ষাসহ অন্যান্য রুটিন চেকআপের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেবাগ্রহীতাদের শতকরা ১২-১৩ ভাগের রক্তচাপ ও প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ২৩-২৪ ভাগের রক্তে শর্করা পরীক্ষা করা হয়েছে।

বিশ্রাম ও অসুস্থ্যতা : "বিশ্রাম কাজের অঙ্গ একইসাথে গাঁথা, নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা।" প্রতিটি মানুষের সক্ষমতার মাত্রা রয়েছে। অতিরিক্ত চাপের কারণে শারীরিক অসুস্থতা ঘটতে পারে। শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সময়ে বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছিল। আধা ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা সময়ে তারা কর্মপোযোগী হয়ে উঠেছেন। বিশ্রামের ধরণ ছিল দুই প্রকার- বাসায় ও কেন্দ্রে অভ্যন্তরীণ বিশ্রাম সেবা। বিছানার স্বল্পতা ও অবস্থানগত কারণে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ছিল। সব শ্রেণির সদস্যদের একই বিছানায় বিশ্রামে দেওয়া বিধেয় নয়। সময়ের পরিক্রমায় ব্যবস্থাটি পরিবর্তনযোগ্য বলে মনে করি। বিগত সাত মাস সময়ে ২৭৬২ জন ছাত্রছাত্রীর মাঝে ৩০২ জন বিশ্রামের আবেদনপত্র নিয়ে এসেছে। শারীরিক সক্ষমতার অভাব বিবেচনায় ১৭০ জনকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদের প্রায় সবার একাধিক দিবস বিশ্রামের প্রয়োজন হয়েছে। বিশ্রাম ছাড়াও কয়েকজন সেবাগ্রহীতাকে ফিজির মিউজিয়াম হিসেবে কেন্দ্রটির ব্যবহারের সুযোগ করে দেওয়া গেছে।

রোগ প্রতিকারের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ উত্তম। শিশুকালে যথাযথ টিকা নেওয়া থাকলে পরবর্তীতে সাধারণ সংক্রামকব্যাধি থেকে সুরক্ষা হয়। বাড়ন্ত বয়সে পুষ্টিকর সুষম খাবার নিশ্চিত করাও প্রয়োজন। সুস্থতার তাগিদে মাদকাসক্তি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলা করা এবং ইন্টারনেট আসক্তি থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। সুস্বাস্থ্য ও কর্মময় জীবন একে অপরের পরিপূরক- যা ব্যক্তির এবং পরিণামে জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে।

আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতি ও দক্ষ হল ব্যবস্থাপনা : ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি

মোঃ এনায়েত হোসেন
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

ঢাকা কমার্স কলেজের নিরবচ্ছিন্ন কৃতিত্ব, স্বীকৃতি ও অবিরাম সাফল্য বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এবং কলেজের অভ্যন্তরীণ সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫ ও ২০১৬-এ পরপর দুবার ঢাকা কমার্স কলেজ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এ ছাড়া ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯৬ ও ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রতিষ্ঠার উষালগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিত কাঠামোভিত্তিক সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফলের নিশ্চয়তা যেন এ কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতি আপন বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারের প্রবর্তক ঢাকা কমার্স কলেজ ক্যালেন্ডারভিত্তিক নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করে তার ফল পেয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের ভিত্তি হলো ভালো ফলাফল ও পরীক্ষা পদ্ধতি।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় হলো পরীক্ষা। শিক্ষার জ্ঞান পরিমাপের হাতিয়ার হিসেবে সুষ্ঠু ও সুন্দর পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্য কোনো বিকল্প নেই। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই পরীক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিশেষ করে কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার কার্যক্রম সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রয়েছে একটি স্বতন্ত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা। আধুনিক পরীক্ষা পদ্ধতির জন্য এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেহেতু পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞানের যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়, সে কথা চিন্তা করেই ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষার্থীদের সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করে। পরীক্ষা নেয়া হয় একাদশ হতে মাস্টার্স শ্রেণি পর্যন্ত। প্রতি পর্ব পরীক্ষার নম্বরের উপর ভিত্তি করে মেধা তালিকা

প্রণয়ন করা হয়। উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে প্রতিটি পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধানুযায়ী শিক্ষার্থীদের সেকশন বিন্যাস করা হয়।

পরীক্ষার ধরন : ঢাকা কমার্স কলেজ মূলত পর্বভিত্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। প্রতিটি পর্বে তিন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ পরীক্ষাগুলোর সময় ও নম্বর বণ্টন ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

পরীক্ষার নাম	সময়	নম্বর	শ্রেণি
সাপ্তাহিক পরীক্ষা	১০ মিনিট	১০	সকল
মাসিক পরীক্ষা	১ ঘন্টা	৩০	সকল
পর্ব পরীক্ষা	২ ঘন্টা	৪০/৬০	উচ্চমাধ্যমিক/অনার্স/মাস্টার্স
পর্ব পরীক্ষা	৩ ঘন্টা	৬০/৭০/৮০	অনার্স/প্রফেশনাল প্রোগ্রাম
পর্ব পরীক্ষা	৩ ঘন্টা	১০০	উচ্চমাধ্যমিক
পর্ব পরীক্ষা	৪ ঘন্টা	৮০/১০০	অনার্স/মাস্টার্স

সাপ্তাহিক পরীক্ষা : প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বর ১০। এক্ষেত্রে পরীক্ষার বিষয় ও পরীক্ষা গ্রহণের সময় পরীক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষক নির্ধারণ করে দেন এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক তার সুবিধামত শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। ১০ নম্বরের ভিত্তিতে যতগুলো পরীক্ষা নেয়া হয় শিক্ষার্থীকে পর্ব পরীক্ষায় তার সাপ্তাহিক গড় নম্বর দেয়া হয়। এ পরীক্ষার গুরুত্ব এ জন্য দেয়া হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার সময় সম্পর্কে সচেতন, ক্লাসে পড়ার প্রতি মনোযোগী এবং বাসায় নিয়মিত পড়ালেখা করতে আগ্রহী হয়।

মাসিক পরীক্ষা : সাপ্তাহিক পরীক্ষার মতো এক্ষেত্রেও প্রতিটি পর্বে ৩০ নম্বরের ১ ঘণ্টা সময়ব্যাপী ১টি বা ২টি মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে এক মাসে বিষয়ভিত্তিক যে পরিমাণ পড়ানো হয়, তা থেকে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জ্ঞান অর্জন করছে তা পরিমাপ করার জন্য এ পরীক্ষা নেয়া হয়। এছাড়া বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন সম্পর্কে জানা, উত্তর প্রদান ও হাতের লেখার গতি সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের সচেতন করানো হয়। মাসিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা নির্ধারণ করে, যা প্রধানত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী হয়ে থাকে।

পর্ব পরীক্ষা : পর্ব ভিত্তিতে ৪০/৬০/৭০/৮০/১০০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬০ নম্বরের জন্য ২ ঘণ্টা এবং ১০০ নম্বরের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। অনার্স (বিবিএ) প্রফেশনাল ও সিএসই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৪০ নম্বরের জন্য ২ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬০ ও ১০০ নম্বরের জন্য যথাক্রমে ৩ ঘণ্টা ও ৪ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। বিবিএ প্রফেশনাল শিক্ষার্থীদের ৭০ নম্বরের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। সিএসই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৮০ নম্বরের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে। আবার মাস্টার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৬০/৮০ ও ১০০ নম্বরের জন্য ২ ঘণ্টা ও ৪ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকে।

বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- সাপ্তাহিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুমে বসিয়ে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নাম, রোল নম্বর, নিজ সেকশন ইত্যাদি উত্তরপত্রের নির্ধারিত জায়গায় সঠিকভাবে লিখল কিনা তা দেখা হয়। যদি কেউ ভুল করে থাকে তাহলে তা শুধরে দেয়া হয়। প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার উত্তরপত্র আলাদা পরীক্ষার নামে পরীক্ষার সময় কলেজ থেকে সরবরাহ করা হয়। মাসিক ও পর্ব পরীক্ষার সময় যাতে শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময় নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তর সঠিক ও সুন্দরভাবে দিতে পারে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজের মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা বোর্ডের মত পরীক্ষার হল রুমে সিট প্ল্যান করে এবং রোল নম্বরের স্টিকার বসিয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নির্ধারিত আসনে বসে পরীক্ষা দিতে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক এবং পর্ব পরীক্ষার নম্বরসমূহ শিক্ষার্থীদের ও অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়াসহ মূল্যায়িত উত্তরপত্র বাড়িতে অভিভাবকদের দেখানো ও স্বাক্ষর নেয়ার পরে তা কলেজে জমা নেয়া হয়।

প্রবেশপত্র : প্রতিটি পর্ব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নিকট কলেজের ছাপানো প্রবেশপত্র দেয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীর নাম, রোল, শ্রেণি, গ্রুপ, সেকশন, শিক্ষাবর্ষ, রঙিন ছবি, শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা থাকে। ১৬ নভেম্বর ২০১৭ থেকে প্রবেশপত্রে শিক্ষার্থীর রঙিন ছবি ও পূর্নাঙ্গ পরীক্ষার রুটিন সংযুক্ত করা হচ্ছে, যা দেশে প্রথম। পর্ব পরীক্ষায় অংগ্রহণের জন্য বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষার্থীদের মাঝে ছাপানো প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়। উক্ত প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থী পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

ফলাফল প্রকাশ : ১৭ ও ২৩ অক্টোবর এবং ৬ নভেম্বর ২০১৬-এ অ্যাকাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজের সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্বের প্রতিটি পরীক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়। মাসিক ও পর্বের প্রতিটি পরীক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের

নিকট কলেজের মাধ্যমে এসএমএস করে দেয়া হয়। এ ছাড়া ৯ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের ওয়েবসাইট www.dcc.edu.bd-এ সকল পরীক্ষার ফলাফলসহ রুটিন, শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার আসন বিন্যাস ইত্যাদি নিয়মিত দেয়া হয়। ৯ এপ্রিল ২০১৬ থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার আইডি-পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে কলেজের ওয়েবসাইট ও ওয়েবপোর্টাল থেকে পর্বের ফলাফল দেখতে ও প্রিন্ট করতে পারে। তাছাড়া শিক্ষার্থী তার ব্যক্তিগত তথ্যসহ কলেজের বেতন, উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ও ওয়েবসাইট থেকে জানতে পারছে।

অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট : জুন ২০১৬ থেকে প্রতিটি পর্ব পরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কলেজ ওয়েব সফটওয়্যার থেকে অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট দেখতে ও প্রিন্ট করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর নাম, রোল, শ্রেণি, গ্রুপ, সেকশন, শিক্ষাবর্ষ, শিক্ষার মাধ্যম, কার্যদিবস, উপস্থিতি ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়। ট্রান্সক্রিপ্টে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মোট নম্বর (সাপ্তাহিক পরীক্ষার গড়, মাসিক পরীক্ষার গড় ও পর্ব পরীক্ষার নম্বরসহ), জিপিএ, লেটার গ্রেড, মেধাস্থান ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা : ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখার কাজগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে ১ জন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ৩ জন পরীক্ষা সহকারী ও ২ জন পিয়ন রয়েছেন। ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থা সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। তারা তাদের দায়িত্ব অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে কলেজের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে সচেষ্ট। ঢাকা কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষের বিধিমোতাবেক সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষা কমিটির নির্দেশনায় উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ের দায়িত্বে থাকেন। এছাড়াও কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য সকল দায়িত্ব তিনি পালন করেন। তাছাড়া পূর্ব ঘোষিত অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কোনো অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার সময় হলে অ্যাকাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনক্রমে পরীক্ষার তারিখ ও সময়সহ ছাত্র-ছাত্রী ও সকল বিভাগকে অবহিত করা হয়। সর্বোপরি পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষাসহ পরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এ শাখার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকবৃন্দের নামের তালিকা

নাম	পদবী	মেয়াদকাল
মোহাম্মদ ইলিয়াছ	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০১/১৯৯৬ - ৩১/১২/১৯৯৮
মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০১/ ১৯৯৯- ০২/১১/১৯৯৯
মো. আতিকুর রহমান	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০৩/১১/১৯৯৯ - ১৭/০৯/২০০৬
মো. শরীফ দিলনেওয়াজ হোসেন	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	১২/১২/২০০৬ - ১৮/০২/২০০৯
সাযযাদ উল্যাহ মো. ফয়সাল	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০২/০৪/২০০৯ - ৩০/১২/২০১২
মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (অতিরিক্ত)	৩১/১২/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৩
মো. এনায়েত হোসেন	সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৪
মো. এনায়েত হোসেন	উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	০১/০৭/২০১৪ -

পরীক্ষা কমিটি : ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষকদের সমন্বয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর একটি পরীক্ষা কমিটি গঠন করেন। এ কমিটিতে কলেজের শিক্ষকদের মধ্য থেকে ১ জন আহ্বায়ক ও ২ জন সদস্য থাকেন। তাঁরা পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাজে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখাকে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। যে কারণে ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখাকে কখনই বড়ো ধরনের কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

পরীক্ষা কমিটির আহ্বায়কবৃন্দের নামের তালিক

নং	নাম	মেয়াদকাল
১	প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া	০১/০১/২০০০ - ৩১/১২/২০০১
২	প্রফেসর মোহাম্মদ ইলিয়াছ	০১/০১/২০০২ - ৩১/১২/২০০৪
৩	মো. নুর হোসেন	০১/০১/২০০৫ - ৩০/০৬/২০০৬
৪	প্রফেসর মো. আবু তালেব	০১/০৭/২০০৬ - ৩০/০৬/২০০৭
৫	মাওসুফা ফেরদৌসী	০১/০৭/২০০৭ - ৩০/০৬/২০০৮
৬	প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার	০১/০৭/২০০৮ - ৩০/০৬/২০০৯
৭	প্রফেসর মো. রোমজান আলী	০১/০৭/২০০৯ - ৩১/০৭/২০০৯
৮	প্রফেসর মো. আব্দুল কাইয়ুম	০১/০৮/২০০৯ - ৩০/০৬/২০১০
৯	সৈয়দ আবদুর রব	০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১১
১০	মো. ইউনুছ হাওলাদার	০১/০৭/২০১১ - ১০/০৭/২০১১
১১	মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ	১১/০৭/২০১১ - ৩০/০৬/২০১২
১২	প্রফেসর মো. রোমজান আলী	০১/০৭/২০১২ - ৩০/০৬/২০১৩
১৩	মো. মঈনউদ্দিন	০১/০৭/২০১৩ - ২৮/০২/২০১৪
১৪	প্রফেসর মো. বাহার উল্যা ভূঁইয়া	০১/০৩/২০১৪ - ৩১/০৭/২০১৪
১৫	প্রফেসর মো. আবু তালেব	০১/০৮/২০১৪ - ৩১/১২/২০১৪
১৬	এ. এইচ. এম. সাইদুল হাসান	০১/০১/২০১৫ - ৩১/১২/২০১৫
১৭	এস. এম. আলী আজম	০১/০১/২০১৬ -৩১/১২/২০১৭
১৮	মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন	০১/০১/২০১৮ -

ভিজিলেন্স টিম : ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ভিজিলেন্স টিম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ টিম মূলত পরীক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং এর বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। পরীক্ষা চলাকালীন টিমের সদস্যবৃন্দ পরীক্ষার কক্ষসমূহ মনিটরিং করে প্রয়োজনীয় তথ্য পরীক্ষা কমিটি বা উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে দেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতে পারেন।

পরীক্ষা শৃঙ্খলা সম্পর্কিত অপরাধ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা : পরীক্ষার নিয়ম শৃঙ্খলা বাস্তবায়নে ঢাকা কমার্স কলেজ সুদৃঢ় কঠোরতা বজায় রাখছে। কোনো অবস্থাতেই অপরাধের ছাড় দেয়ার কথা ভাবা হয় না। এক্ষেত্রে কক্ষ পরিদর্শক উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ তাৎক্ষণিক তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষে লিখিতভাবে জমা দেন। কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত রিপোর্ট ও প্রমাণের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষার্থীর বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার বা তার বিরুদ্ধে অন্য যে-কোনো শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরীক্ষার্থীর নিম্নবর্ণিত কার্যকলাপ বা অসদুপায় অবলম্বনকে পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় :

ক) পরীক্ষা কক্ষে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করা ও কথাবার্তা বলা;
খ) উত্তরপত্রে অপ্রাসঙ্গিক বা আপত্তিকর কিছু লেখা অথবা অযৌক্তিক কোনো মন্তব্য করা;
গ) বই, খাতা, কাগজ বা মোবাইল ফোন হতে নকল করা;
ঘ) প্রশ্নপত্রে উত্তর লিখে সেখান থেকে উত্তরপত্রে লেখা;
ঙ) পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত কক্ষ পরিদর্শক বা কর্তব্যরত ব্যক্তি সম্পর্কে কটূক্তি, গালাগাল, অসদাচরণ;
চ) মিথ্যা পরিচয় বা অজুহাত দেখিয়ে বিশেষ সুবিধা গ্রহণ;
ছ) উত্তরপত্রের কাভার পৃষ্ঠা পরিবর্তন করা;
জ) কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষার কক্ষ ত্যাগ;
ঝ) উত্তরপত্র বিনষ্ট করা, ছিঁড়ে ফেলা অথবা দূষণীয় কাগজপত্র কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানানো;
ঞ) পরীক্ষার কক্ষ হতে উত্তরপত্র বাইরে পাচার করা বা বাহির থেকে লিখে এনে তা সংযোজন করা ইত্যাদি।

পরীক্ষা সংক্রান্ত উল্লিখিত অপরাধের জন্য পরীক্ষা শৃঙ্খলা কমিটি বিভিন্ন শাস্তির সুপারিশ করতে পারে এবং সে অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঢাকা কমার্স কলেজে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় সংঘটিত অপরাধের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, পড়ালেখা মানেই পরীক্ষা। পরীক্ষিত পড়ালেখাকে শুদ্ধ পড়ালেখা বলা হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কেবল বিরতিহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরীক্ষার কার্যক্রমসহ নিরবতার সাথে অন্যান্য কাজ করে যাচ্ছেন। এ সকল কিছুই সম্ভব হচ্ছে সুহৃদয়বান কলেজ কর্তৃপক্ষের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও দিকনির্দেশনার জন্য। ঢাকা কমার্স কলেজের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা আরো যুগোপযোগী এবং প্রযুক্তিভিত্তিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করতে কর্তৃপক্ষ সর্বদা সচেষ্ট রয়েছেন। ভবিষ্যতে এ শাখার কার্যকারিতা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করছি।

ধূমপান

সাদিয়া আক্তার চৈতি
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫১১৩

তোমরা যারা ধূমপান কর তাদের জন্য কিছু কথা। হয়ত-বা আমার কথাগুলো শোনার পর তোমাদের মনে হতে পারে আমি তোমাদের এগুলো বলার কে? হ্যাঁ, তোমাদের এমন ভাবাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হলো কথাগুলো বলি। তোমাদেরকে বলে কোনো লাভ হবে না হয়ত-বা। হয়ত কথাগুলো পড়ার পর আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হবে। আমি তবু বলছি। যখন আমি রাস্তা দিয়ে হাঁটি অনেককেই ধূমপান করতে দেখি। তারা অনেকেই আমার সহপাঠী। আচ্ছা, এটা কি তোমাদেরকে কোনো ধরনের উপকার করছে? তাহলে কেন আমরা শুধু শুধু নিজের ক্ষতিকে বার বার কষ্ট করে টাকা দিয়ে কিনে খাব। অনেকে হয়ত এখন এই ভাবছে তাতে আমার কী? আমার বাবার টাকা তো আর না। কিন্তু একটা বারও কি তোমরা ভেবে দেখেছ তোমার জন্য তোমার আশে-পাশে আরো কতগুলো জীবন শেষ হবার দিকে যাচ্ছে। তুমি নিজের জীবন তো নষ্ট করছ। তার সাথে তোমার প্রিয়জনের জীবন নষ্ট করছ। এটা কি ঠিক বলো তো? বাবা আমাদের কলেজে পাঠান মানুষ হওয়ার জন্য। কিন্তু আমরা তো টাকা দিয়ে অপরাধী তৈরি হচ্ছি। আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ আসলেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। আমরা যখন বন্ধুদের সামনে ধূমপান করি তখন কি একবারও ভাবি, বন্ধুরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে? যতই বন্ধু হোক সে তোমার জীবন নষ্ট করার অধিকার তার নেই। তুমি মনে কর ধূমপান করার ফলে তোমার মাথার সব টেনশন দূর হয়ে যাবে। তোমার জীবনে শান্তি আসবে। ভুল একদম ভুল। অনেকেই মনে করে সুন্দর পোশাক পরে, চশমা লাগিয়ে হাতে একটা সিগারেট তোমার সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাহলে তোমার মতো বোকা আর কেউ নয়। প্রতিনিয়ত তোমরা তোমাদের জীবনকে ধ্বংস করছ। আমার একটা বন্ধুর সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা বলি। সে প্রতিদিন অনেক বেশি সিগারেট খেত। তার পক্ষে এটা ত্যাগ করা অনেক কষ্টসাধ্য ছিল। সে ছিল আমার খুব ভালো একটা বন্ধু। আমি বললাম, তুই চাইলে এটা ত্যাগ করতে পারিস। একসাথে নয় আস্তে

আস্তে। ও চেষ্টা করল। আস্তে আস্তে কমিয়ে দিল। তো একদিন তার একজন আত্মীয়ের রক্ত দরকার। ও ভাবছিল রক্ত দিতে পারবে না। কিন্তু ডাক্তার রক্ত পরীক্ষা করে বলল আপনি পারবেন। ও তো মহাখুশি। আর পরের দিন আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, তোর জন্যই এটা সম্ভব হলো রে। তো তোমরা একবার ভাব, তোমার খুব কাছের কারো রক্ত দরকার, কিন্তু তুমি দিতে পারছ না। এর থেকে বড়ো ব্যর্থতা আর পারে কী? এসো, আমারা আস্তে আস্তে ধূমপান করা থেকে বিরত থাকি। সুন্দর একটা জীবন গড়ে তুলি। নিজেকে গড়ে তুলবার সব থেকে বড়ো শিক্ষক ব্যক্তি নিজেই।

আমরাই দায়ী

আমরা নিজেরাই দায়ী আমাদের এই অসহ্য জীবনের জন্য। ভাবছি, সেটা আবার কীভাবে? একবার ভেবে দেখি আমরা আমাদের জীবনের সব থেকে দামি সময় ঠিক কোন ভালো কাজে লাগিয়েছি। আমরা আমাদের মূল্যবান সময়কে মূল্যহীন কাজে খুব গুরুত্ব সহকারে নষ্ট করছি। কিন্তু তাতেও আমাদের কোনো আফসোস বা অনুতাপ নেই। বরং আমরা এটাকেই সবথেকে সুন্দর জীবন বলে আখ্যায়িত করছি। পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করি আর শিক্ষকরা অভিভাবক ডাকলে বলি, বেশি বেশি করে শিক্ষকরা। কিন্তু আমরা এটা ভাবি না যে, এটার জন্য তো ঠিক আমরাই দায়ী। যখন আমাদের পড়ার সময় হয় আমরা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেই, আর না হয় অযথা সময় নষ্ট করি। আর পরীক্ষার খাতা দিলে বলি, শিক্ষকরা ইচ্ছা করে নম্বর দেননি বা কম নম্বর দিয়েছেন। নম্বর তো শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সম্পদ না, যে তাঁরা আমাদের নম্বর নিয়ে তাঁদের সম্পদের পাল্লা ভারি করবেন। বরং আমাদের জন্য তাঁদের অনেক কষ্ট করতে হয়।

আমরা বলি, সারাক্ষণ ক্লাস করে অনেক ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু শিক্ষকরা তো আমাদের থেকে বেশি কষ্ট করেন। আমরা সব সময় আমাদের দোষগুলো অন্যকে চাপিয়ে দিতে ভালোবাসি। কিন্তু এতে আমাদের তো কোনো লাভ হচ্ছেই না বরং ক্ষতি হচ্ছে। আর আমরা সেই ভুলগুলোই দেখি না। তাহলে শিক্ষা গ্রহণ তো দূরেই থাক, আমাদের জীবনকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়ার জন্য আমরা নিজেরাই একমাত্র দায়ী। আমাদের মধ্যে আমিও একজন। নিজে বলছি কিছু করার সময় আমিও আমরা হয়ে যাই। আমরাই দায়ী।

জীবনের শেষক্ষণ

তানজিলা আক্তার
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫০৭৮

প্রবীণ অধ্যায়টা জীবনের এমন একটা পর্যায়, যখন মানুষ জ্ঞানে বিজ্ঞ হলেও শরীর ও মনে বৃদ্ধ। তার জ্ঞান মূল্যবান হলেও সমাজের মানুষের কাছে তা নিতান্তই অগ্রহণীয়।

পরিবারকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় এই বয়সে। কিন্তু পরিবার তাকে অত্যন্ত নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তুর মতো অবহেলা করে। যে ব্যক্তি তার জীবনের ৮০ ভাগ এই পরিবারের মানুষদের জন্য ব্যয় করেছেন তাকে অবহেলা করে। এই সত্যটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও সমাজে পরিবারের সদস্যরাই প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।

যে ব্যক্তি সন্তানের জন্য ঘর বানাতে বানাতে নিজের যৌবনকে শেষ করেছে বৃদ্ধ বয়সে তাকেই সেই ঘর ছাড়তে হয়। আপন সন্তান যখন পিতা-মাতাকে তুচ্ছ মনে করে, তখন সমাজের মানুষ থেকে আর কী আশা করা যায়?

আমরা নাকি আধুনিক হচ্ছি? শুধু তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে, বিবেক বা মানবতার দিক থেকে নয়। যে সন্তানকে লালনপালন করতে পিতা-মাতার সব শক্তি শেষ হয়, সেই সন্তানই আবার পিতা-মাতাকে একাকিত্বের দিকে ঠেলে দেয়। সমাজের বদলানোর সাথে কি সন্তানের পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা বদলানো উচিত? যে সন্তান বর্তমানে তার পিতা-মাতাকে অবহেলা ও লাঞ্ছনা করছে ভবিষ্যতে সেও তার সন্তানদের দ্বারা লাঞ্ছিত হবে।

জানি না, এই এত বক্তব্যের পরে নিজের মনকে প্রশান্তি দিতে পারব কি না। প্রবীণদের কষ্টকে সহ্য করতে পারব কি না।

আর যাই হোক, আমার এই লেখা পড়ে অন্তত একজন হলেও এই সত্য বাস্তবটিকে উপলব্ধি করবেন।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে

মেহেরুন্নেছা
রোল : ৩৭৭৯৫

ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ছাত্রী হলেও এই লেখাটি কোনো ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ক আর্টিকেল হিসেবে লিখছি না। পরীক্ষার ভালো ফল আনতে কমবেশি প্রচেষ্টা আমরা সবাই করি। ভালো ফলকে আমরা মেধা তালিকায় অধিষ্ঠিত

হওয়াকেই বুঝি। নম্বরের দৌড়ে অপরকে পেছনে ফেলে অগ্রগামী হওয়াকে আমরা ভালো ফল বলি। ভালো ফলের কথাই যখন উঠল তখন বলতেই হয় পরীক্ষার খাতার কথা। এই ক্ষেত্রে খাতা পাওয়ার পর নিজের নম্বরের চেয়ে অন্যের খাতার নম্বর জানাটা জরুরি হয়ে পড়ে। বিষয়টি পরিষ্কার করছি।

দৃশ্যপট-১

১ম বন্ধু : দোস্ত, তুই কত পেয়েছিস?

২য় বন্ধু : আগে তোর নম্বর বল।

১ম বন্ধু : আমি ৯২ পেয়েছি। এত খারাপ করব ভাবিনি। Highest 96!

২য় বন্ধু : আমিতো ৭০ পেয়েছি। তোর মন তাহলে খারাপ কেন?

১ম বন্ধু : বললাম না Highest 96!

দৃশ্যপট-২

১ম বন্ধু : আমি ৭০ পেয়েছি।

২য় বন্ধু : আলহামদুলিল্লাহ! ৭২ পেলাম।

১ম বন্ধু : নিশ্চয়ই Highest।

২য় বন্ধু : এই তো, তোদের দোয়ায়, দোয়া করিস যাতে ১ম হতে পারি।

এর মানে দাঁড়াল এই যে, ৯২% এর চেয়ে ৭২% ভালো নম্বর যদি তা Highest হয়। এই ঘটনাটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের Competitive mind বললেও আমি একে প্রত্যাখ্যান করার সৎসাহস দেখাতে প্রস্তুত। এটা অকপটে স্বীকার করি, এই ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আমিও। প্রশ্ন রইল, কেন এরূপ মানসিকতা আমার ও তোমাদের মনে সৃষ্টি হয়?

যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী না হলেও একটি যুক্তি দেখানোর দুঃসাহস আমি দেখাতে চাই। তা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Competitive mind সহপাঠীদের মাঝে বৈরিতা ও হিংসা জন্ম দেয়। যা রূপ নেয় মহামারিতে। এইরূপ মানসিকতা পারস্পরিক সহযোগিতার অন্তরায়। অনেক আঁতেল ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য সহপাঠীকে সাহায্য করার পূর্বে ভেবে দেখে সে তার চেয়ে বেশি পেয়ে যাবে কি না। হাতের পাঁচটি আঙুল যেমন সমান নয়, ঠিক একইভাবে সকলের দৃষ্টিভঙ্গিও এক নয়। তাই সবাই যে এই দোষে দুষ্ট তা বলা যায় না। দৃশ্যপট দুটিতে দেখানো Competitive mind কি সহপাঠীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার অন্তরায় নয়? যুক্তিবাদী বা সাহিত্যিক নই বলেই হয়ত আমি বিবেককে তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে মানসিকতার পরিবর্তনে সক্ষম হব না। আমরা যারা এই ভুলটি করি তাদের দেখেতো অনুজদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

তাই Competitive mind যেন পারস্পরিক হিংসা ও ক্রোধে পরিণত না হয় সেটাই অনুজদের কাছ থেকে কাম্য। কারণ Fair Competition তো হিংসা নয় বরং সৃষ্টি করে শুধু মধুর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব।

মিমের সমাধি

দ্বিন ইসলাম সিয়াম

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৪০১৫৪

মিম ও ঝিম দুই বোন। ওরা ওদের বাবা-মার সাথে ঢাকায় থাকে। ওরা দুজন একই শ্রেণিতে পড়ালেখা করে। আমিও তাদের সাথে একই শ্রেণিতে পড়ালেখা করি। আমরা অনেক ভালো বন্ধু। দুইদিন আগে আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আজ ওরা আমাদের বাসায় এসে বায়না ধরল ওদের গ্রামের বাড়িতে যেতে। ওদের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায়। বাবা-মাও রাজি হয়ে গেলেন। পরের দিন রওনা দিলাম। কমলাপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ধরলাম আমরা। সাথে ওর বাবা-মাও ছিলেন। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা ভ্রমণের পর আমরা কাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছালাম। যাওয়ার সময় অনেক জিনিস দেখলাম। বাড়ির গেটে ওর দাদা দাঁড়িয়ে ছিলেন। কয়েক বছর আগে ওর দাদু মারা গেছেন। দাদা ওদের দেখে চোখের পানি আটকাতে পারেননি। ওদের জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদছেন আর বলছেন "এতোদিন পরে আমায় দেখতে এলি।" আমাকেও অনেক আদরের সঙ্গে বরণ করে নিলেন। তখন আমরা খেয়ে শুয়ে পড়ি। বিকালে বের হই ওদের সাথে গ্রাম দেখতে। তাদের গ্রামটা অনেক সুন্দর; দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। এই আমার প্রথম গ্রাম দেখা। ওদের এইদিকে ছোটো একটা নদীও ছিল। নাম বিজনা। আমরা ওইখানে নৌকায় ভ্রমণ করি। কী মনোরম ছিল সে দৃশ্য ! সন্ধ্যায় আমরা বাড়ি আসি। আমরা সবাই ক্লান্ত। সবাই বাইরে উঠানে বসে গল্প করছি। মিমের দাদা একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি আমাদের তখনকার কাহিনি শোনাচ্ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের কথা বইয়ে অনেক শুনেছি, পড়েছি। আজ প্রথম কারো মুখে শুনছি। অনেক ভালো লাগছে। হঠাৎ করে মনে হলো মিম

আমাদের সাথে নেই। চারদিকে হৈ হৈ, মিমকে পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ করে ঝিম এর চিৎকার শুনি আমরা। শব্দটা আসছে পুকুরপাড় থেকে। দৌঁড়ে ছুটে গেলাম। আমরা গিয়ে যা দেখলাম তা আমি আমার জীবনে কোনো দিনও ভুলতে পাবর না। দেখি মিম পুকুরের মাঝে ভেসে আছে। তার সারা শরীর ফুলে গেছে। তখন তাকে তুলে হাসপাতালে নেয়া হলো। কিন্তু সে মারা গেছে। তখন বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে যায়। তাকে বাড়ির পাশেই সমাধি দেওয়া হলো। পরে জানতে পেরেছিলাম, আমরা যখন পুকুরপাড় দিয়ে আসছিলাম তখন নাকি মিম একটা মাছ দেখে নেমেছিল। ঝিম ভেবেছিল, আবার চলে আসবে। ও বুঝতে পারেনি এমনটা হবে। এভাবেই শেষ হয়ে যায় মিমের জীবন।

ওরা বাঁচতে চেয়েছিল

ফারজানা আক্তার মৌরিন
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫০৭১

জীবন অনেক গতিশীল ও বহমান। আর এই বহমান জীবনে নদীর স্রোতের মতো সবকিছু বদলাতে থাকে। কিন্তু থেকে যায় শুধু স্মৃতি। কিছু স্মৃতি আনন্দের আর কিছু স্মৃতি কষ্টের, বেদনার, স্তব্ধতার। এমন স্তব্ধতা, যা এক পলকে মানুষের সব খুশিগুলোকে কেড়ে নিয়ে যায়।

দিনটি ছিল ২৪ এপ্রিল ২০১৩। প্রতিদিনের মতো আজও আমি স্কুলের জন্য রওনা হলাম, আর প্রতিদিনের মতো আজও আমার দেরি হলো। তাই খুব দ্রুত গতিতে হাঁটতে লাগলাম। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পরই আমার হাঁটার বেগ কমতে লাগল। অবাক হয়ে চারপাশ দেখছিলাম। চারপাশে শুধু মানুষ আর মানুষ। সকলে ছোটাছুটি করছে। কেউ মোবাইল হাতে কথা বলছিল, কেউ কান্নাকাটি করছিল এবং রাস্তা দিয়ে অনেক এ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছিল। কিছু বুঝতে না পেরে ঘটনাটি জানার জন্য যখন আরেকটু সামনে গেলাম, তখন আমি পুরো হতবাক হয়ে যাই। সকলে হাসপাতালে ছোটাছুটি করছে এবং এ্যাম্বুলেন্সে করে অনেক রোগীকে আনা হচ্ছে। কারো হাত নেই, কারো পা, কেউ ক্ষত-বিক্ষত, কেউ অজ্ঞান, আবার অনেকের মৃতদেহও আনা হচ্ছিল। ঘটনাটি জানার জন্য আমি হাসপাতালে ঢুকলাম এবং সেখানে অবস্থানরত এক ব্যক্তির কাছে জানতে পারলাম, রানা প্লাজা (বৃহৎ শপিং কমপ্লেক্স) ধসে পড়েছে। হাজারও মানুষ আহত হয়েছে আর প্রায় শত মানুষ নিহত হয়েছে। ঘটনাটি শোনার পর আমি পুরো স্তব্দ হয়ে পড়ি এবং স্কুলে না গিয়ে রানা প্লাজার ওখানে যাই। ওখানে যাওয়ার পর যা দেখলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। বিল্ডিং ধসে পড়ায় অনেক মানুষ বিল্ডিংয়ের নিচে চাপা পড়েছে। তারা বাঁচার জন্য শুধু চিৎকার করছিল। উদ্ধারকারী বাহিনীরা তাদেরকে উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিল এবং আশেপাশের জনসাধারণও এসেছিল তাদের সাহায্য করার জন্য। পরিবেশটি ছিল অত্যন্ত মর্মাহত। আহত ও নিহতদের পরিবারের সদস্যরা এসেছিল এবং তারা তাদের আপনজনদের প্রাণপণ খুঁজছিল, চিৎকার করছিল, কান্না করছিল। তাদের শুধু একটিই দোয়া ছিল, তারা যেন তাদের আপনজনদের জীবিত ও সুস্থভাবে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু কেউ তাদের আপনজনদের ফিরিয়ে নিতে পেরেছিল আর কেউ শূন্য হাতে শুধু মৃত্যুর সংবাদটি নিতে পেরেছিল। এসব দেখে আমি নিঃস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার চারপাশে শুধু ছিল মানুষের হাহাকার, মৃতদেহ, আহত দেহ এবং ভবনের নিচে আটকে পড়া মানুষের আর্তনাদ। বাঁচার জন্য তাদের তীব্র চেষ্টা। কিন্তু কাউকে উদ্ধার করা হচ্ছিল জীবিত, আর কাউকে মৃত। হাজারো মানুষ সেদিন হারিয়েছে তাদের আপনজনদের। হাজারো মানুষ তাদের স্বাভাবিক জীবন পাওয়ার জন্য, বাঁচার জন্য করেছে আর্তনাদ।

এখনো আমি শুনতে পাই ভবনের নিচে আটকে পড়া মানুষের আর্তনাদ, "আমরা বাঁচতে চাই, আমরা বাঁচতে চাই, আমরা বাঁচতে চাই।"

স্মৃতিকথা

ইসরাত নাহার স্মিতা
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮১২৫

আব্বু আম্মুকে ছেড়ে থাকার কষ্ট আমি এখন বুঝি। আব্বু আম্মুর সাথে থেকে তাদের মূল্যটা কখনোই ভেবে দেখিনি। এই কথাগুলো বলার কারণ আজ আমি তাদের থেকে অনেক দূরে। মূলত কলেজে ভর্তি হওয়ার পর থেকে হোস্টেলেই থাকি। বাড়িতে যেভাবে চলতাম এখানে তো সেভাবে চলা যায় না। আর বাড়ির মতো এত আদরও পাই না। তাই মাঝে মাঝে অনেক খারাপ লাগে। বলতে গেলে এখানে তো প্রায় বন্দিই হয়ে থাকি। শুধু কলেজে যাওয়ার সময় থেকে হোস্টেলে ফেরার সময় পর্যন্ত এই সময়টুকু ভালোই কাটে।

মনে হয় যে বাইরে গেলে একটু প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস নিতে পরি। হোস্টেলে নিজের সব কাজ নিজেই করতে হয়। মাঝে মধ্যে নিজের প্রতি নিজের অনেক মায়া লাগে। বাসার সবার কথা মনে পড়লে ইচ্ছে করে ছুটে চলে যাই। নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখতে এতটুকু কষ্ট তো করতেই পারি। পড়ালেখা করে ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারলে আব্বু আম্মুর মুখে হাসি ফোটাতে পারব। আর তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেই আমার জীবন সার্থক।

যখন আমি প্রথম আসি এই হোস্টেলে তখন নিয়মকানুনগুলো অপছন্দনীয় ছিল। এখন মোটামুটি ভালোই লাগে। দিন দিন অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। আর হোস্টেলের প্রতিও মায়া বাড়ছে। আর যখন দেখি বন্ধের দিন অন্যান্য মেয়েদের আত্মীয়-স্বজনরা আসে তখন আমার মনে একটা কথাই জাগে, আমার সাথে কি কেউ দেখা করতে আসবে না? প্রত্যেক সপ্তাহে সম্ভব হয় না, তবে আব্বু প্রায়ই আমাকে দেখতে আসেন। তখন যে এত খুশি লাগে সেটা বলার নয়। এখন বলতে ইচ্ছে করে, এই দেখ, আমারও আব্বু আসছেন আমাকে দেখতে। আব্বুর আসাটা খুশির হলেও যাওয়ার সময় অনেক খারাপ লাগে। মনে হয়, আব্বুর সাথে ছুটে চলে যাই। আর আব্বুর প্রতি সেই ছোটোবেলা থেকে আমার ভালোবাসার পরিমাণটা ছিল অনেক বেশি। আর আম্মুর সাথে তো প্রায়ই খুনসুটি লেগেই থাকত। তবে সেগুলোকে বলা যায় ভালোবাসার খুনসুটি। তবে যত কিছুই হোক আমি প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করব যাতে এইচএসসি-তে জিপিএ-৫ পেতে পারি। আমি অনেকের মুখ থেকেই শুনছি যে হোস্টেলের পরিবেশ অতটা ভালো হয় না। কিন্তু এখানে এসে দেখি পুরাটাই উল্টো। কারণ আমাদের হোস্টেল খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে এখন থাকতে থাকতে কেন জানি না এক মায়ার বাঁধন সৃষ্টি হয়েছে। আর আমার অনেক খুশি লাগছে, কারণ আমি ইদের ছুটিতে বাড়ি যাব। এর চেয়ে খুশি আর কী হতে পারে!

নামহীন গল্প

রিয়া রাণী রায়

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫০৭২

আমরা সাধারণত মানব শিশুদের প্রতি তাদের মায়ের স্নেহ, মমতা দেখি, যা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। পশু-পাখিদের মধ্যেও যে সন্তানের প্রতি মায়ের কতটা স্নেহ, ভালোবাসা রয়েছে তা স্বচক্ষে দর্শন না করলে হয়ত বোঝা যায় না।

একদিন বিকালে আমি আর আমার কয়েকজন বন্ধু মিলে একত্রে বাসায় যাচ্ছিলাম। তখন মাঝপথে একটি দৃশ্য দেখে আমরা একইসাথে অবাক ও মুগ্ধ হলাম। তখন দেখলাম একটি ছোট্ট বাচ্চা কুকুর রাস্তা পার হচ্ছিল। এমন সময় একটি গাড়ি এসে তাকে হঠাৎ আঘাত করে চলে গেল। আঘাত পাবার কারণে কুকুরটি ঠিকমতো হাঁটতে পারছিল না, আর মনে হচ্ছিল তার গলাটা কেমন যেন একটু বেঁকে গেছে। কে জানে হয়ত কুকুরটি অনেক ব্যথাই পেয়েছিল। যার কারণে সে অনেক জোরে জোরে কাঁদতে লাগল বলে মনে হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের গতিতে একটি বড়ো কুকুর এসে হাজির হলো। সে কুকুরছানাটিকে চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। পরে কেন জানি তার কাছেই দাঁড়িয়ে পড়ল এবং ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে মনে হচ্ছিল ছোটো কুকুরটি একটু স্বস্তিবোধ করল। তারপর আমরা যথারীতি বাসায় চলে গেলাম।

আসলে মা রক্ষকের মতো তার সন্তানকে রক্ষা করে। সকল মায়ের কাছেই তার শিশু যেন একটি অমূল্য রত্ন, যা সে কখনো কোনোভাবেই হারাতে চায় না।

মা

নুসরাত জাহান

রোল : ৩৭৭৫৪

মাঝে মাঝে মনে হয় যদি সময়টাকে থামানো যেত তাহলে হয়ত জীবনের এত হাজার হাজার আনন্দের মুহূর্ত কখনো স্মৃতি হয়ে পড়ে থাকত না। হয়ত প্রতিটা মানুষেরই এমন কিছু অপূর্ণতা আছে। অনেক কষ্ট আছে, যা কখনোই কারো সাথে প্রকাশ করা হয়নি। আমি তাদের মাঝেই একজন 'মা'। যে ক্ষুদ্র শব্দটা সাগর, মহাসাগর, সমুদ্রতলে ঢেউ জাগায়। সত্যিই, এত মধুর শব্দ হয়ত পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। তৃতীয় কন্যা সন্তান হয়ে পৃথিবীর আলো চোখে দেখেছি আমি। কিন্তু শুনেছি ব্রেইনে আঘাত পাওয়ার কারণে বর্ণান্ধতায় আমাকে ঠিকভাবে দেখতে পাননি মা। অতিরিক্ত অসুস্থতার কারণে আমাকে নিকট আত্মীয়ের কাছে দেখা-শোনার জন্য পাঠানো হয়। বারো বছর পর ফিরে এলাম মায়ের কাছে। মায়ের সাথে থাকতে খুব ভালো লাগত। খুব ভালোবাসতাম মাকে।

দীর্ঘদিনের দূরত্ববোধের কারণেই হয়ত কখনো মাকে জড়িয়ে ধরে বলতে পারিনি, ''মা তোমাকে খুব ভালোবাসি''। আরো দু বছর কেটে গেল। হঠাৎ আমাদের পরিবারে একটি ঝড় আসল, যে দিন জানলাম মায়ের মরণব্যধি ক্যান্সার হয়েছে। তখন থেকেই আমাদের পরিবার নিষ্প্রাণ হয়ে গেল। চিকিৎসা চলতে থাকল। আরো দুই বছর কেটে গেল। এক পর্যায়ে মায়ের চিকিৎসা শেষ হলো এবং সকল রিপোর্টই স্বাভাবিক ছিল। দুই মাস পর হঠাৎ একদিন তিনি আবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুমাসে অসুস্থতা তাকে চলাফেরার অক্ষম করে তোলে। অবশেষে হাড়, লিভার ও ব্রেইনে ক্যান্সারের প্রতিক্রিয়ার কারণে তিন দিন প্রায় অচেতন অবস্থায় মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে হয় মাকে একবার জড়িয়ে ধরি। বলি, 'মা আমাকেও নিয়ে যাও তোমার সাথে। আমি তোমার কাছে থাকতে চাই।' মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি সকল কবরবাসী আজাব কমিয়ে দিন এবং তাদের পবিত্র জান্নাত নসিব করুন। আমার সহপাঠী ও সকল পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তোমরা সকলেই মাকে ভালোবাস। মাকে ভালোবাস এবং মাকে ভালোবাস। হাজার হাজারটা পৃথিবীর মূল্যও কখনোই মায়ের মুখের হাসির সমতুল্য নয়। তাই মাকে শ্রদ্ধা কর। মায়ের সেবা কর। মাকে বল 'মা তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

মায়া

উম্মে ফয়হা
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫২১৪

নাহ, আজকে যেভাবেই হোক পড়তে বসব। যেই কথা সেই কাজ। পড়ার টেবিলের সামনে বসলাম। যেই না বইটা খুললাম তখনই শুনতে পেলাম একটি শব্দ 'ম্যাঁও'। সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, তবু এই 'ম্যাঁও' শব্দটার রহস্য সমাধান করতে পারলাম না।

ঠিক তখনই আবার শুনলাম সেই শব্দ। মনে হলো বারান্দা থেকে আসছে। বাইরে প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দার দরজা খুলে দেখি একটি বিড়াল ভিজে জবজবে হয়ে বসে আছে। বেশ সুন্দর দেখতে। আমাকে দেখে আবার খুব মায়া করে ডাকল, 'ম্যাঁও'। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কী চাই এখানে?'

সেই আগের উত্তরই পেলাম, শুধু লেজ নাড়িয়ে ন্যাকামি করাটা যোগ হলো।

আশ্চর্যের ব্যাপার আমি এত কাছে দাঁড়িয়ে আছি অথচ সে ভয় না পেয়ে দিব্যি লেজ নাড়িয়ে ঢং করে যাচ্ছে। আমি বেশ মজা পেলাম। 'দাঁড়া আসছি' বলে এক বাটি দুধ এনে তার সামনে রাখলাম। নে এটা খেয়ে নে। পুরো ভিজে গেছিস! এদিকে আয় মুছে দেই। আমি এক পা বাড়ালাম; ভয়ে সে একটু পিছিয়ে গেল। কিন্তু তাও পালিয়ে গেল না।

'আচ্ছা বাবা, ধরবো না তোকে, তুই আরাম করে খেয়ে নে দেখি'। সে লেজ নাড়িয়ে নাড়িয়ে দুধটুকু খেয়ে নিল। এভাবেই পিউয়ের সাথে আমার পরিচয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই চলে আসতো বারান্দায়। এভাবে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমাদের।

আম্মুকে বললাম, পিউকে রেখে দেয়ার জন্য। কিন্তু সব আম্মুর মতো আমার আম্মুও শর্ত জুড়ে দিয়ে বললেন, এই টার্ম পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হলেই পিউকে ঘরে থাকতে দিবে। নাহলে ওই বারান্দা পর্যন্তই পিউ থাকতে পারবে।

প্রত্যেক দিনের মতো পিউ সেদিনও এলো।

'কিরে আমার মতো বেশ স্বাস্থ্য বানিয়েছিস দেখছি। ভালো কথা, আম্মু বলেছে, আমার রেজাল্ট ভালো হলে তোকে বাসায় আসতে দিবে। তুই ঘরের ভিতর ঢুকলে তাড়িয়ে দিবে না। আমার সাথে তুই থাকবি। বুঝেছিস?'

পিউ কি বুঝলো জানি না। কিন্তু আমার দিকে মায়া করে তাকিয়ে বুঝদারের মতো বললো 'ম্যাঁও'।

রেজাল্ট ভালোই হলো। কিন্তু সেই রাতে পিউ আর এলো না। এমনতো কখনো হয়নি।

পরদিন সকালে কলেজের জন্য বের হলাম। গত রাতেও বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে তার কোনো ছাপ রেখে যায়নি। আমি রিকশা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হাঁটতে বেশ ভালোই লাগছিল।

হঠাৎ সামনে দেখলাম কাকেরা কিসের উপর যেন ভিড় করছে। একটু এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারলাম জিনিসটা আর কিছুই না। পিউয়ের থেতলে যাওয়া নিথর হলুদ, সাদা শরীরটা। হয়ত কোনো গাড়ির চাকার নিচে পড়ে এই অবস্থা। মানুষ এতো হৃদয়হীন হয় কীভাবে?

আমি পিউয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে শুধু। মনের ভেতর শুধু হাহাকার করছে। 'চলেই যখন গেলি, মায়া কেন বাড়িয়ে গেলি?'

অধরা

মামুনুর রশিদ পনেল
শ্রেণি : অনার্স ২য় বর্ষ, রোল : ১২৭৮

পাঁচ বছর আগে ঢাকায় যখন আসি প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলাম। পরিবার নয়, বন্ধু নয়, কোনো এক অধরা নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলাম। আমার এই একাকীত্বের মাঝে আমি একজনের সঙ্গ খুব পছন্দ করতাম। বয়সের পার্থক্যের কারণে আমি তাকে ভাই বলেই ডাকতাম। মাঝে মাঝে তিনি বাসায় এসে নানা বিষয়ে গল্প করতেন। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় বাইরে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতাম। এক সন্ধ্যায় তাকে ফোন দিয়ে জানতে পারলাম তার বাবা অসুস্থ, ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে। তার সাথে তার বাবাকে দেখতে গিয়ে জানতে পারলাম এখন তার শরীর আগের তুলনায় ভালো, কালই গ্রামে নিয়ে যাওয়া হবে। এর বেশ কিছুদিন পর এক সন্ধ্যায় আমি আবার তার সাথে হাঁটতে বের হলাম। অনেক দূর যাবার পর অনেক কথার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম "আপনার বাবা কেমন আছেন?" তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে খুব সরলভাবে বললেন, ''আব্বা তো পাঁচ দিন আগে মারা গেছেন।" আমি অবাক হলাম। এভাবেও কেউ বলতে পারে? স্তব্দ হয়ে গেলাম। সে রাতের গাঢ় অন্ধকারেও আমি তার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম না কী বলবো, কেমন যেন ভয়ে পুরো শরীর নিথর হয়ে যাচ্ছিল। আমি কি তাকে সান্ত্বনা দেব, নাকি ভিন্ন প্রসঙ্গে যাব, আর যদি সান্ত্বনাই দেই তাহলে কী বলে সান্ত্বনা দেব। কী হতে পারে বাবা হারানোর সান্ত্বনা? মনে হলো কেন বাবার কথা তুলতে গেলাম। হঠাৎ তিনি আমাকে আমার বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন। বাবা। আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম বাবার কথা। বাবা কী? কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। অনেক খুঁজে ফিরেও আমি তাকে কোথাও পেলাম না। কোনো সংজ্ঞাতেই তিনি আমার কাছে ধরা দিলেন না। তার শাসন যেমনি অধরা, তেমনি তার আদরও আমার কাছে অধরা। আমি তাকে কী যেন বললাম বাবার কথা ঠিক মনে নেই আমার। বাবা আমার কাছে এক মিশ্র অনুভূতি। বাবাকে কোনো বিশেষ ভাবনায় কোনোদিন আমি ভাবিনি। তাকে আমার খুব বেশি মনেও পড়ে না। কিন্তু তিনি আছেন। তিনি আমার কোথাও নেই, কারণ তিনি আমার সবকিছুতেই আছেন। তিনি আছেন নিভৃতে। আছেন আমার পাওয়া না পাওয়াতে। নিবিড় নিস্তব্ধ হয়ে তিনি মিশে আছেন আমাতে। সে রাতে হাঁটছি আমরা আরো অনেক দূর কিন্তু নিঃশব্দে। আর আজও বাবা আমার কাছে অধরাই থেকে গেল . . . .

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড

আহাদ বিন জামান
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৬১৮৩

ঘুম থেকে উঠে দেখি মা কাজে বাইরে গেছেন। বাপজান গলির বাইরে দাঁড়িয়ে রিকশার পিছনের চাকাটা ধরে কী যেন করছেন। ডাক দিলাম। শুনলেন। তার কাছে গেলাম। দেখি চাকাটা ফাটা। আবার ডাক দিলাম। ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, ''চিল্লাস কেন, কী হইছে?"

"খিদা লাগছে, ভাত রানদে নাই?"

''না, খালি খাই খাই করস। বের হইলি এখান থেইকা?"

গলির বাইরে আসলাম। বাম দিকে উঁচু দুইটা বাড়ি। নীল রঙের জামা পরা ভাই আর আপুরা দেখি সকাল সকাল ভিড় করে। পুলিশের বাঁশির শব্দ শুনলে আবার দৌড়ও দেয়। খুব হাসি লাগে তখন। একদিন দেখছিলাম এক আপু দৌড়াইতে গিয়ে পড়ে গেছিল। কী যে হাসি পাইতেছিল তখন! পুলিশগুলো মনে হয় সবচেয়ে বড়োলোক। সবাই ভয় করে। এক ভাইয়ের কাছে গেলাম। দেখলাম হাতে বড়ো একটা কেক। পা দুইটা জড়ায়ে ধরলাম। ভাই বলল, ''কী হইছে, টাকা নাই, যা ভাগ।"

"কেক দেন।"

ভাই কেক দিলো।

বড়ো কেক। আমার হাতে কেক দেখে জাহিদ কাছে আসল। জাহিদ প্রায়ই মারামারি করে। কিন্তু আমার সাথে কখনো করেনি। হাত থেকে কেক অর্ধেক নিয়ে নিল। বলল, ''গাড়িতে উঠবি?" আমি বললাম, ''হ।" কেক তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য জাহিদকে আর একটু দিলাম।

রাস্তা দিয়ে দেখলাম একটা ট্রাক আস্তে চলতেছে। আমি আর জাহিদ দৌড় দিলাম। পিছনের লোহাটা ধরে দুজনে একসাথে লাফ দিলাম। গাড়ি কিছুদূর যাবার পর নামলাম। তারপর আর একটা ট্রাক।

এইটা একটু বড়ো গাড়ি। জাহিদ আমার চেয়ে লম্বা। তাই ও পিছন দিকে লোহাটা ধরতে পারছে। আমিও ধরলাম। কিন্তু

লাফ দিতে পারলাম না। রাস্তায় পড়ে গেলাম।

আজান দিয়ে দিছে। এক আপু দশ টাকা দিছে। তাই দিয়ে আর একটা কেক কিনেছি। আর জাহিদ একটা চকলেট দিছে। আজ দুপুরটা অনেক ভালো।

ঘরে এসে দেখি মা বাসায় আসছেন। মাকে বললাম ভাত দিতে। ভাত দিয়ে বাইরে যাবে এমন সময় জাহিদের মা এসে বলল, ''তোমার ছেলেরে বসায় বসায় খাওয়াইয়ো না। এইডা বদ অভ্যাস। আমার ছেলে আজকে আমারে বিশ টাকা আইনা দিছে। মা কিছু বলতে চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছুই বের হয় না। আবার কোন বাসায় নাকি কাজ আছে, চলে গেল।

খাওয়া শেষে আবার বের হলাম। জাহিদ যদি পারে আমি কেন পারব না। ঠিক করলাম আমি মাকে আজকে ত্রিশ টাকা দেব।

কিন্তু টাকা তো কেউ দেয় না। এক বড়ো ভাইয়ের কাছে গেলাম। আমার দিকে না তাকিয়েই বলল ''খুরচা নাই, দূরে যা।" পা জড়ায়ে ধরলাম, "ভাই, পাঁচ টাকা দেন।" পা জোরে সরিয়ে নিল। আমি পাশে ছিটকে পড়লাম।

আমার চোখের সামনে তখন সাদা আকাশ। দেখলাম সূর্যটা নীল হয়ে গেছে, তারপর সবুজ। তারপর আবার নীল হয়ে গেল।

মুখে রোদের আলো এসে লাগে। পাশে মোবাইলের এলার্ম বেশ কিছুক্ষণ ধরে বাজছে। মা আমার জন্য চা আগে থেকেই বানিয়ে রেখেছে। মায়ের কণ্ঠ শোনা গেল, তাড়াতাড়ি ওঠ। কলেজে যাবার সময় হইছে। তোর বাবা আজকে তোকে রেখে আসবে।

তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নীল কলেজ ড্রেসটা পরে নিলাম।

সর্বনাশা স্বপ্ন

মোঃ নাজমুল হোসেন
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫৯২৯

বয়স ৬ বছর। হালকা পাতলা দেহের গড়ন। আর খালি পেটে স্বপ্নে ভরা মন। নাম তার রাজা। বাবা-মা তার জন্মের সময় নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন ছেলে অনেক টাকাপয়সার মালিক হবে, তাই তার এরূপ নামকরণ।

রাজার বাবা দিনমজুর, আর মা অন্যের বাসা বাড়িতে কাজ করে কোনো রকমে জীবনটুকু বাঁচিয়ে রেখেছে। বাবা-মার বড়ো আদরের ছেলে রাজা। তাই যতটুকু পারে তারা রাজার ইচ্ছাকে পূরণের চেষ্টা করে। তারা যে বস্তিতে থাকত ঠিক তার সামনেই একটি মস্ত বড়ো বিদ্যালয়। রাজা প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠে বিদ্যালয়টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে আর ওদের বয়সেরই শিশুদের গাড়িতে করে বিদ্যালয়ে আসতে দেখে। একদিন রাজার বাবা বলল, ''বাজান, তুমি কি পড়বার চাও?"

রাজা : হ আব্বা, আমিও ওগো মতন এই স্কুলে পড়ুম।

রাজার বাবা : বাজান, এই ইস্কুল আমাগের লাইগগা না। এই ইস্কুলে পড়ে সব বড়ো লোকের পোলা পাইন।

রাজা : তাহলে আমি কি পড়বার পারুম না, আব্বা?

রাজার বাবা : হ বাজান, তুমি পড়বা। তোমারে তো অনেক বড়ো হইতে হইব। আমি কাইলকাই তোমাকে আমাগো বস্তির স্কুলে ভর্তি করাই দিমু। অহন চাইরডা খাইয়া লও।

ছেলেকে আগামীর স্বপ্ন দেখিয়ে বাবা বেরিয়ে পড়ল অধিক অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে। কাল যে তার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। রাজার মার কাছে বলে গেল রাতে আসবে না সে। সকালে এসে সরাসরি ছেলেকে নিয়ে স্কুলে ভর্তি করাতে যাবে।

এক বুক স্বপ্ন আর আশা নিয়ে ওই দিন রাতে ঘুমিয়ে পড়ে রাজা। পরদিন সকালে মায়ের কান্নার আওয়াজে ঘুম ভাঙে তার। জানতে পারে গতদিন তার বাবার চলে যাওয়াই ছিল শেষ চলে যাওয়া। আর কখনো ফিরবে না। পরে জানা গেল যেখানে কাজ করতে গিয়েছিল, সেখানেই কাজ করার সময় অনেক উপর থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায় রাজার বাবা। এই শোকে বেশিক্ষণ টিকতে পারল না রাজার মাও। তিনিও চলে গেলেন না ফেরার দেশে ছেলের চোখের সামনেই। সকাল সকাল রাজা এই দুটি লাশের প্রত্যাশা করেনি। অপ্রত্যাশিত এই ঘটনাগুলো রাজাকে যেন জীবন্ত এক বোবা পাথরে পরিণত করে। বস্তিবাসীরা রাজার বাবা-মাকে বস্তির পাশের একটি কবরস্থানে দাফন করে যে যার মত কাজে চলে যায়। ঘরে শুধু রয়ে যায় সেই জীবন্ত পাথরটি। এক সপ্তাহ পর বস্তির মালিক রাজাকে বের করে দেয়। রাজা বের হয়ে আবার দাঁড়ায় সেই বিদ্যালয়টির সামনে। আর ভাবতে থাকে গতকাল দিনগুলো কী ছিল আর আজকের দিনগুলো কেমন। এত কিছু বোঝার বয়স হয়নি রাজার। পাগলের মতো রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে থাকে। হঠাৎ কালো একটি গাড়ি তাকে সজোরে ধাক্কা দেয়। তারপর . .

না রাজা মারা যায়নি। কোনোরকমে বেঁচে গিয়েছে, ফুটপাত দিয়ে তখন হেঁটে যাচ্ছিল এক হৃদয়বান ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিটি রাজাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং চিকিৎসার সকল খরচ দেন। জ্ঞান ফেরার পর রাজা জানতে পারে এসব। এতো কিছু জানার পর লোকটি রাজাকে একটি কাজ দিয়ে দেন। রাজার কাজ টোকানো। আজ থেকে সে টোকাই রাজা। আর এভাবেই বড়ো হতে থাকে রাজা।

৭ বছর পর . . . . .

রাজা এখন ১৩ বছরের এক কিশোর। প্রতিদিন সকালে একটি পুরাতন প্যান্ট আর ছেঁড়া একটি নোংরা শার্ট পরে কাঁধে বড়ো একটা বস্তা নিয়ে খালি গায়ে বেরিয়ে পরে টোকাতে। রাজা এখন অনেক কিছুই বোঝে। তার বাবা-মার মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী মনে করে। কারণ, সেদিন যদি বিদ্যালয়ের স্বপ্ন না দেখত, তাহলে হয়ত এরকমটা হতো না। কিন্তু সে জানতে চায় গরিবের কি স্বপ্ন দেখা পাপ?

পুষির লাল বল

সায়মা বিনতে রহমান বনি

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৭৯৬১

বেড়াল ছানা পুষি একদিন তার লাল বলটা নিয়ে খেলছিল। খেলতে খেলতে বলটা সে আকাশে ছুড়ে দিল। আর বলটা গিয়ে পড়ল ঝোপের ভিতর।

পুষি ঝোপের ভেতর তার বলটা খুঁজতে গেল। কিন্তু ঝোপের ভেতরে পুষি কী খুঁজে পেল জান? একটা ধবধবে সাদা ডিম। পুষি ডিমটা হাতে তুলে নিল। তারপর গেল মা মুরগির কাছে। বলল, 'দেখ দেখ, আমি তোমার ডিম খুঁজে পেয়েছি'। মা মুরগি ডিমটা দেখে খুব অবাক হলো। বলল, 'না, আমি কোনো ডিম হারাইনি। এটা আমার ডিম না।'

ঠিক সেই সময় ফট করে ডিমটা গেল ফেটে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা তুলতুলে হলুদ হাঁসের ছানা। 'আরে, এ যে দেখছি হাঁসের ছানা,' চেঁচিয়ে উঠল পুষি। 'চল চল হাঁস ছানা, আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাই।'

হাঁসের ছানা খুশিতে দুলতে দুলতে পুষির পেছন পেছন চলল। মা হাঁসের কাছে পৌঁছে পুষি বলল, 'এই নাও তোমার ছানা।'

হাঁস ছানা পেয়ে মা হাঁস পুষির ওপর মহাখুশি। সে তার ছোট্ট ছানাকে অনেক আদর করল। মা হাঁস খুশি হয়ে পুষিকে একটা লাল বল দিল। বলল, 'ঝোপের ভেতর এই বলটা পেয়েছি। এটা তোমাকে দিলাম।'

বল দেখে খুশিতে লাফিয়ে উঠল পুষি। বলল, 'ওমা, এতো আমারই বল। ঝোপের ভেতরে এটা খুঁজতে গিয়েই তো আমি তোমার সাদা ডিমটা পেলাম।'

পুষি তার বল নিয়ে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে গেল।

Karoly Takacs

(এক হাতে স্বপ্ন জয়)

প্রবল ইচ্ছা শক্তি এবং অদম্য সাহস থাকলে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। এই কথাগুলো শুধু বইয়ের পাতায় নয়, যুগে যুগে প্রমাণ করে গেছেন অনেক মহাপুরুষ। তাদের মধ্যেই একজন Karoly Takacs। তিনি ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান আর্মির সদস্য এবং একজন পিস্তল শুটার। সাল ১৯৩৬, তিনি দেশের সেরা শুটার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। জয় করেন জাতীয় পর্যায়ের নানা প্রতিযোগিতা। তবে তার স্বপ্ন তো থেমে থাকার কথা নয়। তিনি তার হাতটিকে শুধু জাতীয় পর্যায়ের নয়, বানাতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শুটিং হাত। তার লক্ষ্য ছিল ১৯৪০ অলিম্পিক গেমসে স্বর্ণপদক জয়। সাল ১৯৩৮, তিনি আর্মিদের একটি ট্রেনিং এ যোগদান করেন এবং সেই ট্রেনিং চলাকালে গ্রেনেড বিস্ফোরণে হারিয়ে ফেলেন তার সেই ডান হাত, যা দিয়ে তিনি বিশ্বজয়ের স্বপ্ন বুনতেন। অতঃপর তার সামনে দুটি পথ ছিল-

(১) হার মেনে বসে থাকা

অথবা,

(২) যা আছে তা নিয়ে কিছু করার প্রচেষ্টা করা

তিনি বেছে নিলেন ২য়টি। শুরু হলো এবার বাম হাতকে স্বপ্নের জন্য প্রস্তুত করার মিশন। এবারও তার পরিশ্রম ও সাধনা বৃথা গেল না। সাল ১৯৩৯, জিতে নিলেন জাতীয় পিস্তল শুটিং প্রতিযোগিতা। এবার তার অপেক্ষা শুরু হলো ১৯৪০ সালের অলিম্পিকের জন্য। ২য় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বাতিল হলো সেবারের অলিম্পিক। মানসিকভাবে একটু কষ্ট পেলেও আবার প্রস্তুতি নিতে থাকলেন অলিম্পিক ১৯৪৪ এর জন্য। আবারও ১৯৪৪ সালের অলিম্পিক বাতিল। অপেক্ষার প্রহর শেষে ১৯৪৮ অলিম্পিক গেমস এর সময় আসল। তখন তার বয়স ৩৮ বছর। সকলের মুখে একটি কথা এত বয়স্ক এ্যাথলেট কেমন করে প্রতিযোগিতা করবেন এই তরুণদের সাথে। প্রতিযোগিতার পূর্বে আর্জেন্টাইন শুটার Valiente তাকে বলেন "আপনি এখানে কেন এসেছেন?" তিনি বলেন, "আমি শিখতে

এসেছি কীভাবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হতে হয়।" অবশেষে ১৯৪৮ সালের অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জয় করেন এক হাতের এই বয়স্ক এ্যাথলেট। পৃথিবী বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার বাম হাতের দিকে। অবশেষে Valiente বলেন, "আপনি শিখে গিয়েছেন।" ১৯৫২ অলিম্পিক, পূর্বের সকল রেকর্ড ভেঙে টানা দ্বিতীয় বারের মতো স্বর্ণ জয় করেন Karoly। তার চোখে প্রাপ্তির আনন্দ এবং পৃথিবীর চোখে বিস্ময়। তার এক হাতের গল্প লিখল পৃথিবার হাজার হাজার হাত। উদাহরণ হিসেবে রয়ে গেলেন তাদের কাছে, যারা নানা অজুহাতে স্বপ্নকে পিছে ফেলে অজুহাতকে স্বর্ণপদক দেয়। প্রমাণ রেখে গেলেন প্রবল ইচ্ছা শক্তি এবং অদম্য সাহস থাকলে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। পৃথিবীতে যারা স্বপ্নকে হাজারো অজুহাতের মধ্যে থেকে আগলে রেখে এগিয়ে গেছেন তারাই সফল হয়েছেন। এটাই সফলতার মূলমন্ত্র। অন্যকিছু নয়।

প্রবীণ ইলিশ

আব্দুল কাইয়ুম শুভ
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৪০২৪৩

আমি ইলিশ। শুনতে তোমাদের নিশ্চয় খুব অবাক লাগছে। তাই না? কিন্তু সত্যি কি জান? আমি আসলেই একটা ইলিশ মাছ। তোমরা হয়ত ভাববে, মাছ আবার কথা বলে কেমন করে? তোমরা মানুষ জাতির প্রাণী। তোমাদের অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি। কিন্তু মাছ হয়েছি তো কি হয়েছে? আমাদের মাছদের মধ্যেও অনেক ধরনের প্রতিভা রয়েছে। যেমন ধর, খেলাধুলায় দক্ষতা, ছবি আঁকতে পারা, কবিতা লেখা, গান গাওয়া আরো কত কী। ওহ হো এত কথা বলেছি, অথচ আমার নামটাই তো বলা হলো না। আমার নাম ইলিশিয়া। আমি হচ্ছি বিজ্ঞানী মাছ। ইতোমধ্যে অনেক কিছু আবিষ্কারও করেছি। বলতে পার, এটা আমার এক ধরনের প্রতিভা। যাই আবিষ্কার করি না কেন, তোমরাতো আমাদেরকে বিজ্ঞানী হিসেবে মান্য করবে না। এমনকি বড়ো কিছু আবিষ্কার করলেও নোবেল পুরস্কার দেবে না। আমি আজ এসেছি তোমাদের মজার মজার অনেক তথ্য দেওয়ার জন্য। তথ্যগুলো তাহলে শোন।

প্রত্যেক ইলিশ মাছের নামের আগেই কিন্তু ই অক্ষরটা যুক্ত থাকে। আমার অনেক পোনা ছিল। সবগুলোর নাম মনে নেই। আর মনে থাকবেই বা কেন? সেগুলো তো ১০-১৫ বছর আগেই মানুষের পেটে হজম হয়েছে। তবে কিছু কিছুর নাম মনে আছে। ইলাসা, ইরি, ইকু, ইসার, ইলাকা, ইলিশা এদের নামই মনে আছে। তোমাদের এখন আমার জীবন কাহিনী বলব। এর মাঝেও তোমরা খুঁজে পাবে অনেক মজার মজার তথ্য।

আমি তখন ছিলাম খুব ছোটো। আমার অনেক ভাইবোন ছিল। কিন্তু জেলেরা ধরতে ধরতে আমার সব ভাইবোনকে ধরে নিয়ে গেল, বাকি ছিলাম আমরা তিন ভাইবোন। আমার অপর দুই বোন একটু বড়ো হওয়ার পরেই জেলেদের জালে ধরা পড়ে যায়। তাই আমার বাবা-মা সব সময়ই আমাকে নিয়ে চিন্তায় থাকতেন। আমার আকার ছিল তখন ছয় ইঞ্চি। আমার বাবা-মা একদিন আল্লাহর কাছে মোনাজাত করেছিলেন যে, আমি যেন বেশি বড়ো না হই। আল্লাহর অশেষ রহমত যে, এরপর আমি আধা ইঞ্চির চাইতে তিল পরিমাণও বড়ো হইনি। জান? এ পর্যন্ত মোট আট বার ধরা পড়েছিলাম। কিন্তু জেলে আমাকে আটকাতে পারেনি। কারণ আট ইঞ্চির নিচে হলে জাটকা আর জাটকা ধরলেই এখন মহাবিপদ। তাই আমি খুব সুখে আছি। আমার বয়স এখন পঁচিশ বছর। অথচ আমি এখনো কারো আহার হইনি। এ নিয়ে সারা বঙ্গোপসাগরে ইলিশ মাছদের কী হিংসা! বয়সে আমিই প্রবীণ। কিন্তু ওরা কেউ আমাকে মান্য করে না। ওরা সবাই আমাকে বেঁটে ইলিশ বলে ক্ষ্যাপাতে চায়। আমাকে কীভাবে জব্দ করতে পারে, কীভাবে জালে ফেলতে পারে, এটাই সবার চিন্তা। কিন্তু জান, কী একটা প্রবাদ আছে ''বুড়ো হয় যে, জ্ঞানী হয় সে।"

আমার বেলায়ও তাই ঘটল। আমি ওদের সব ছলচাতুরী বুঝতে পারি, তবু ওদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যাই। লাভ কিছুই হয় না। উল্টো ওরাই ফেঁসে যায়। মাছদের চোখে বেঁটে আর জেলেদের চোখে জাটকা বলে আমি জেলেদের জাল থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যাই। কী আনন্দ! কোনো ইলিশ মাছের ভাগ্যে এতদিন বেঁচে থাকা জোটে?

অনেক তো কথা হলো। এবার সবশেষে তোমাদের একটা খবর জানাই। সাগরে ইলিশ মাছগুলো যখন ধরা পড়ে, তখন জাল থেকে টানাটানি করে নেমে যেতে চায় কেন, জান? আমার মতো প্রবীণ হওয়ার জন্য। কারণ একটি প্রবীণ মা ইলিশ বছরে দশ থেকে তের লক্ষ ডিম দেয়। যা থেকে উৎপন্ন ইলিশ দেশের ঐতিহ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস।

এই শোন, তোমাদেরকে যে আমার প্রবীণ হওয়ার রহস্যটা বললাম, কাউকে বোলো না যেন, হ্যাঁ? জেলেদের কানে গেলে কিন্তু আর রক্ষা নেই। আমার জন্য দোয়া কর। যেন মরণ পর্যন্ত এ সাগরেই থাকতে পারি।

অজানা পিঁপড়া বিদ্যা

মোঃ মেরাজ হোসেন রায়হান
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫৮০৯

সুশৃঙ্খল আদর্শ একটি জাতের ক্ষুদ্রপ্রাণী হলো পিঁপড়া। যারা নিজেদের জীবন নিয়ে খুব সচেতন ও ভাবনাময়। এই জগতে এদের বয়সও কম নয়। কেননা এরা পৃথিবীর আদি প্রাণী। পিঁপড়ারা ডাইনোসরের বয়সের সমবয়সী। আজ থেকে প্রায় ১৩ কোটি বছর আগেও পিঁপড়ারা এই পৃথিবীতে ছিল। এক্ষেত্রে ডাইনোসরেরা বিলপ্ত হয়ে গেলেও এই ছয় পায়ের প্রাণী পিঁপড়ারা টিকে গেছে তাদের বুদ্ধিমত্তার কারণে। অবাক বিষয় হলো পিঁপড়াদের বুদ্ধিমত্তা এতই যে, তারা মানুষের আগে চাষাবাদ শুরু করে। হতে পারে পিঁপড়া মানুষের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান। পিঁপড়ার দেহের তুলনায় মাথা বড়ো। পৃথিবীতে প্রায় ১০,০০০ প্রজাতির পিঁপড়া রয়েছে। পিঁপড়াদের জীবন খুবই সুন্দর। এরা এক প্রজাতি অন্য প্রজাতির সাথে চলাচল করে না। আর একটি আশ্চার্যের বিষয় হলো, পিঁপড়ারা জীবনে কখনো ঘুমায় না। এরা খুবই পরিশ্রমী। এরা কঠোর পরিশ্রম করে খাদ্য সংগ্রহ করে, দৈনিক এরা কিছু খাদ্য গ্রহণ করে ও অবশিষ্ট অংশ তাদের খাদ্য গুদামে সংরক্ষণ করে, যাতে বর্ষা ও শীতে খাদ্য সংকট না হয়। এরা খাদ্য খায় না বরং খাদ্যের রস খায়। পিঁপড়া বেশ শক্তিশালী। এরা এদের দেহের তুলনায় ১০ গুণ ভারী ওজন বহন করতে পারে, যা অন্য প্রাণী পারে না।

পিঁপড়াদের দল আছে এবং সমাজ আছে। প্রতিটি দলে থাকে একটি করে রানি পিঁপড়া। সমাজে অনেক পিঁপড়ার দল থাকে এবং এসব দলে রানি পিঁপড়া রয়েছে। রানি পিঁপড়ার কাজ হলো এসব দলকে নির্দেশ করা। আর রানি পিঁপড়ার বিশেষ কাজ হলো ডিম পাড়া এবং ডিম ফুঁটিয়ে বাচ্চা বের করা। তাদের সমাজে পুরুষ পিঁপড়াদের অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। কারণ দলের পুরুষ পিঁপড়া রানি পিঁপড়ার সাথে মিলিত হবার পরপরই তাদের মৃত্যু হয়। অপরদিকে কর্মী পিঁপড়ারা অনেক পরিশ্রমী হয়। তারা শিশু পিঁপড়াদের দেখাশুনা করে। শত্রু পিঁপড়া তাড়িয়ে দেয়। তবে কর্মী পিঁপড়ারা বন্ধ্যা হয়। তাই তারা বাচ্চা ফুটাতে পারে না। তবে তারা রানি পিঁপড়ার বাচ্চাদের নিজের বাচ্চার মতো করেই লালনপালন করে।

পিঁপড়া জগতে ভিলেন চরিত্রও রয়েছে- স্লেভ মেকার অ্যান্ট নামক বিশেষ পিঁপড়া, যারা পিঁপড়ার বাসায় চুরি ও রাহাজানি করে। গোপনে অন্য পিঁপড়ার বাসায় ঢুকে পিউপা বা ঘুমন্ত পিঁপড়া চুরি করে নিয়ে যায়। তারপর নিজের বাসায় এনে সে সব পিউপা বা ঘুমন্ত পিঁপড়াদের লালনপালন করে। যখন পিউপা খুলে ঘুমন্ত বাচ্চারা বড়ো হয়ে রেরিয়ে আসে, তখন সে সকল পিঁপড়াদের সেই বাসার দাসী বানায়।

আরো একটি আশ্চর্য বিষয় যে, প্রায় ১৫ লাখ পিঁপড়ার ওজন একজন মানুষের সমান। এক একর বনভূমিতে প্রায় ৩৫ লাখ পিঁপড়া থাকতে পারে কিন্তু এক একর জমিতে গড়ে ২ জন মানুষও বাস করে না। তাই বলা চলে যে, পৃথিবীর সকল প্রাণীর চেয়ে পিঁপড়া সংখ্যায় অনেক বেশি। পিঁপড়া প্রায় ৫৫ থেকে ৭০ দিন পর্যন্ত বাঁচে।

আমাদের শিক্ষা ও জীবন ব্যবস্থা

মোঃ নূর নেওয়াজ অয়ন
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৯২০৬

শিক্ষা হলো মনের চোখ। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি শিক্ষায় শিক্ষিত সেই জাতি উন্নত। আমাদের দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করার লক্ষ্যে সকল সময়ই সকল সরকার বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি বা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। যুগে যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নত থেকে উন্নততর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যুগের ধারাবাহিকতায় শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আমাদের কী শিক্ষা দেয়? দাদাদের কাছ থেকে শুনেছি, শিক্ষক ও ছাত্রের কথোপকথন,

শিক্ষক : রহিম পড়া হয়নি কেন?
ছাত্র : স্যার বাতিতে ত্যাল ছিল না।
শিক্ষক : সকালে কি করলি?
ছাত্র: ছাগল মাঠে দিতে গেছিলাম।
শিক্ষক : স্কুলে আসতে দেরি হলো কেন?
ছাত্র : স্যার পানতা খেতে দেরি হয়ে গেছে।

তখনকার দিনে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক বা শিক্ষকের শিক্ষার অবস্থা তদ্রুপ ছিল।

বাবার কাছে গল্প শুনেছি, ছাত্র পড়া মুখস্থ করত কেমন ভাবে? ধরা যাক, পৃথিবী কমলা লেবুর মত গোল; অর্থাৎ সঠিকভাবে Syllable ভাগ না করতে পারায় এমনটি ঘটছে।

বর্তমানে MCQ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী Basic জ্ঞান না থাকায় পড়ে গল্প সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় এমনটা ঘটছে কি?

প্রশ্ন : (MCQ) বাংলাদেশের রাজধানীর নাম কি?

উত্তর : ক) ঢাকা খ) রাজশাহি গ) বরিশাল ঘ) চট্টগ্রাম

ছাত্র মুখস্থ করছে MCQ প্রশ্ন, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা, রাজশাহি, চট্টগ্রাম, বরিশাল। ঢাকায় গোল দিতে হবে। এভাবে শিক্ষা অর্জন করে বা মুখস্থ বিদ্যা দিয়ে কী হবে, সেটাই জিজ্ঞাসা।

আমাদের দেশের মেধাবী শিক্ষার্থী সংখ্যা বিরাট। মেধাবী শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মতো শিক্ষার্থীরাও মনে করে কোনো রকমে যদি ভালো চাকরি নিয়ে বিদেশে যেতে পারি, তবে জীবন ধন্য। কারণ ভালো বেতন মান-মর্যাদা, নিরাপত্তা সব কিছুই ভালো। দেশে ভালো চাকরির সুযোগ নেই। সব ক্ষেত্রেই মামা/চাচা/খালুর দৌরাত্ব। সকল শিক্ষার্থীর ওই গুণাবলি থাকে না, তাই সোনার হরিণের মত যদি একবার চাকরি নিয়ে বিদেশ যাওয়া যায়, তবে জীবনে আর দুশ্চিন্তা থাকে না।

আমার জিজ্ঞাসা, আমাদের দেশের তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীরা যদি আমাদের দেশকে উন্নত বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তাদের মেধা, শ্রম দেশের কাজে ব্যয় করলে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে। সেইরূপ পরিবেশ যদি দেশে তৈরি করা যায়, তবে আমাদের দেশ উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।

একা

আমিরুল আইচ আমির
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৬১৭৪

জীবনে নাটকের অভিনয়ে মিথ্যা অভিনেতার মতই অভিনয় করে যাচ্ছি

কে আমি? কী চাই আমি?
তোমরা কি কেউ জানো?
হুহ, আমার আমি (নিজ) সত্তাইতো জানি না।
তাহলে তোমরা কী করে জানবে?

আজ আর্তনাদের মতো বলছি, শুনবে !
কে আমি?

(ভাবছ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনব। বলো। যদি না শুনতে চাও তাও আমি-আজ বলব।)
আমিও একটা মানুষ। কিন্তু ৮ বা ১০ জনের মত নই আমি,
নির্বোধ একটা মানুষ।
নির্বোধ কেন এটাইতো প্রশ্ন তোমাদের। তাই না?
আমার জীবনটা বড়োই এলোমেলো। এলোমেলো স্বপ্নগুলোও। কোনো কাজেই স্বাধীনতা নেই। সব কিছুতেই জবাবদিহি করতে হয় নিজের কাছে। কারণ, আমার অভিভাবক আমি নিজেই।
আমি মনের দুঃখ কারো সাথে শেয়ার করতে পারি না। ডায়েরিতে লিখতেও ভয় হয়। আমার নিজস্ব বলতে কিছু নেই। সেজন্য অনেক কিছুই ডায়েরিতে লিখি না।

কলেজ ছুটির পর বাসায় আসি মন ভালো করার জন্য। কিন্তু তাও সম্ভব হয় না। নিজের সাথে ব্যর্থ প্রতিদিনের রুটিন নিয়ে। অসহ্য হয়ে গেছি এই জীবনটা নিয়ে। বিষন্নতা জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। তাই আমি সবসময় খুশি থাকার চেষ্টা করি। কারণ আমি মনে করি; আনন্দ করার একটাই সূত্র, যা দেখবে তাতেই শিশুর মত হেসে উঠবে। আজ আমি নিজের সুখেও হাসি, আবার দুঃখেও হাসি। তাই আমি আজ নির্বোধ একজন মানুষ।
আসলেই কি আমি নির্বোধ?

আজ আবারো আর্তনাদের মতো বলছি, শুনবে!

কী চাই আমি?

আমি চাই স্বাধীনতা। অন্যের কাছে নয়, নিজের কাছে। আমি আমার অন্যায়ের সাথে প্রতিবাদ করতে চাই। আমি আমার অহংকার আর মিথ্যাগুলোকে ধ্বংস করতে চাই। চাই সত্যের পথে চলতে। শাসক নয়, সংগ্রামী হতে চাই আমি।

আমি দরিদ্র মানুষদের সাথে মন খুলে কথা বলতে চাই।

চাই রাস্তার পাশে দাঁড়ানো অসহায় শিশুগুলোর পাশে দাঁড়াতে। আমি চাই একটি শিক্ষিত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। চাই শান্তিপূর্ণ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে।

আমি আমাকে প্রশ্ন করি, দিবে আমায় এই স্বাধীনতা?

আমার আমি, আমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আমাকেই বার বার প্রশ্ন করে, তুমি কি একা?

তাই আমি আমার 'আমি'-র কাছে উত্তর না পেয়ে তোমাদের কাছে প্রশ্ন করি।

আমি একা,

আমরা সবাই নিজ নিজ একা,

কিন্তু আমরা সবাই একসাথে হয়েও কি একা?
আমরা কি পারি না আমাদের দেশটাকে শিক্ষিত, সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ আর সুন্দর করতে?

দার্জিলিং ও ভুটান- হিমালয়ের দুই কন্যা

মো. শামীম মোল্লা
রোল নং বিবিএ-৩১৯
বিবিএ প্রফেশনাল, ৪র্থ বর্ষ, ৮ম সেমিস্টার

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাহিরেও শিক্ষার আরেকটি জগৎ আছে। এই বিশ্বের পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শিক্ষার আলো। তাই এই বাহির জগতের শিক্ষার আলোর প্রয়াসে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিৎ তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের দেশে-বিদেশে ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়া। ঢাকা কমার্স কলেজের ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের পক্ষ হতে প্রত্যেক বছরই নিয়মিতভাবে বিবিএ প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক ট্যুরের ব্যবস্থা করা হয়। যার অংশ হিসেবে আমরা ইতঃপূর্বে বাংলাদেশের আকর্ষণীয় স্থানসমূহ যেমন: সাজেক ভ্যালি, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্টমার্টিন, রাতারগুল, বিছানাকান্দি, শ্রীমঙ্গল, সোনারগাঁ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি। সার্ক ট্যুরের অংশ হিসেবে এ বছর আমাদের বিবিএ ৮ম ও ৬ষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের জন্য ৯ দিনের এমনই একটি স্টাডি ট্যুরের সুযোগ করে দিয়েছিলেন আমাদের প্রাণ প্রিয় স্যার বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ। সিদ্ধান্ত হলো দার্জিলিং ও ভুটান নিয়ে একটি স্টাডি ট্যুর করার। যেহেতু দেশের বাইরের ট্যুর অনেক ফর্মালিটি ছিল। স্যারের ব্যক্তিগত সহযোগিতায় সকল ফর্মালিটি শেষে আমরা ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের অপেক্ষায়। দেখতে দেখতে সেই দিন এসে গেল। বাপ্পি, জুয়েল এবং আমি একসাথে কল্যাণপুরের উদ্দ্যেশ্যে যাত্রা করলাম। আমরা ছিলাম ১৫জন। আর সাথে সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন ড. কাজী ফয়েজ স্যার ও স্যারের বড়ো ছেলে ইয়াশমু এবং হ্যাভেন টাচ্ ট্যুরিজম কোম্পানির এমডি শ্রাবণ ভাই। শ্যামলী বাস কাউন্টারে একে একে সবাই এসে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ স্যারের আগমন আমাদের উচ্ছ্বসিত করল। আমরা কল্যাণপুরে শ্যামলী বাস কাউন্টারে বাসের অপেক্ষায়। সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় বাস ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে বাস একটু লেট করে। তাই বাস ছাড়তে ছাড়তে রাত সাড়ে ৮টা বেজে গেল। বাস চলা শুরু করল। কোথা থেকে কেমন যেন বেশ আনন্দ অনুভব করলাম। এই প্রথমবারের মত দেশের বাইরে যাব। তাও আবার স্টাডি ট্যুরে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা সবাই আনন্দে মেতে উঠলাম। আবেগে আত্মহারা অনেকে। সারা রাত জেগে থাকলাম কখন লালমনিরহাটের বুড়িমারি আসবে। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে আমরা লালমনিরহাটের বুড়িমারি বর্ডারে এসে পৌঁছলাম। সেখানে ইমিগ্রেশনের জন্য আমরা অপেক্ষারত। ইমিগ্রেশন শেষে আমরা ভারতের মাটিতে প্রথম পা রাখলাম। ভারতের চেংড়াবান্দা বর্ডার, এখানেও ইমিগ্রেশনের কাজ আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে আবার শ্যামলী বাসে চড়ে শিলিগুড়ি পৌঁছলাম। ওখানে একটি খাবার হোটেলে খাওয়াদাওয়া শেষে জিপে চড়ে আমরা দার্জিলিং-এর পথে। তখন সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল। পাহাড়ি পথ। পথের দুপাশে বন। আমরা সমতল থেকে উপরে উঠছিলাম। একটু একটু করে পাহাড়ের আয়তন বেড়েই চলেছে। দেখতে দেখতে ঠিক ৫টার মধ্যে আমরা মিরিক লেকে এসে পৌঁছলাম। মিরিক লেকে কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি করে আমরা নিজ উদ্যোগে সেখানের স্পেশাল খাবার মম খেলাম। এছাড়াও বনকুল, চাওমিন খেলাম। তারপর আবার পথ চলা শুরু। দার্জিলিং আর বেশি দূরে নয়। ঠিক রাত ৮টায় দার্জিলিং পৌঁছলাম। সেখানে গারোদা নামের একটা হোটেলে উঠলাম। হোটেলটি মানসম্মত ছিল। তাই আরো ভালো লাগা কাজ করল। ঠিক ২৪ ঘণ্টার সফর। ক্লান্তি কাজ করছিল খুব।

আর তার চেয়ে বেশি কৌতূহল। তাই আমরা হোটেলে ব্যাগ রেখে দার্জিলিং এর আঁকাবাঁকা পথে বেরিয়ে পড়লাম। তখন ঘড়িতে সময় রাত নয়টা। তেমন কোনো শপ খোলা ছিল না।

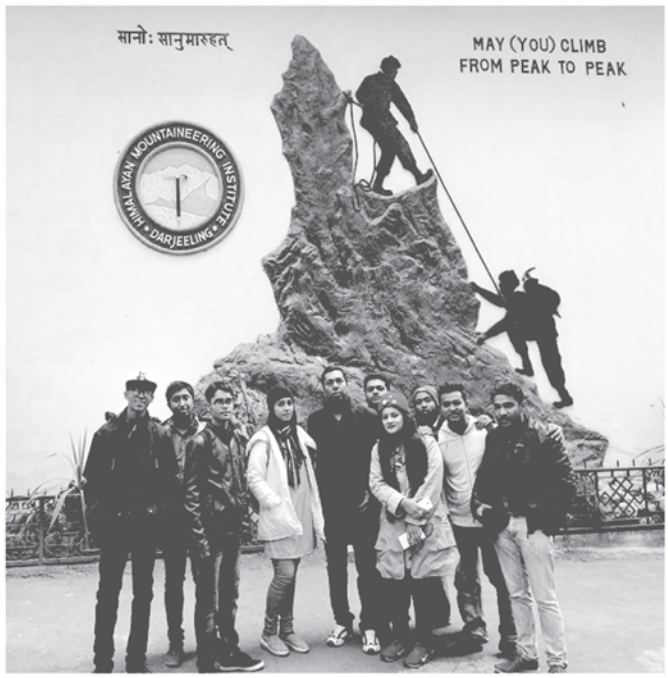

দার্জিলিং-এ অবস্থিত 'হিমালয় মাউনটেইনারিং ইন্সটিটিউট'-এ বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদের সাথে সার্ক ট্যুরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ

যেগুলো ছিল সেগুলোতেই আমরা ভিড় করলাম। কিছু কেনাকাটার পর আবার হোটেলে ফিরে আসলাম। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষে দারুণ একটা ঘুম হলো। আমরা পরদিন সকালে উঠে ঘুরতে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা জিপে করে প্রথমে জাপানিজ টেম্পলে গেলাম। অসাধারণ একটা টেম্পল। তারপর পদ্মাজায় নাইডু হিমালয় জ্যুলজিক্যাল পার্ক। তারপর রক গার্ডেন। রক গার্ডেন একটা ছোটো পাহাড়ি টিলার মতো। সেখানে পাহাড়ি টিলায় ওঠার সুব্যবস্থা আছে। শুধু ৫০ রুপি দিলেই সেই টিলাতে ওঠা যায়। আমাদের বন্ধু বাপ্পি ও শাওন প্রথম এই পাহাড়ি টিলাটি জয় করল। আমিও হয়ে উঠলাম পাহাড়চারী। আরো অনেকেই উঠল। ওই দিনের মতো ঘুরাঘুরি শেষ। আমরা হোটেলে ফিরে আসলাম। তারপর সন্ধ্যায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম শপিং করতে। সেখানে মল মার্কেট অনেক বিখ্যাত। আমরা মল মার্কেটে অনেক ঘুরাঘুরি করলাম। বিগ বাজার থেকে অনেক চকলেট, কসমেটিকস ইত্যাদি অনেকে কিনল। ঠিক ৯টা-সাড়ে ৯টায় হোটেলে ফিরে এসে ডিনার শেষ করলাম। তারপর পরদিনের অপেক্ষা। পরদিন ছিল চ্যালেঞ্জিং। স্যার বললেন, আমরা ভোর ৪.৩০টায় টাইগার হিলের পথে যাত্রা করব। শুনেছি টাইগার হিল থেকে নাকি হিমালয়ের পাহাড়ের কাঞ্চনজঙ্ঘার অপার সৌন্দর্যের দেখা পাওয়া যায়। যাই হোক আমাদের দুর্ভাগ্য অনেক অপেক্ষার পরও আমরা এর দেখা পেলাম না। তারপর টাইগার হিল ত্যাগ করলাম। হোটেলে ফিরে এসে ব্যাগ নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। পথিমধ্যে দার্জিলিং-এর মনোরম টি গার্ডেনে গেলাম। সেখান থেকে অনেক রকমের চা সংগ্রহ করলাম। দার্জিলিংয়ের সজ্জিত রাস্তা দুপাশে ফুলের টব দেখলেই মন ভরে ওঠে। আরো বেশি সৌন্দর্যের সন্ধানে আমরা দার্জিলিং ত্যাগ করে এবার ভুটান যাবার পথে। ইমিগ্রেশনের জন্য ৪টার মধ্যে ভারত-ভুটান বর্ডার জয়গাঁ পৌঁছাতে হবে। ৬০-৮০কিমি ঘণ্টা বেগে জিপ ছুটে চলল। আমাদের জয়গাঁ পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। তাই রাতে জয়গাঁ থাকতে হলো। ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ করে আমরা হোটেল হিলভিউতে উঠলাম। এই হোটেল থেকে দুপা বাড়ালেই ভুটানের ফ্রুয়েন্টসলিং। একটা অবাক করা বিষয় এই যে জয়গাঁ আর ফ্রুয়েন্টসলিং-এর মাঝে আকাশ পাতাল তফাৎ। আমরা পরদিন সকালে ভুটান বর্ডারের মেইন গেট দিয়ে ফ্রুয়েন্টসলিং এ এলাম। এখানে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো ইমিগ্রেশনের কাজে। আমরা এই ফাঁকে চারিপাশটা ঘুরে বেড়ালাম। এখানে নিয়মটা অনেক ভিন্ন। এই প্রথম বুঝতে পারলাম বিদেশে এলাম। এখানে রাস্তায় কেনো চিপ্সের প্যাকেট ফেললেও ৫০০ রুপি ফাইন গুনতে হয়। কোনো হর্নের শব্দ নাই। পথে পারাপারের জন্য জেব্রাক্রসিং ব্যবহার করতে হয়। অসাধারণ একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে তাদের জীবন যাত্রা। ব্যাপারটা খুব ভালো লাগল। মনে হলো আমার এই বাংলায়ও যদি এমন ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু এই

ভুটানের দোচুলা পাসের 'হিমালয় ভিউ পয়েন্টে' বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদের সাথে সার্ক ট্যুরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ (পিছনে হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য, যা ছবিতে খুব একটা স্পষ্ট নয়)

জনসংখ্যা বহুল দেশে এটা মোটেও সম্ভব না জানি। ভুটানের জনসংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। আর আমরা তো ১৭-১৮ কোটি। যাই হউক তারপর আমরা ২৫ সিটওয়ালা একটা বাসে গন্তব্যস্থল ভুটানের থিম্পু। ভুটানের রাজধানী থিম্পু। ভুটানেও পাহাড়ি পথ। সম্পূর্ণ দেশটাই পাহাড়ের ওপর। এখানে শীত দার্জিলিংয়ের চেয়ে একটু বেশি। মাইনাসও থাকে মধ্য রাতে। আমরা রাত ৮টায় থিম্পু পৌঁছলাম। এখানে বাসের স্পিড ঘণ্টা প্রতি ২৫-৩০ কিমি। থিম্পু শহর খুবই পরিপাটি। কোথাও কোনো ময়লা আবর্জনার চিহ্নটুকু নাই। আমরা হোটেল তাকতসাং নামক একটা মনোরম হোটেলে উঠলাম। এখানকার খাবার-দাবার অনেক ভালো। মনে হচ্ছিল মায়ের হাতের রান্না। খাওয়াদাওয়া শেষে আমরা আশেপাশে একটু ঘোরাফেরা করলাম। নিরাপদ একটা শহর। শুধু কুকুরের ভয় এখানে একটু বেশি। পরদিন সকালে আমরা শহর পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা বুদ্ধা পয়েন্টে গেলাম। এখানে গৌতমবুদ্ধের বিশাল আকারের মূর্তি পাহাড়ের শীর্ষ বিন্দুতে। তারপর আমরা ভুটানের রাজার বাড়ি, পার্লামেন্ট হাউস দেখলাম। আরো দেখলাম থিম্পু শহরের ভিউ পয়েন্ট। তারপর পরদিনের যাত্রার প্রস্তুতি। পরদিন সকালে আমরা পারো যাব। পথে আমরা ভুটানের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন জায়গা পুনাখার দোচুলা পাস মিস করলাম না। দোচুলা পাস হচ্ছে ভুটানের সবচেয়ে উঁচু জায়গা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪ হাজার ৭০০ ফুট উঁচুতে এটা। এখান থেকে হিমালয়ের ৭টি শৃঙ্গ দেখা যায়। আমরা পুনাখা যাওয়ার পথে স্বাভাবিকভাবেই দোচুলা পাসে নেমে পড়লাম। দারুণ জায়গা। আর আমাদের সাত কপালের ভাগ্য যে আমাদের হিমালয়ের সেই শৃঙ্গগুলো দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। সত্যি বলতে এমন সৌন্দর্য আমার চোখ আর কোনো দিন দেখিনি এটা নিশ্চিত। টাইগার হিলের সৌন্দর্য এখানে ম্লান হয়ে যায়। দোচুলা পাসে না এলে মনে হয় জীবনে কিছু একটা অপূর্ণ রয়ে যেত। দোচুলা পাসের মুগ্ধতা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। তারপর আমরা আবার পারোর পথে। পথিমধ্যে ভুটানের একমাত্র এয়ারপোর্ট পারো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটি দেখলাম। পারোতে আমরা সিটি হোটেল নামে একটা হোটেলে উঠলাম। তারপর আমরা টাইগার নেস্ট-এ যাবার চেষ্টা করলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। তাই আর টাইগার নেস্ট দেখার সৌভাগ্য হলো না। পারোতে সেদিন রাতে অনেক মজা করলাম। যা আমি কখনো ভুলতে পারব না। শান্ত ও মনোরম শহর পারো। পারোর বুক চিরে স্বচ্ছ পানির নদী। কী অসাধারণ একটা জায়গা! যেন কোনো এক স্বর্গসোপান। অনেক ঘোরাঘুরি করলাম। তবে মনে মনে কষ্ট হচ্ছিল পরদিন পারো ত্যাগ করতে হবে একথা ভেবে। পরদিন সকালে আমরা পারো থেকে জয়গাঁর পথে যাত্রা করলাম। বিকাল ৪টার মধ্যে বর্ডার পাস করতে হবে। আমরা যথাযথ সময়ের মধ্যে জয়গাঁ এসে পৌঁছলাম। সকলের মনে একটা বিষণ্নতা কাজ করল এই ভেবে যে ট্যুরটা শেষ, এখন যাবার পালা। ঠিক শেষ মুহূর্তে প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ স্যারের সকলকে পিৎজা খাওয়ানোর ইচ্ছাটা আমাদের ট্যুরটাকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলল। জয়গাঁর সেদিনের ডমিনোজ'র পিজা পার্টির বিষয়টা অনেক দিন মনে গেঁথে থাকবে। ধন্যবাদ স্যারকে এমন একটি পার্টির জন্য, এমন একটি ট্যুরের জন্য, আর এত ভালোবাসা দেবার জন্য। পরদিন জয়গাঁ থেকে সোজা বর্ডার পার করে বুড়িমারি। বুড়িমারি থেকে আমরা এসে যার যার বাড়ি। ট্যুরটা এখানেই শেষ। তবে কিছু কথা। আজ নিজেকে অনেক ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। মহান সৃষ্টিকর্তার অপার কৃপা যে এমন একটা স্টাডি ট্যুরের অংশ হতে পেরেছিলাম, যা আমার সারা জীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। জীবনে অনেক দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করার সুযোগ পাব হয়ত। কিন্তু কিছু প্রিয় মুখ, বন্ধু-বান্ধুবী আর আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ স্যারকে অনেক মিস করব নিশ্চিত। এই ট্যুরটা অনেক আবেগের তাই অনেক কিছু লেখার থাকলেও সবকিছু আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আর কোনোদিন এমন একটা ট্যুর পাব না জানি তাই আবেগটা অনেক। এটাই আমার বিবিএ পড়াকালীন শেষ ট্যুর এ কথাটা ভাবতে মোটেও ভালো লাগছে না। তবু কিছু করার নেই। আর অল্প কিছুদিন। তারপর বিবিএ শেষ। ঢাকা কমার্স কলেজের সাত-সাড়ে সাত বছরের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে এই সার্ক ট্যুরটি।

Just a Dream

Saimun Sajid Prinon
Class : XI, Roll : 39419

He woke up suddenly. He looked around. His eyes began to adjust to the dark. Nothing out of the ordinary. The same room he's been accustomed to seeing for the past 10 years. He looked at the clock. 3 a.m. He wanted to be a sound sleeper.

What's with the heat? He looked up. The fan's not moving. Must have been load shedding, he thought. He tried to sleep. He had college the next day, and the last thing he needed was to stay awake.

Tap, tap, tap, tap.

What is that?

Tap, tap, tap, tap.

Who left the water tap running? He used to live alone. He must have left it running before sleeping. He got up from the bed. The washroom was dark. He turned off the water tap. He looked at the mirror and saw a shadow moving from his eye corner. He turned around and saw nothing. Must have been my imagination, he thought. He walked out of the washroom but then he saw the shadow moving again. He was starting to get nervous. Who's there? he shouted.

No answer.

I must be losing it, he said, and then he heard a sound. It sounded like something cracking and the sound was coming from the washroom.

What the hell? he said and walked into the washroom. Nothing was there. He looked at the mirror and what he saw was enough to freeze his blood in place.

He saw himself, or more like a grotesque version of himself. His face was smeared with blood. His mouth was stitched together which formed a distorted and blood curdling smile. His eyes were dark, and they were dark as night. He didn't know how long he had been staring into that thing. He started thinking if this was a hallucination until it jumped out of the mirror towards him.

He woke up with a scream. He looked around catching his breath. He was in his bed room. It was 3 a.m. Just a dream, he thought. The fan was not moving. Must be a coincidence, he thought. But then he heard a sound which made him completely frozen in place.

Tap, tap, tap, tap.

The water tap was open.

Miss Fortune

Arnan Bonny Adhicari
Roll: 38347

Everyone knew her by the name Miss Fortune as her life was a series of events which were only mere dreams of the common. Or so everyone thought. Born in a house where squabbles between her parents as a daily scene, and family disputes, financial instability were an engraved part of her life. It was safe to say that she didn't have a pleasant childhood. Year after year it was all the same. As time passed, at one point, when she was around fifteen, her life came to a turning point as she was forced to live in a hostel due to her parents' inevitable separation. And due to disputes, her relatives and neighbours were not exactly willing to take her in, they hardly cared her at all. To them, she was nothing but a lost cause. At the time even though fear, insecurity, uncertainty left her vulnerable as it would to any fourteen to fifteen year old, her strive showed her a way to survive and at the same time to maintain her education. She started doing petty chores time to time for the hostel in exchange for her food and shelter. And did a part time job in a clothing store to meet her necessities. That is where she first learnt the concept of business and also found her passion for designing. Gradually, she entered college and university and excelled. And with an internship in designing, she opened her own fashion house. With time and a number of failed attempts, her business grew as she was an independent fashion entrepreneur. Now, she is a role model for many. And after all the hardships she went through, the society would label her as 'Lucky'. People try to uplift their pride by terming the hard work of others as fortune. Her success did not materialize out of thin air. If only people could see the number of hours and the amount of obstacles one has to overcome to achieve success. But it seems blindness is not only an impairment of the body as people continue to label her as Miss Fortune.

কবিতা ও ছড়া

সূচি

- দৃপ্ত শপথ ▸ মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
- রূপসী বাংলা ▸ তারিক আহমেদ
- বৃষ্টি ভেজা দিন ▸ শাদমান সাকিব
- আমার অস্তিত্ব ▸ জাহান আরা মরিয়ম সেহরী
- বঙ্গবন্ধু ▸ সৌরভ বণিক
- স্বাধীন বাঙালি নারী ▸ উম্মে সুমাইয়া জয়া
- আমার মা ▸ মুক্তা মনি আক্তার
- দাবার চাল ▸ উম্মে আফসানা আফরিন
- শেখ মুজিবুর রহমান ▸ ইশরাত জাহান আমিনা
- রূপসী বাংলাদেশ ▸ সায়মা বিনতে সিদ্দিকী
- স্বপ্ন কথার গাঁথুনি ▸ বিজয় সূত্র ধর
- ঘরকুনো আমি ▸ সিদ্রাতুল মুনতাহা
- স্রষ্টার সৃষ্টি ▸ মোঃ মুরাদ হাসান
- বীরের আত্মত্যাগ ▸ মাহমুদা আক্তার অনি
- বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে ▸ খাদিজা মৌরি
- মা ▸ ছামছিয়া খান
- বাঁচার আকুতি ▸ ফাহাদ আজম নয়ন
- স্বাধীনতার জয় ▸ এস. এম. তাহ্‌সিনুল ইসলাম
- আগন্তুকের সাথে ▸ অভি মালাকার
- ব্যস্ত শহরে ▸ গোলাম তামজিদ খান
- ছেলেবেলা ▸ মোঃ জায়েদ
- শরৎ রানির আগমন ▸ শাহনেওয়াজ হোসেন পল্লব
- জীবনটা কী? ▸ ফারজানা ইয়াসমিন রিয়া
- আমার মা ▸ সাদিয়া আলম
- আমি ▸ ফাতেমা তুজ-জোহরা
- মেঘনার মাঝি ভাই ▸ সামিউল আলম রাজু
- মজনু ▸ মুহাম্মদ আব্দুল করিম
- Everything Will Be Alright ▸ Md Mahinur Rahman Nayem
- A Teacher ▸ Sayma Binte Bashar

দৃপ্ত শপথ

মুহাম্মদ আশরাফুল করিম
গ্রন্থাগারিক, ঢাকা কমার্স কলেজ

ওগো পিতা, তোমার সামনে
অশ্রু বিসর্জন দিতে আসিনি আজ।
কোনো অভিযোগও নেই আমার
ক্ষমা চাইতেও আসিনি আজ,
এসেছি, তোমায় অভিবাদন জানাতে।

ভাষা আন্দোলনে কারা অন্তরালে থেকেও
তোমার সরব উপস্থিতি
উদ্দীপিত করেছে আমাদের,
ছেষট্টির ছয়-দফা দিয়েছে লড়াইয়ের কেন্দ্র,
আগরতলা মামলায় উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান
সে তো তোমারই জন্য।

ওগো পিতা, এখনো জাতি উদ্দীপ্ত হয়
তোমার সেই কাব্যময় ভাষণে-
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

তোমারই ডাকে অজস্র বাঙালির রক্তে স্নাত হয়ে
জন্ম নিয়েছে যে বাংলাদেশ
আজ আমরা এসেছি
সেই দেশ গড়ার দৃপ্ত শপথ নিতে।

জাতি তোমাকে দিয়েছে জনকের আসন
তোমার দানের কাছে তা নিতান্তই তুচ্ছ।
তুমি দিয়েছ স্বদেশ
জাতি পরিচয়ের একটি দেশ, বাংলাদেশ।

চেয়ে দেখ পিতা,
আজ আমাদের সন্তানরাও তোমাকে
অভিবাদন জানায় 'বঙ্গবন্ধু' বলে।
'জয় বাংলা'র দৃপ্ত স্লোগান তাদের চোখে মুখে।

আজ আমরা আর তলাবিহীন ঝুড়ি নই,
ভয় পাই না কোনো রক্তচক্ষুকে।
দেখে যাও পিতা তোমার দ্বিতীয় বিপ্লব,
কেমন করে আজ উন্নয়নের সোপান হয়ে এসেছে।

তোমাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন, ওগো পিতা-
তোমারই ত্যাগে, তোমারই দানে মাথা উঁচু করে
বিশ্বের দরবারে উড়াই লাল-সবুজ পতাকা।

বৃষ্টি ভেজা দিন

শাদমান সাকিব
রোল : AM ৪৬৫

নৃত্যপটীয়সী বৃষ্টি তুমি
নাচ অবিরল
নূপুর ছাড়া ঘুঙুর ছাড়া
সুরের কল্লোল।
পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়ে
করছ বিমল
ঘাসগুলো সব ভিজে কেমন
স্নিগ্ধ মখমল।
বৃষ্টি পেতে নদীর ছোঁয়া
পথ খোঁজে নির্মল।

আকাশ ভাঙা বজ্রনাদ আর
বিদ্যুৎ চঞ্চল
খিল দিয়ে কেউ ঘরের দুয়ার
ভাবে অমঙ্গল।
কাদামাখা পথঘাট
ভীষণ পিছল
একটুখানি বেখেয়ালে
প্রপাত ধরণীতল।

দস্যু ছেলে বেরিয়ে পড়ে
হাতে নিয়ে বল
খেলায় খেলায় উঠছে মেতে
আনন্দের কলরোল।
মাছ শিকারে কতক জোয়ান
কত তাদের ছল
কেউবা হাতে কোচ-জুতি নিয়ে
দাঁড়িয়ে নিশ্চল।

উড়াউড়ি বন্ধ করে
পাখপাখালির দল
আশ্রয় আশায় খুঁজে নেয়
গভীর জঙ্গল।

সূর্যি মামার ভীষণ তেজ
শক্তিতে প্রবল
বৃষ্টি আজ করল তার
শক্তি বেদখল।

আজ বোধহয় থামবেই না
বৃষ্টি-বাদল
অঘ্রান বাতাস আনছে ডেকে
মেঘের শতদল
অদিতির অরণ্য তাই আজ
বৃষ্টির করতল।

রূপসী বাংলা

তারিক আহমেদ
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮৪০৪

দিগন্তে চাঁদ উঠেছে
সুন্দর জোছনা ছড়ায়
মা এসে চুপটি করে
শিশুকে ঘুম পাড়ায়
এ দৃশ্য আজো জেগে ওঠে
প্রতি গ্রাম বাংলার ঘরে।
চাঁদ সাঁঝের সময়
ওঠে আকাশের পরে।

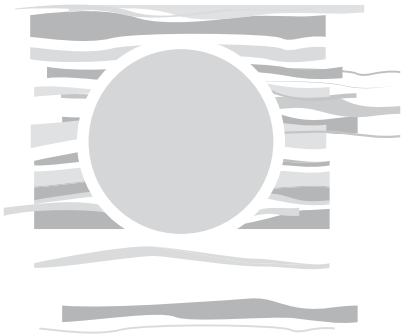

আমার অস্তিত্ব

জাহান আরা মরিয়ম সেহরী
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮০৪৭

কী আমার পরিচয়?
আমি তো ছিলাম ওখানে
আমি তো ছিলামই।
সেই ছোট্ট দেশটির
দক্ষিণাঞ্চলে।
সেই ছোট্ট নদীর কিনারায় ওঠা
ছোট্ট একটি ঘরে।
আমি তো ছিলাম
আর আমিই এর প্রমাণ নই
প্রমাণ আছে ছোট্ট গ্রামের
ছোট্ট ছুটন্ত বালক-বালিকারা।
আমি ওখানে একা নই
আছে তো অনেকেই
আর তার প্রমাণ আছে
সেই পালন্ত কুকুরের ছানা
আমি তো ওখানে ছিলাম
থাকতে চাই সেই ছোটো গ্রাম
সেলিমপুরে।
যেই গ্রামখানার অবস্থান
ছোট্ট দেশের নদীর পাড়ে
আমি তো থাকতে চাই
বরিশালে।

বঙ্গবন্ধু

সৌরভ বণিক
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৯৫০৮

তিনি ছিলেন বাংলাদেশের
স্বাধীনতার অগ্রনায়ক
তিনিই সেই স্বাধীন
এক বাংলাদেশের পরিচায়ক।

তিনি ছিলেন বাঙালির প্রাণে
স্বাধীনতার নতুন আশা
তিনিই যেন তাদের মনে
দেশের জন্য ভালোবাসা।

তিনি ছিলেন দেশের জন্য
স্বাধীনতার ফোটা ফুল
তাঁরই ডাক বাঙালি হলো
স্বাধীন হতে এত ব্যাকুল।

তিনি ছিলেন স্বাধীনতার
বাঙালির সেই মহান কবি
তিনিই আমাদের প্রাণে
আত্মত্যাগের প্রতিচ্ছবি।

স্বাধীনতার অগ্রনায়ক
শেখ মুজিবুর রহমান
তাঁরই ডাকে আজ যেন
জুড়িয়ে যায় সবার প্রাণ।

শেখ মুজিবুর রহমান
তুমি ছিলে, আছ সবার প্রাণে
আজ তাই কথা দিলাম
তুমি বেঁচে রইবে সর্বমনে।

স্বাধীন বাঙালি নারী

উম্মে সুমাইয়া জয়া
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮২১৯

আমরা স্বাধীন বাঙালি নারী
যে হাতে আমরা চুড়ি পরে সাজি, সেই হাতে চালাই গাড়ি।

চার প্যাঁচ দিয়ে বার হাত শাড়ি সামলাতে যেমন পারি
তেমনি আবার কোট প্যান্ট পরে অফিসের কাজও করি।

যে হাত দিয়ে ইট ভেঙে ভেঙে অট্টালিকা গড়ি
সে হাতেই আবার কলমের টানে প্রতিবাদী সুর ধরি।

গুরুজনের সামনে যে দুটি চক্ষু শ্রদ্ধায় হয় নত
সে চোখেই আছে স্বপ্ন অনেক লক্ষ হাজার শত।

এ চোখ শুধু কাঁদতে শেখেনি পেয়ে অবহেলা
শুধু ভাত রেঁধে বাঙালি নারী আজ কাটায় না সারাবেলা।

ছোটো থেকে বহু বড়ো পদে, যেখানে যখন যাবে
পুরুষের পাশে শ্রদ্ধাময়ী নারীদের খুঁজে পাবে।

সমাজের কিছু ঘৃণ্য মন এখনো মনে করে
নারীরা শুধুই পুরুষজাতির মনোরঞ্জন করে।

তাদের প্রতি একটাই প্রশ্ন, করব সামান্য হেসে
তুমি এত বড়ো পদে আছ, এর প্রেরণার পাত্রী কে?

প্রেরণার জাতি, মায়ের জাতি, সাহসী জাতি নারী
নারী শব্দকে যারা অপমান করে তাদের অবজ্ঞা করি।

যে মাথায় আমরা ঘোমটা পরে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করি
সে মাথায়ই আছে কত শত সাহিত্য আর কবিতার ছড়াছড়ি।

যে হাতে আমরা উনুন ধরাই, সে হাতেই মারি ছক্কা
ঘরে বাইরে সমান তালে দেই পুরুষের সাথে টক্কা।

বস্ত্র, শিল্প, কৃষিকাজ, নাসা আর দেশ শাসনেও নারী
তাই সগৌরবে বলি, আমি সাহসী বাঙালি নারী।

আমার মা

মুক্তা মনি আক্তার
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮১২৮

চাঁদের আলো হার মানে
আমার মায়ের কাছে।
এতো সুন্দর আর কার মা
এ দুনিয়ায় আছে?
আমার মা আমার ভালোবাসা
মাকে নিয়ে আমার সকল আশা।
মায়ের আঁচলের নিচে বেহেস্তের ছায়া।
মায়ের ভালোবাসার নেই কোনো শেষ
নেই কোনো ছলনার বিন্দুমাত্র লেশ।

দাবার চাল

উম্মে আফসানা আফরিন
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৭৮১৪

খেলতে গেলে দাবা,
লাগবে তোমার ভাবা।
যদি মরে সৈন্য,
বাড়বে তোমার দৈন্য।
মরে গেলে ঘোড়া,
জানবে তুমি খোঁড়া।
অক্কা পেলে হাতি,
ফাটবে তোমার ছাতি।
মন্ত্রী মারা গেলে,
লাভ কী তোমার খেলে?
তখন তোমার রাজা,
থাকবে না আর তাজা।

শেখ মুজিবুর রহমান

ইশরাত জাহান আমিনা
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৭৬৮৩

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-
জানো এটা কার নাম?
ইনি হলেন বাঙালির মুক্তিদাতার নাম,
যিনি সপরিবারে দিয়ে গেছেন প্রাণ।
ইনি হলেন বাঙালির সংগ্রামী নেতা
আজীবন সম্মানের সাথে থাকবেন বেঁচে
হয়ে জাতির পিতা।
১৯২০ সালের ১৭ মার্চের দিনে
জন্মেছেন তিনি গোপালগঞ্জের একটি গ্রামে
গ্রামের নামটি ছিল টুঙ্গিপাড়া।
এ যে ছিল এক শান্তির ছায়া।
পিতার নামটি ছিল তাঁর শেখ লুৎফর রহমান
তাঁর আদর্শগুলো যে এখনো বহমান।
মায়ের নামটি ছিল তার সায়রা খাতুন
তাঁর সম্মান যে হলো বহুগুণ।
ছোটোবেলায় সকলে ডাকত তাকে খোকা
চিন্তাশীল ছিলেন তিনি, মোটেও ছিলেন না বোকা।
যুদ্ধের জন্য ডাক দিয়েছেন এই সংগ্রামী নেতা
মাসের পর মাস জেল খাটতেও তাঁর
ছিল না কোন দ্বিধা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে
কতিপয় মানুষের হাতে,
হয়েছেন শহিদ সপরিবার।
তাঁর শোকের ছায়া ঢেকেছে চারিধার।
আমরা পেলাম না তার শাসন
কিন্তু শুনেছি তার ঐতিহাসিক
৭ মার্চের ভাষণ।
যারা জাতির উপর থেকে কেড়ে নিয়েছিল
জনকের ছায়া
তাদের হাতে আজ পরাব আমরা
আইনের হাতকড়া।
জন্মে দেখি মুজিব নেই আমাদের মাঝে
চলো তার আদর্শগুলো ছড়িয়ে দিই
বিশ্ববাসীর কাছে।

রূপসী বাংলাদেশ

সায়মা বিনতে সিদ্দিকী
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮০৪৬

আমাদের দেশ মায়ামমতার মনোরম এক ছবি,
অমল নীরবে সুন্দর করে লিখেছেন অনেক কবি।
নদী মাতা যার শ্যামল হৃদয় সবুজ প্রান্তের তীর,
সন্ধ্যার আঁধারে ডাকে ডাহুক অনুভবে তিমির।

কিচির মিচির পাখির ডাকে বাঙালির ঘুম ভাঙে,
প্রভাতের সেই অরুণ আভায় সকল হৃদয় রাঙে।
বাংলা মায়ের মমতা যেন পড়ে চুইতে চুইতে,
ভালোবাসা ভরা মাতৃস্নেহে হৃদয়টা ছুঁয়ে।

বাংলা মায়ের আঁচল ছায়ায় সব বাঙালির ঠাঁই,
মমতাভরা এমন দেশ আর এই জগতে নেই।
রূপে গুণে ভালোবাসায় সবার চেয়ে সেরা,
আনন্দের এই ঢেউয়ে এই দেশটি ঘেরা।

লাল সবুজের অঙ্গীকারী আমাদের এই দেশ,
দেশমাতার এই গুণগানে নাইতো কারো লেশ।
মায়ের মতো স্নেহ দিয়ে লালনপালন করা,
এত স্নেহে মন ভাসিয়ে তাইতো হৃদয়গড়া।

আলো-আঁধার সব মিলিয়ে অপরূপ এই দেশ,
অধীর দৃষ্টি ক্ষীণ হয় না দেখে এমন দেশ।
মনের আঁধারে গুঞ্জন সুরে রাঙিয়ে যায় রাঙা রেশ,
সাধ করে তাই রেখেছি নামটি রূপসী বাংলাদেশ।

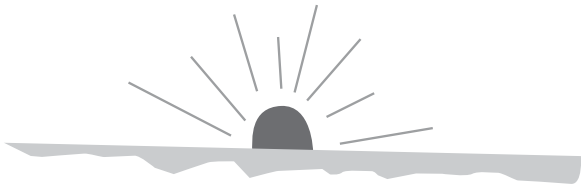

স্বপ্ন কথার গাঁথুনি

বিজয় সূত্রধর
রোল : ৩৯৯০৭

স্বপ্ন ডানা মেলে, আকাশ ছোঁবে বলে
আজ একা নয় ঢাকা কমার্স কলেজ সঙ্গী হয়ে চলে।

ভয় পেও না এগিয়ে যাও, নবীন
পিছু চেও না তাহলে স্বপ্ন খুঁজে পাবে না কোনোদিন।

শিক্ষার চেয়ে বড়ো নাই কোনো কিছু
শিক্ষাই উপহার দেয় শ্রেষ্টতম সবকিছু।

লক্ষ্য থাকুক তোমার আকাশ সমান
নব নবীনের কাছে এই আমার আহ্বান।

বিলিয়ে দিবে শিক্ষা নীল আকাশের মতো
অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অপরাধ সব যেন হয় ক্ষত।

হে নবীন, তুমি স্বাধীন
স্বপ্নের মতো পৃথিবী গড়তে হবে তোমাকে একদিন।

তোমার দিকে চেয়ে আছে কত শত লক্ষ কোটি জনগণ
তোমার কি মনে পড়ে না এরা তোমার নীপিড়িত শোষিত প্রিয়জন।

লক্ষ নিয়ে যাও এগিয়ে
স্বপ্ন তোমার বিশ্বের দরবারে দাও দেখিয়ে।

স্বপ্ন তোমার বাস্তব করা তোমার অধিকার
নব নবীনের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

ঘরকুনো আমি

সিদ্রাতুল মুনতাহা
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৭৬৪৭

ভোরের শিশিরে সিক্ত সবুজ ঘাসে রিক্ত পায়ে
হাঁটা হয়নি বহুদিন!
হয়নি স্নিগ্ধ সকালের সুবাতাস মিশানো মিষ্টি
রোদের রৌদ্র স্নান!
মধ্য দুপুরে মধ্য মাঠে মাথা ফাটানো কড়া রোদে
দিকহীন দৌড়ঝাপ!
কিংবা বিকালের শান্ত শীতল প্রকৃতির সাথে
সুগভীর ভাব!
দেখা হয়নি সন্ধ্যাকাশে দিগন্তের লাল
আভার বিচ্ছুরণ!
কিংবা রাতের আকাশে রবির রূপালি রূপের
প্রতিফলন!
শোনা হয়নি নীড়ে ফেরা পাখির কণ্ঠে
কলকাকলি!
কিংবা হুতোম পেঁচার ভয় জাগানো ডাক
সে কি আলস্য? নাকি যান্ত্রিক ব্যস্ততা?
করেছে আমায় এমন ঘরকুনো
ঘরকুনো আমি।

স্রষ্টার সৃষ্টি

মোঃ মুরাদ হাসান
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৭৩৯১

এই যে আকাশ সুনীল গাঢ় শুভ্র মেঘে ঢাকা,
দৃষ্টি সীমায় অসীম হলেও অনন্ত সে ফাঁকা।
দিনে সেখানে সূর্য হাসে রাতে শশী তারা,
অহর্নিশ চলার পথে চলছে পরম্পরা।

আবার দেখ মাটির পরে কিংবা সাগর জলে,
হরেক রকম জীবের খেলা লক্ষ কোটি দলে।
একেক তাদের গঠন রীতি একেক স্বভাব বটে,
বৈচিত্রের ঢেউয়ে তারা দুলছে জগৎ তটে।

কে গড়িল এমন জগৎ দক্ষ নিপুণ হাতে,
তাই নিয়ে আজ রক্ত ঝরে নিঠুর অস্ত্রাঘাতে।
কেউ বলে এই ঘটায় সৃজন মস্ত কারিগরে,
স্রষ্টা বিহীন সৃষ্টি কভু হয় না জগৎ পরে।

বীরের আত্মত্যাগ

মাহমুদা আক্তার অনি
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮১৯৭

বিরতিহীন শব্দের শেষে
কী যেন এক লুকানো ইতিহাস;
সে কীসের জন্য?
চলে গেছে যে,
কী করে সম্ভব !
জয় বাংলা বলে;
জয়ের পথে চলে
জানি না কী হবে আগামীতে!
চলতে চলতে সেই অভিযান
কী করে যে শেষ হলো
ভয়ের ভাবনা দূর করে যারা
শহিদ হলেই তারা।
কিন্তু জননী মায়ের মনটা
আকুল হয়ে থাকে।

কেউ জানে না কী হয়েছে সেদিন
তারা যেদিন দিয়েছে জীবন
পথে পথে তেপান্তরে খুঁজে বেড়ায় যখন
বহু প্রতীক্ষার পর জানতে পারে সেদিন
তাদের সন্তান;
বাঙালি বীরেরা,
হয়েছে চির অমর।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে

খাদিজা মৌরি
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৪৯৭৬

ফুল ফোটা বসন্তের ক্ষরতাপে
মহাউল্লাস করে শ্রদ্ধাভরে
আমি স্মরণ করছি তাঁকে
স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতাকে।
যার লালিত স্বপ্নে আঁকা ছিল লাল সবুজের পতাকা
যার সীমাহীন ত্যাগের বিনিময়ে
আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা।
আমি স্মরণ করছি তাঁকে
বিধাতার অসীম কৃপায়
যার জন্ম হয়েছিল এই বাংলায়
কী করে ভুলি তাঁকে?
মিশে আছেন বাংলা মায়ের
সকল চিন্তা চেতনায়
যতদিন রবে চাঁদ সূর্য কিংবা
সমুদ্রের স্রোত বহমান
তার চেয়েও বেশি দিন তুমি রবে
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
শত ত্যাগ আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসায়
আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা,
তিনি আমাদের জাতির পিতা।

মা

ছামছিয়া খান

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৭৮০৪

নাই বা থাকুক দালান কোঠা
গয়না-গাটি শত
আমার যে এক মা আছে ভাই
গর্ব করার মতো।
নাইবা থাকুক ডিগ্রি বড়ো
যশ-খ্যাতি-সম্মান,
মা আছে দুঃখের মাঝে
শান্তি অফুরান।
হাল ফ্যাশনে গাড়ি-বাড়ি
নাই বা থাকুক দামি।
মা রয়েছে আমার পাশে
তাই তো সুখী আমি।
সবার চেয়ে মাকে আমি
বেশি বাসি ভালো।
মা যে আমার আকাশের চাঁদ
জোৎস্না রাতে আলো।
মায়ের ডাকে ভোর সকালে
ঘুম থেকে রোজ উঠি।
মায়ের ডাকে আমরা সবাই
গোলাপ হয়ে ফুটি।
মায়ের কাছে থাকব ঋণী।
সারা জীবন ভর,
মা হারালে জীবন আমার
হবে বালুর চর।

বাঁচার আকুতি

ফাহাদ আজম নয়ন

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮৭৫৩

আমি জন্মেছি এই বাংলায়
চেয়ে দেখ এ ভূমির কাদা মেখে আছে
আমার সারা গায়।
আমার পূর্ণ হয়েছে সকল চাওয়া
কারণ আমার গায়ে লেগে আছে বাংলার হাওয়া।
আমি শুনেছি গো
সুজন মাঝির গান।
আমি তো এই বাংলার সন্তান
বাংলায় জন্মেছি বলে
পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাই না চলে।
আমি অমর হয়ে তোমাদের মাঝে থাকতে চাই
আমি বাচঁতে চাই বাংলার ঘরে ঘরে
বাংলার কিশোর হয়ে।
আমি দেখতে চাই বাংলার শঙ্খচিল, বাংলার খাল বিল
আমি বাঁচতে চাই ভালোবাসার মাঝে
কাছে আসার মাঝে।
আমাকে তোমরা বিদায় দিও না খুব সাঁঝে।
আমি বাংলার কিশোরীর হাসি হয়ে বাঁচতে চাই
আমি দেখতে চাই বিলে ফোটে শাপলা ফুল
আমি দেখতে চাই পদ্মার একূল ওকূল
আমার মরার পর এই বাংলায়
হয় যেন আমার ঘর।

স্বাধীনতার জয়

এস. এম. তাহ্‌সিনুল ইসলাম
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৭৪১৮

জয় আসেনি নদীর স্রোতে
জয় আসেনি মুচকি হেসে
জয় এসেছে লাখো শহিদের
বুকের তাজা রক্তে ভেসে।
জয় আসেনি পাখির ডানায়
জয় আসেনি উড়ে উড়ে
জয় এসেছে অস্ত্র ধরে,
যুদ্ধ করে নয় মাস জুড়ে।
জয় আসেনি বৃষ্টি সেজে
জয় আসেনি খেলার ছলে,
জয় এসেছে বুক চিতিয়ে
মেশিনগানের বুলেট খেয়ে।
জয় আসেনি হাওয়ায় দুলে
জয় আসেনি ফুল বাগানে
কেমন করে জয় এসেছে
সব হারাদের বুকটা জানে।

আগন্তুকের সাথে

অভি মালাকার
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫৮৫৫

হে পথিক দাঁড়াও
অমন করে ছল ছল চোখে, কোথায় যাচ্ছ হেঁটে?
আমি যাচ্ছি -
দূর কোনো এক দেশে, যেখানে মনুষ্য বসতি নেই।

পুলকিত হয়ে, আগন্তুক বলে - এ কেমন দেশ?
যেখানে মানুষ নাহি থাকে!
হেসে হেসে পথিক বলে, সে দেশ বড়ো শান্তির দেশ।
ময়ূরাক্ষী নদী ছোটে অবিরত।
ধানের শীষ বাতাসে দোল খায় অগণিত।

গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া ফোটে
বর্ষায় নদী ফুলে ফেঁপে ওঠে।
শরতে কাশফুল ফোটে
হেমন্তে ধান গাছ নুয়ে পড়ে।
শীতের সকালের দূর্বাদলের শিশিরভেজা স্নিগ্ধ ছোঁয়া আর
বসন্তের কোকিলের কলকাকলি।
এ তুমি কোথায় পাবে?- বলো হে আগন্তুক?

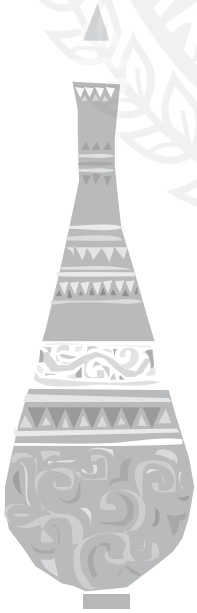

ব্যস্ত শহরে

গোলাম তামজিদ খান

শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৬১০৪

ব্যস্ত শহরে, সবাই সবার তরে লড়ে
কেউ পিছে, কেউ আগে
কেউ ডানে, কেউবা বামে
সকালের অফিসের তাড়া
দিন শেষে বাড়ি ফিরতে পারলেই সারা।
মানুষ করে এখানে গাড়ির চাষ
জ্যাম নয় এ যেনো এক অঘোষিত বনবাস।
লাল নীল বাতি জ্বলে বারোমাস
মানুষগুলো খোঁজে এক ফোঁটা শান্তির প্রশ্বাস,
আবেগেও রয়েছে এখানে কৃত্রিমতা।
মুঠোফোনে বন্দি শত অপারগতা
কেউ বা স্রোতে গা ভাষায়
অথবা কেউ স্রোতে বিপরীতে নিজেকে আগলায়।
দিন, মাস, বছর একে একে হয় অতীত
এ শহরের ব্যস্ততা বেড়ে চলে আশাতীত।

ছেলেবেলা

মোঃ জায়েদ

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৯৪১৫

বয়স তখন ছিল অল্প, খেলতাম অনেক খেলা,
সময়টা আজ বদলে গেছে, হারিয়ে ফেলেছি ছেলেবেলা।
দুষ্টুমিটা ছিল জীবন, হেসে খেলে কাটিয়েছি দিন,
হঠাৎ করে বড়ো হলাম, বুঝলাম বাস্তব জীবনটা কঠিন।
মন বসত না পড়াশোনায়, শুধু করতাম ফাঁকিবাজি,
বয়সটা দিন দিন বৃদ্ধি পেল, সবই প্রকৃতির কারসাজি।
স্কুল ছিল কারাগার আর আমরা ছিলাম কয়েদি,
করতাম অনেক বাহানা, হয়ে উঠতাম বিদ্রোহী।
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতাম, বন্ধুদের সাথে ছিলাম খুশি,
মাঝে মাঝে হতো মারামারি, পড়ত পিঠে কিল, লাথি আর ঘুষি।
মাঠে কেটেছে অনেক সময়, উড়িয়েছি রং বেরঙের ঘুড়ি,
ছেলেবেলার সেই দিনগুলোকে আমি অনেক মনে করি।
হারিয়ে গেছে কত বন্ধু সময়ের সাথে সাথে,
অনেক দিন দেখা হয়নি, হাত মেলানো হয়নি ওদের হাতে।
স্মৃতিগুলো যেন উড়ছে এখন আমার হৃদয় ঘিরে,
যদিও আর কখনো আসবে না ছেলেবেলার সেই আনন্দ ফিরে।

শরৎ রানির আগমন

শাহনেওয়াজ হোসেন পল্লব
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৪০০৬৯

আকাশে ওই সাদা পরি
চড়ে মেঘের ন্যায়
ভাসতে ভাসতে ছুটে চলে
অচিন ঠিকানায়।

শিউলি বালা সচন্দনে
গন্ধ মেখে গায়
ঝিরি ঝিরি ঝড়ে পড়ে
বাড়ির আঙিনায়।

চপল মতি কাশ বালিকা
সাদা শাড়ি গায়
দাঁড়ায় এসে মিষ্টি হেসে
নদীর কিনারায়।

মৃদু মৃদু শীতল হাওয়া
মন্দ বেগে ধায়
শরৎ রানির আগমনের
খবর দিয়ে যায়।

বিলে বিলে শাপলা ফোটে,
ফোটে পদ্ম ফুল
জোছনা রাতে চাঁদের সাথে
হেসে না পায় কূল।

দূর্বাঘাসে ঝিকিমিকি
শিশির কণা হাসে
চতুর্দিকে রঙ ছড়িয়ে
শরৎ রানি আসে।

জীবনটা কী

ফারজানা ইয়াসমিন রিয়া
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৭৮৯৮

পৃথিবীর কাছে প্রশ্ন করেছিলাম,
জীবনটা কী?
পৃথিবী বলল, একটি নির্দিষ্ট সময়ের সমষ্টি
সময় যখন ফুরিয়ে যাবে, জীবনটা ঠিক তখনই থেমে যাবে।
একজন বিত্তবানের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম
জীবনটা কী?
হাসি মুখে বলল, জীবনটা হলো অর্থ উপার্জনের শ্রেষ্ঠ সময়।
একজন মধ্যবিত্তের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম
জীবনটা কী?
মলিন মুখে সে বলল, জীবনটা কালবৈশাখি ঝড়ের মত,
বজ্রাঘাত হানে আবার থেমে যায়।
একজন দরিদ্রের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম
জীবনটা কী?
ভেজাচোখে সে বলল, জীবনটা হলো ক্ষুধার যন্ত্রণায় কুকুরের
মুখ থেকে খাবার কেড়ে নেওয়ার মত।
পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কাছে
যার অবস্থান যেমন, জীবনাট তাদের কাছে ঠিক তেমন।
আসলে বাস্তবতা হলো এই যে,
জীবনটা হচ্ছে একটা বিশাল অভিজ্ঞতার সমষ্টি।

আমার মা

সাদিয়া আলম
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫০৬৮

মা, তুমি আমার অহংকার
তুমি আমার গর্ব,
তোমার গর্ভে জন্ম নিয়ে আমি নিজেকে মনে করি ধন্য।
মাগো, তুমি আমার শক্তি, তুমি আমার বিশ্বাস
তোমার আদর্শ আমার বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্বাস।
মা, তুমি আমার পৃথিবী, তুমি আমার জীবন
পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানিত তুমি আমার আপনজন।
মা, তুমি আমার জন্মদাত্রী, তুমি আমার সম্মান
তুমি ব্যতীত এই পৃথিবী হয়ে যাবে নিষ্প্রাণ।
মা, মৃত্যুর সময় যেন পাই তোমাকে কাছে
তোমার চরণের ধুলো যেন নিতে পারি আমার সাথে।

আমি

ফাতেমা তুজ-জোহরা
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৪৯৫৬

আমি একটি ছেলে, আমি একটি মেয়ে
আমি কখনো পুরুষ, আমি কখনো নারী
আমি কারো বাবা, আমি কারো মা
আমাকে দিয়েই সৃষ্টি সমাজ, পরিবার
আমাকে দিয়েই ধ্বংসের পথে জগৎ সংসার।
শুধু এসকল কিছুর মাঝেই কি আমার পরিচয়?
মানুষ হিসেবে আমার জীবনে মানবতার কী পরিণয়?

যদি আমার জীবনে মানবতাই ঊর্ধ্বে থাকে
তবে কেন এই অপরূপ ধরণীর বুকে-
মানুষের জাত, ধর্ম নিয়ে হাহাকার জাগে?
তবে কেন মানুষই মানুষের কেড়ে নেয় আবেগ?
হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা আজ কোন পর্যায়ে-
যা একজন মানুষকে পরিণত করে অমানুষে?
এই পৃথিবীটাকে সুন্দর করতে হলে তাই
আগে নিজেকে বদলাতে হবে ভাই।
আর এই সামান্য চিন্তাধারার পরিবর্তনের মাঝে
আমি আমার নিজের পরিচয় খুঁজে পাই।

মেঘনার মাঝি ভাই

সামিউল আলম রাজু
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৯০৩০

ও মেঘনার মাঝি ভাই, তুমি নিয়ে চলো আমায়
যেদিকে তোমার-আমার দৃষ্টি জুড়ায়।
দিব তোমায় স্বর্ণ রতন, টাকাও দিব তোমায়
যদি তুমি আমাকে ভ্রমণ করাও পদ্মা-মেঘনা-যমুনায়।
আরো দিব বখশিশ, যদি তুমি চাও
তবুও মেঘনার মাঝি ভাই, আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও।

মাঝি ভাই পালটা নামিয়ে দাও তুমি, লাগছে মৃদু আলো
শীতের সকালে রসের পিঠা খেতে লাগছে খুব ভালো।
মেঘনার মাঝি ভাই, তুমি নিয়ে চলো আমায়
নয়ন ভরে দেখতে চাই আমি মেঘনার মোহনায়।

ঘুরব আজ সারাদিন, মা বলবে না কিছু
মেঘনার তীরে শুশুক দেখব, যাব তার পিছু পিছু।
গড়িয়ে এল দুপুর, লাগছে খুব ক্ষুধা
ধরলাম রূপালি ইলিশ, ভাগ করে খাব আধা আধা।
আমি এনেছি ভাত, ডালও আছে সাথে
ও মেঘনার মাঝি ভাই, তুমি কি খাবে আমার সাথে?
শেষ হলো খাওয়াদাওয়া
এবার আসলো ঘুরবার পালা
দেখলাম অপূর্ব নদীর ঘাট
আরো দেখলাম কৃষাণের জমির পাট।

ঘুরতে ঘুরতে নদীর মাঝে, উঠল যে ঝড়
দেখে মাঝি ও আমি কাঁপতে থাকি থর থর
ভয় পেলাম দুইজনই, নিলাম আল্লাহর নাম।
মনে মনে দোয়া করলাম, আর কখনো করব না চুরি অন্যের আম
ঝড় থামল আস্তে আস্তে, আকাশ হলো পরিষ্কার
ঝড়ের তাণ্ডবের পূর্বে ভেবেছিলাম, বাঁচব না বুঝি আর!

পাড়ে পৌঁছাতে পোঁছাতে নেমে এল সাঁঝি,
নদীর ঘাটে এসে নেমে বললাম, বিদায় হে মেঘনার মাঝি।
এভাবেই শেষ হলো মেঘনার ভ্রমণ কাহিনি

মজনু

মুহাম্মদ আব্দুল করিম
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮৪০৩

আমাদের এই ছোট্ট সবুজ গ্রাম,
সবুজে ভরা, গঙ্গাপাড়া তাহার নাম।
গ্রামের ছেলে মজনু যাহার নাম,
থাকে গাছে, খেতে পেরে আম জাম।

হঠাৎ হলো সে জ্বরে আক্রান্ত
সবাই তাকে নিয়ে হলো ব্যস্ত।
ভালো হলে সে যাবে খেলতে;
এই প্রার্থনা সবাই করে।

প্রকৃতি কী নির্মম-নিষ্ঠুর!
হলো না সে সুস্থ আর।
চলে গেল অজানায় অনেক দূর,
সুখের পিছনেই দুঃখের সুর।

এখনই সময়
আজ বসে বসে শুধু ভাবি, কেন উন্নতি নয়,
কিছু না করে কীভাবে বল উন্নতি হয়?
আমরা শুধু অর্থবান হতে চাই, কর্মতে নয়।
আলাদ্দিনের প্রদীপ পেলাম বলে বসে রই।

বয়স বাড়ছে না, যাচ্ছে দিনে দিনে কমে,
একথা না মানার নেই কোনো যুক্তি।
তবুও কেন রয়েছি আমি বসে,
কালকেন্দ্রিক না রেখে, কাজ আজ হতে করি।

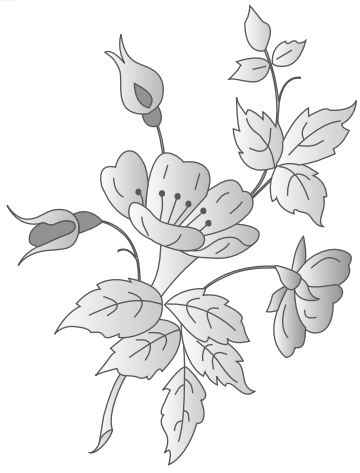

Everything Will Be Alright

Md Mahinur Rahman Nayem
Class : XI, Roll : 39729

The world is a lovely place
wearing rainbow dress,
sea, forest and the land
all are together a land.
Sky is blue and birds are flying;
what a relation here is staying.
All men and women in this world
want only peace and no quarrel.
Leave all wars and all the fights;
everything will be alright.

A Teacher

Sayma Binte Bashar
Class : XI, Roll : 37892

A teacher is a noble friend.
He gives us knowledge of modern trends,
the changes that are taking place.
A teacher is said to be a philosopher
who preaches the truth to nurture
so that we bloom, and flourish
where he takes the chances to nourish
A teacher is a true guide
who makes the life a jolly ride
through ups and downs of life today
makes us toil with gay.
Thus from the inner care of my heart
I pray to Almighty to shower plenty,
all glory, comfort, peace, and health
on my teachers who are the nation's wealth,

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE
স্থাপিত ১৯৮৯ ● ১৩৯৬

তথ্য বিচিত্রা

তথ্য বিচিত্রা

রুফাইদা তাসনিম নুহা
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৭৮৩৬

বিদেশিদের অজানা মজার তথ্য

আমার মা-বাবা ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। তাদের এ পছন্দের কারণে এবং সৃষ্টিকর্তার দয়ায় এশিয়ার কিছু দেশে গিয়েছি, সেসব দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পেরেছি। অন্যদের এ তথ্যগুলো জানাতে পারলে অনেক খুশি হব।

থাইল্যান্ড : থাইলান্ডকে বলা হয় ''সাদা হাতির দেশ''। কারণ, থাইল্যান্ডে সাদা হাতি গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র রাজকীয় শক্তির প্রতীক। প্রথম দেখায় তারা "সোয়াদিঘা" বলে। ধন্যবাদ জানাতে হলে বলে "কাপুংঘা" ব্যাংকক শহরকে বলা হয় "সিটি অফ স্ট্রিট ফুডস" অর্থাৎ সকল ধরনের খাবার রাস্তার পাশে বসা ছেটো দোকানগুলোতে পাওয়া যায়। এদের মতো এরকম খাবারের দোকান পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। থাইরা অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এমনকী যারা রাস্তার পাশে দোকান নিয়ে বসে, তারা কফ-থুথু আলাদা সাদা পলিথিনে ফেলে।

সিংগাপুর : সিংগাপুর আসলে হলো সিংহপুর। উচ্চারণের ভিন্নতার ফলে এ নামটি এখন প্রচলিত। এ দেশটি আমাদের ঢাকা শহরের চেয়েও ছোটো। এরা অন্য দেশ থেকে মাটি এনে নিজের স্থলের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল একটি শহর। প্রতিটা রাস্তায় সিসি ক্যামেরা রয়েছে। পুরো শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তায় একবিন্দু ধুলা নেই। এ শহরে প্রাকৃতিক কিছু নেই। সবই কৃত্রিম। মানুষের সৃষ্টি।

ভুটান : ভুটানের অনেক উপাধি রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ''ল্যান্ড অফ থান্ডার হ্যাপিনেস, সুইজারল্যান্ড অফ এশিয়া" ইত্যাদি। অত্যন্ত হাসিখুশি ও দূষণমুক্ত একটি দেশ। একমাত্র দেশ, যেখানে কোনো পরিবেশ দূষণ নেই। এদেশের মানুষেরা রাস্তা সংস্কার, বাড়ি বানানো ইত্যাদি কাজ করতে পছন্দ করে না।

মোঃ শাকিল হোসেন
শ্রেণি : বিবিএ অনার্স (সম্মান) পার্ট-১, রোল : MGT ১২৮৯

১. মানুষের মতো এমন আঙুলের ছাপ আছে কোন প্রাণীর?
কোয়েলের।

২. কত সালের এক ভূমিকম্পের কারণে মিসিসিপি নদীর প্রবাহ উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়?
১৮১১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর।

৩. কোন মরুভূমির এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানে বৃষ্টির পরিমাপ করা যায় না?
চিলির এ্যাটাকসা মরুভূমি।

৪. পৃথিবীতে তিন চোখ বিশিষ্ট প্রাণী কোথায় পাওয়া যায় এবং এর নাম কী?
নিউজিল্যান্ডে, টয়াটরা (কমটরট)।

৫. আফ্রিকার বন্য লোকেরা নীল নদের মাটি পুড়িয়ে খেয়ে বেঁচে থাকে।

৬. স্পেনের মাদ্রিদের একটি গ্রামে অধিকাংশ মানুষের হাত ও পায়ে সাতটি আঙ্গুল।

অজানা কথা

আসমা আক্তার
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮০৭৮

১। ইন্দোনেশিয়ায় ''বাকো কোরাস'' নামক ব্যাঙ আকাশে উড়তে পারে।
২। উত্তর রেডিসয়ার নোটির ভিজিয়া জঙ্গলে পাথর গাছ আছে।
৩। শান্তা নামক প্রাণী শুধু বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকে।
৪। জয়েন্ট স্কুইড নামক প্রাণীর দশটি হাত রয়েছে।
৫। চীনের ফুজিয়ারা প্রদেশের ওয়াং দে নাম ব্যক্তির তিনটি চোখ।
৬। চীনা কবি ইয়ান চি কাঁদলে চোখ দিয়ে রক্ত পড়ে।
৭। আমেরিকায় "বাসিলায় উইটিল" নামক মাছ দুধ দেয়।
৮। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট স্টালিন এক সময় মুচি ছিলেন।
৯। যুগোশ্লোভিয়ার ডেলতা নামক ব্যক্তি ১০৫ বছর ঘাস খেয়ে বেঁচেছিলেন।

আশ্চর্য সব তথ্য

মোঃ কাওছার
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৬৮৩৯

* ইঁদুর আর ঘোড়া কখনো বমি করে না।
* ঘোড়ার লেজ কাটা পড়লে সে মারা যায়।
* একটি ডিমে শুধু ভিটামিন ''সি'' ব্যতীত সব ভিটামিনই থাকে।
* প্রতি মিনিটে পুরো বিশ্বে ৬০০০ বা তারও অধিকবার বজ্রপাত হয়।
* অধিকাংশ লিপস্টিক তৈরিতে মাছের আঁশ ব্যবহার করা হয়।
* নিউইয়র্কে বছরে ১৬০০ লোক অন্য মানুষের কামড়ে আহত হয়।
* একটি মাছির গড় আয়ু ১৭ দিন।
* সিংহের গর্জন ৫ মাইল দূর থেকেও শোনা যায়।
* আইসক্রিম সর্বপ্রথম চীনে তৈরি হয়।
* কিং বোরজ পৃথিবীর একমাত্র সাপ, যে বাসা বাঁধে।
* হাড়ের মধ্যে ৭৫% জল।
* সবচেয়ে লম্বা ঘাস হলো বাঁশ।
* পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্লভ মৌল হলো এস্তেতিন। এটি পৃথিবীতে মাত্র ২৮ গ্রাম রয়েছে।
* আমাদের শরীরে যে পরিমাণ কার্বন আছে, তা দিয়ে ৯০০০ পেন্সিল বানানো যাবে।
* রাবার ব্যান্ড ফ্রিজে রেখে দিলে বেশিদিন টিকে।
* সুইজারল্যান্ডে শব্দ করে গাড়ির দরজা আটকানো বেআইনি।
* একটি মানুষের শরীরের সবটুকু রক্ত খেয়ে ফেলতে ১,২০০,০০০ টি মশার প্রয়োজন।
* কুমির চিবোতে পারে না। শিকার ধরে সরাসরি গিলে খায়।
* হাসার জন্য ব্রেনের পাঁচটি অংশের কার্যক্রমের প্রয়োজন। তাই হাসাটাও এত সহজ নয়।
* মানুষ কখনই চোখ খোলা রেখে হাঁচি দিতে পারে না।
* পৃথিবীতে মোট ৩০০০ এরও বেশি প্রজাতির মশা রয়েছে।

* একটি হাতি ৩ মাইল দূর থেকে পানির গন্ধ পায়।
* পেঙ্গুইন মাটি থেকে ৬ ফুট পর্যন্ত লাফিয়ে উঠতে পারে।
* পায়রা অতিবেগুনি রশ্মি দেখতে পায়।
* সুপারি গাছের কাঠ স্টিলের চেয়েও অনেক বেশি শক্ত।
* প্রজাপতির চোখের সংখ্যা ১২০০টি।
* একটি আপেলের ৮৪ ভাগই পানি।
* এক কাপ কফিতে ১০০ এরও বেশি রাসায়নিক পদার্থ আছে।
* গরুকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠানো যায়, কিন্তু নিচে নামানো যায় না।
* চিংড়ি শুধু পিছনের দিকে সাঁতার দিতে পারে।
* স্পোরিডায় ঘোড়া চুরি করার শাস্তি হচ্ছে ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড।
* ঘুমের মধ্যে মানুষ ২৫-২৬ বার নড়াচড়া করে।
* মশা নীল রং পছন্দ করে।
* শ্বেত ভাল্লুক কোনোরকম বিশ্রাম না নিয়ে একটানা ৬০ মাইল পর্যন্ত সাতার কাটতে পারে।
* স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শুধু বাদুড় উড়তে পারে।
* বিড়ালের প্রতি কানে রয়েছে ৩২টি মাংসপেশী।
* শামুকের চোখ নষ্ট হয়ে গেলে নতুন চোখ গজায়।
* একটি মশা প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩০০-৬০০ বার ডানা ঝাপটাতে পারে।
* শুধু স্ত্রী মশাই মানুষকে কামড়ায়।
* কুকুরের নাকে প্রায় ৬০,০০০ সংবেদী স্নায়ু থাকে।
* বিড়াল প্রায় ১০০ ধরনের শব্দ তৈরি করতে পারে। কিন্তু কুকুর মাত্র ১০ ধরনের শব্দ তৈরি করতে পারে।
* নীল তিমির জিহ্বার ওজন একটি বড়ো হাতির সমান।
* জিরাফ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র ২০ মিনিট ঘুমাতে পারে।
* পৃথিবীতে প্রায় ৪০ প্রজাতির ডলফিন রয়েছে।
* অক্টোপাশের হৃদপিণ্ড হলো ৩টি
* পিঁপড়ার পাকস্থলী রয়েছে ২টি।

তথ্য বিচিত্রা

সামিউল আলম রাজু
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৯০৩০

১। পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা প্রাণি হলো ফিতাকৃমি।

২। একটি ভাইরাসের আয়তন ১২-৪০০ ন্যানোমিটার।

৩। বিংশ শতাব্দীর শেষ সূর্যগ্রহণ দেখা যায় ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর

৪। মাকড়সার জালের রং ৩ ধরনের রঙের সমন্বয়ে তৈরি, যথা: লাল, বেগুনি, নীল।

৫। জার্মানির মিউনিখ শহরে আবর্জনা হতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

৬। বিশ্বের বিরল একটি ভাষা হলো বাংলা, যেখানে ৫০টি বর্ণ আছে।

৭। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য সেকেন্ডে ১২ কিমি গতিবেগ প্রয়োজন।

৮। প্রতিদিন একটি সুস্থ মানুষ যে পরিমাণ অক্সিজেন গ্রহণ করে তা ৫টি আদর্শ ক্রিকেট বলের সমান।

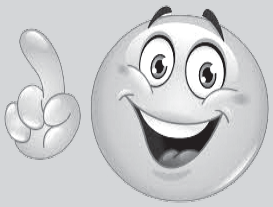

ধাঁধা ● কৌতুক ● রম্য রচনা

মোঃ মেরাজ উল ইসলাম
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮৬০০

ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কথোপকথন

শিক্ষক : তুমি শ্রেণিকক্ষে গাধা নিয়ে আসলে কেন?
ছাত্র : আপনিইতো বলেছেন, এই বয়সে আপনি অনেক গাধাকে মানুষ করেছেন। এইবার এই একটি মাত্র গাধাকে মানুষ করে দেখান।

পুস্তক বিক্রেতা : এই বই পড়লে একশ নম্বরের মধ্যে পঞ্চাশ নম্বর নির্ঘাত পাবেন।
ক্রেতা : ঠিক আছে। তাহলে আমাকে দুটি বই দেন।

এক কোম্পানির দারোয়ান পদে চাকরির জন্য গ্রাম থেকে একজন লোক এসেছে ইন্টারভিউ দিতে।
প্রশ্নকর্তা বললেন : এর আগে আপনি কোন কোম্পানিতে কাজ করেছেন।
প্রার্থী বললেন : কম পানি আর বেশি পানি বুঝি না স্যার। আমি গলা পানিতে কাজ করেছি।

বাসের মধ্যে কোনো খালি সিট নেই। এক ভদ্রলোক তার ছেলেকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।
ছেলে : আব্বু আমি বসবো।
বাবা : দেখতে পাচ্ছ না, বাসে কোনো সিট খালি নেই।
ছেলে : লোকটা এরকম করছে কেন বাবা?
বাবা : ওর মাথায় সিট আছে।
ছেলে : আব্বু আমি তাহলে ওই সিটেই বসবো।

বন্ধু : ব্যবসা কেমন চলছে বন্ধু?
ব্যবসায়ী বন্ধু : খুব মন্দ, গতকাল মাত্র এক জোড়া জুতা বিক্রি করেছি। আজকের অবস্থা আরো খারাপ।
বন্ধু : কীরকম?
ব্যবসায়ী বন্ধু : কালকের জুতাটা আজকে ফেরত এসেছে।

বল্টু : জানিস, আমার বাবা কত বড়ো সাতারু। একবার গঙ্গায় ডুব দিয়ে যমুনা নদীতে গিয়ে উঠেছিলেন।
নান্টু : আমার বাবা আরো বড়ো সাতারু। এইতো সেদিন ওয়াসার ট্যাঙ্কে ডুব দিয়ে পরের দিন আমাদের বাড়ির কল দিয়ে বের হয়েছেন।

একজন যুবক লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখল একজন ভদ্রলোক পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ভদ্রলোক তার পাড়াতেই একটা ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন। যুবকটি ভদ্রলোককে বাঁচানোর চেষ্টা না করে ছুটতে ছুটতে সেই ফ্ল্যাটের মালিকের কাছে এসে বলল, আপনার ভাড়াটে পানিতে ডুবে এক্ষুনি মারা যাবে। আমি আপনার ওই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিতে চাই।

ফ্ল্যাটের মালিক বলল : আমি দুঃখিত ভাই তোমার আগেই আরেকজন লোক সেটা বুকিং করে গেছে।
যুবক বলল : কে সে ব্যক্তি?
ফ্ল্যাটের মালিক বলল, যিনি আমার ভাড়াটিয়াকে পানিতে ধাক্কা দিয়েছেন।

শিক্ষক ছাত্রদের বললেন: আজ আমি সবচেয়ে অলস ছাত্রকে প্রাইজ দেব। কে অলস এবার হাত তোলো। একজন বাদে সবাই হাত তুলল।
শিক্ষক : কী ব্যাপার তুমি হাত তুললে না কেন?

ছাত্র : স্যার, কে আবার এত কষ্ট করে হাত তোলে?
সুপ্রকাশ বাবুর একান্নবর্তী পরিবার। ৭ ছেলে, ৫ মেয়ে। তিনি হরতালের দিন সবাইকে নিয়ে পথে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ একজন পুলিশ সার্জেন্ট এসে পথ আটকালেন- ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করছি আমি। সুপ্রকাশ বাবু অবাক- আমি মশাই কী করলাম?
পুলিশ সার্জেন্ট : এতোবড়ো একটা মিছিলের নেতা আপনি। সেটাইতো আপনার অপরাধ।

ইতিহাসের শিক্ষক: পানি পথের যুদ্ধের কারণ কী?
ছাত্র : স্থল পথে সুবিধা না থাকার কারণে পানি পথের যুদ্ধ হয়।

এক লোক : রুম চাই।
ম্যানেজার : কী নাম আপনার?
লোক: আবু মালেক সাইফুদ্দিন জাফর আলি খান বাগদাদি।
ম্যানেজার : মাফ করেন। আমার হোটেলে এত লোকের জায়গা হবে না।

হাবলু : বাবা এক ভদ্রলোক নতুন একটা সুইমিংপুল তৈরির জন্য চাঁদা চাইছেন।
বাবা : ওকে এক মগ পানি দিয়ে বিদায় করে দে।

রাত্রে এক লোক স্বপ্ন দেখে, সে মজা করে রুটি খাচ্ছে। সকালে উঠে উপলব্ধি করে, সত্যিই তার পেট ভরে গেছে। হঠাৎ বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখে, কাঁথা অর্ধেক নেই।

একজন লোক ঢাকায় নতুন এসছে। তার খুব ক্ষুধা পেয়েছে, কিন্তু সে হোটেল খুঁজে পাচ্ছিল না। একজন লোককে তাই জিজ্ঞেস করল। সে মজা করে জজ কোর্ট দেখিয়ে দিল। লোকটি সেখানে গিয়ে দেখে জজ বলছেন, অর্ডার, অর্ডার। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বলল : দুইটা সিংগারা, এক কাপ চা।

ইংরেজ ভদ্রলোক : (পিঠা বিক্রেতাকে) হোয়াট ইজ দিজ?
পিঠা বিক্রেতা : ইট ইজ চিতই পিঠা।
ইংরেজ ভদ্রলোক : হোয়াট ইজ চিতই পিঠা?
পিঠা বিক্রেতা : ওয়ান সাইড ফুটা ফুটা আন্ডার সাইড পোড়া পোড়া ইজ কল্ড চিতই পিঠা।

এক ইংরেজ লোক বাজারে গিয়েছে। এক মাছওয়ালা তাকে ডেকে বললো, এই বড়ো মাছটা লইয়া যান স্যার।
ইংরেজ ভদ্রলোক : How much? মাছওয়ালা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না স্যার এইডা হাউ মাছ না, এটা রুই মাছ।

জাহিদ হাসান
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৯৭০৯

কৌতুক

দুই চোরের মধ্যে কথা হচ্ছে
১ম চোর : জানিস বন্ধু, আমি যার বাড়িতে চুরি করি সে এক রাতের মধ্যে লাখপতি হয়ে যায়।
২য় চোর : কী বলিস! একেবারে লাখপতি ...
১ম চোর : হ্যাঁ লাখপতি।
২য় চোর : তাহলে বন্ধু তুই আজ রাতেই আমার বাড়িতে চুরি কর।
১ম চোর : আরে বোকা, আমি তো শুধু কোটিপতির বাড়িতে চুরি করি।

বুদ্ধির খেলা

মোঃ আবরার জাওয়াদ
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮৯৪৯

১. কীভাবে একটি বাচ্চা ১০ তলা ভবনের জানালা থেকে মাটিতে পড়েও জীবিত থাকতে পারে?
উত্তর : নিচতলার জানালা দিয়ে পড়লে।

২. প্রতি বছর খ্রিষ্টাব্দ হিসাবে ১২ মাস রয়েছে। সেগুলোর ৭টি মাস রয়েছে ৩১ দিন। তাহলে ২৮ দিন রয়েছে কয়টি মাসে?
উত্তর : সব কয়টি মাসেই।

এক শেয়ার ব্যবসায়ী গেছেন রেস্টুরেন্টে পিৎজা খেতে।
ওয়েটার : স্যার, আপনাকে পিৎজাটা কয় ভাগ করে দেব? চার ভাগ, না ছয় ভাগ?
শেয়ার ব্যবসায়ী : তুমি বরং আমাকে আট ভাগ করে দাও, আমি একটু বেশি ক্ষুধা অনুভব করছি কি না।

মা : আজ স্কুলে কী করলে খোকা?
খোকা : 'যেমন খুশি তেমন লেখ' খেললাম।
মা : কিন্তু আজ না তোমার গণিত পরীক্ষা হওয়ার কথা?
খোকা : ওটার কথাই তো বলছি!

শিক্ষক : কীভাবে একটি বাল্ব লাগাতে হয়?
বল্টু : বাল্বটা হোল্ডারের ওপর ধরে ঘরটাকে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষক : জনি, তুমি হোমওয়ার্ক করনি কেন?
জনি : স্যার, আমি তো হোস্টেলে থাকি। আপনি হোমওয়ার্ক করতে বলেছেন, হোস্টেলওয়ার্ক তো করতে বলেননি।

স্ত্রীকে নিয়ে রফিক সাহেব গেছেন একটি কফির দোকানে।
রফিক সাহেব : তাড়াতাড়ি শেষ কর, কফি ঠান্ডা হচ্ছে।
স্ত্রী : কেন? সমস্যা কী?
রফিক সাহেব : আরে, মূল্য তালিকা দেখ। হট কফি ১৫ টাকা, কোল্ড কফি ৫০ টাকা।

পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে- লস এঞ্জেলেস থেকে লন্ডনের দূরত্ব ৮০০০ কি.মি.। একজন লোক লস এঞ্জেলেস থেকে গাড়িতে ঘণ্টায় ১৫০ কি.মি. বেগে লন্ডন রওনা হলো এবং অপর এক ব্যক্তি লন্ডন থেকে গাড়িতে ১৬০ কি.মি. বেগে লস এঞ্জেলসে রওনা হলো। তাদের দুজনের দেখা হবে কোথায়? ছোট্ট প্রান্ত উত্তর লিখল, জেলখানায়'! এত জোরে গাড়ি চালাবে আর পুলিশ বুঝি চেয়ে চেয়ে দেখবে? [সংগৃহীত]

ধাঁধা

রুফাইদা তাসনিম নুহা

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৭৮৩৬

(১)

মনে কর, তুমি একটি প্রাসাদে আছ। প্রাসাদে বিদ্যুৎ নেই। তোমার সামনে ৩টি দরজা আছে। লাল, নীল ও সবুজ দরজা। যে-কোনো একটি তোমাকে নির্বাচন করতে হবে। যেটা নির্বাচন করবে সেই রংটি মনে রাখতে হবে। এরপর আবার তোমার সামনে ৩টি দরজা। সাদা, কালো ও ধূসর। যে-কোনো একটি নির্বাচন কর। এরপর সামনে আরো ২টি দরজা। একটির হাতল সোনালি ও অপরটির রূপালি। যে-কোনো একটি পছন্দ কর। তুমি পৌঁছে গেছ বাড়িটির শেষ প্রান্তে। এখান থেকে বের হতে হতে সামনে থাকা ৩টি থেকে যে-কোনো ১টি নিতে হবে। একটি রাস্তা দিয়ে গেলে লোহার শিকলে গেঁথে মারা যাবে। দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে গেলে চেয়ারে ইলেকট্রিক শক লেগে মৃত্যু হবে। তৃতীয় রাস্তা দিয়ে গেলে বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু হবে। তুমি কোন রাস্তাটি নিবে?

উত্তর : দ্বিতীয় রাস্তাটি। অর্থাৎ ইলেকট্রিক চেয়ারে শকের মাধ্যমে মৃত্যু। কেননা প্রসাদে তো বিদ্যুৎ নেই। তাই এই রাস্তাটি নিলে মৃত্যু হবে না।

(২)

একজন লোক কফি খেতে খেতে টিভি দেখছিল। এমন সময় তার কাছে টেলিফোনে কল আসে। টেলিফোনে কল রিসিভ করে সে শোনে, ''হ্যালো, আমি পুলিশ বলছি, আপনি কি রুবেল?" পরিচয় দেওয়াতে পুলিশ বলে, আপনার স্ত্রী মারা গিয়েছে, আপনি জলদি আসুন। এ কথা শুনে লোকটির হাত থেকে কফির মগ পড়ে গেলো। সে দ্রুত গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পৌঁছানোর সাথে সাথে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং বলে যে সেই তার স্ত্রীর খুনি। লোকটিও তার অপরাধ মেনে নেয়। এখন বলতে হবে পুলিশ কী করে বুঝল যে লোকটি খুনী?

উত্তর : পুলিশটি এভাবে বুঝতে পারল যে, লোকটিকে পুলিশ বলেছিল, তার স্ত্রী মারা গেছে, কিন্তু এটা তো বলেনি কোথায় লাশ পাওয়া গেছে। প্রকৃত খুনি ছাড়া কেউ জানতে পারবে না লাশটি কোথায় ছিল।

মোঃ আশিক আহম্মেদ মারুফ

শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৯৬২৪

কৌতুক

এক লোক বাস থেকে নামার পর রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। ঠিক তখন অপরদিক থেকে একটি চোর দৌড়ে আসছিল। চোরের পিছনে পুলিশও আসছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে চোরটি দৌড়ে পালিয়ে গেল। তারপর পুলিশ এসে লোকটিকে ধরল।

পুলিশ : বল, চোরটি কোথায়?
লোক : আমি জানি না, স্যার।
পুলিশ : সত্যি করে বল। নাহলে তোকে ধরে নিয়ে যাব।

লোক : স্যার, আমি সত্যিই জানি না।
পুলিশ : বল, না হলে কিন্তু . . .
লোক : শুনেন স্যার। এই রাস্তা দিয়ে সোজা যাবেন। গিয়ে দেখবেন তিনটা রাস্তা। প্রথম দুইটা বাদ দিয়ে তৃতীয় রাস্তায় ঢুকবেন। আবার একটু সামনে গেলে দেখবেন তিনটি গলি। প্রথম দুইটা বাদ দিয়ে তৃতীয় গলিতে ঢুকবেন। আবার হাঁটবেন। সামনে দেখবেন তিনটি বাড়ি। প্রথম দুইটা বাদ দিয়ে তৃতীয় বাড়িতে ঢুকবেন। দেখবেন তিনটা ফ্ল্যাট। প্রথম দুইটা ফ্ল্যাট বাদ দিয়ে তৃতীয় ফ্ল্যাটে ঢুকবেন। এবার দেখবেন ফ্ল্যাটের ভিতরে তিনটা আলমারি। প্রথম দুইটা বাদ দিয়ে তৃতীয় আলমারিটা খুলবেন। দেখবেন তিনটা ছবির অ্যালবাম। প্রথম দুইটি অ্যালবাম বাদ দিয়ে তৃতীয় অ্যালবামটি খুলবেন। দেখবেন একটা মহিলার ছবি। ছবিটা আমার মায়ের। এবার আমার মায়ের কসম আমি জানি না, স্যার।

ধাঁধা

মারজিয়া আক্তার
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৮০৫৯

প্র : দিন-রাত চলি আমি থামি না। কী?
উ : ঘড়ি
প্র : দুই ডানা আছে তার আকাশেতে ওড়ে, ডানা কিন্তু নড়ে না ওড়ে খুব জোরে। এইটা কী?
উ : উড়োজাহাজ।
প্র : তিন অক্ষরের নাম তার যার পুরোটা কালো, মাঝখানের অক্ষর বাদ দিলে খেতে লাগে ভালো।
উ : কয়লা।
প্র : বাঘের মতো লাফায়, বিড়াল হয়ে বসে, পানির মধ্যে ছেড়ে দিলে শোলা হয়ে ভাসে। এইটা কী?
উ : ব্যাঙ।
প্র : লোহার খুঁটি কাচের ঘর তার মধ্যে আলোর ভর।
উ : হারিকেন
প্র : যতো কাটবে তত বাড়বে, যত ভরবে তত কমবে?
উ : গর্ত।

কৌতুক

ফাহমিদা রহমান লুবনা
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৫০৪৯

১। ছাত্র ও শিক্ষকের কথোপকথন :
শিক্ষক : I Killed a person এটিকে ভবিষ্যৎ কালে রূপান্তর করতো হাবুল।
ছাত্র: স্যার, ভবিষ্যৎ কালে হবে- You will go to jail!

২। চাকরির ইন্টারভিউ চলছে :
বস : আমরা কাউকে চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে মাত্র দুইটি নিয়ম অনুসরণ করি।
প্রার্থী : কী কী স্যার?
বস : আমাদের ২য় নিয়ম হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। আপনি কি এখানে আসার পূর্বে রুমের বাইরে রাখা ম্যাট-এ জুতোর তলা মুছে এসেছেন?

প্রার্থী : জ্বী স্যার।
বস : আমাদের ১ম নিয়ম হলো বিশ্বাসযোগ্যতা এবং আপনার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাইরে কোনো ম্যাট ছিলই না। সুতরাং আপনাকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না।
৩. শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কথোপকথন :
শিক্ষক : কী ব্যাপার, আজকে এতো দেরি কেন তোমার?
ছাত্র : স্যার আসছিলাম ঠিকই, কিন্ত রাস্তায় একটা লোকের ১০০ টাকা হারিয়ে গিয়েছিল।

শিক্ষক : বুঝেছি তুমি তাকে টাকাটা খুঁজে দিয়েছ।
ছাত্র : না তো স্যার, আমিতো টাকাটার ওপর দাঁড়িয়েছিলাম স্যার।

কৌতুক

এক ইঞ্জিনিয়ারের অনেক দিন হলো কোনো চাকরি নেই। তাই তিনি একটি ক্লিনিক খুলে বসলেন। বাইরে সাইনবোর্ডে লেখা হলো, এখানে ৩০০ টাকায় যে-কোনো রোগের চিকিৎসা করানো হয়। রোগ না সারলে ১০০০ টাকা ফেরত। এই লেখা দেখে একজন ডাক্তার ভাবলেন- এটাতো টাকা উপার্জনের খুব সহজ উপায়। কারণ, তিনি ৩০০ টাকার বিনিময়ে ১০০০ টাকা পেতে পারেন। এই ভেবে তিনি ভিতরে ঢুকে ইঞ্জিনিয়ারকে বললেন, ডাক্তার সাহেব আমি না কোনো খাবারের স্বাদ পাই না একথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার তার একটি বাক্স থেকে তাকে ঔষধ খেতে দেন। ঔষধ খেয়ে ডাক্তার বলেন, এটাতো ঔষধ নয় কোরোসিন। এটা শুনে ইঞ্জিনিয়ার বললেন, আপনি তো এখন ঠিকই স্বাদ পাচ্ছেন। অতএব, আমার ৩০০ টাকা দিন। ডাক্তার টাকা দিয়ে মন খারাপ করে চলে গেলেন।

ডাক্তার আবার সেই ক্লিনিকে যান এবং ইঞ্জিনিয়ারকে বলেন, আমার না কিছু মনে থাকে না। এ কথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পূর্বের বাক্স থেকে পুনরায় সেই কেরোসিন বের করে। এটা দেখে ডাক্তার বলে ওঠেন, এটাতো কেরোসিনের বোতল। একথা শুনে ইঞ্জিনিয়ার বলেন হাসতে হাসতে, দেখলেন আপনার এখন সব মনে পড়ছে। ডাক্তার আবার মন খারাপ করে ৩০০ টাকা দিয়ে বাহিরে চলে আসেন।

কিছুদিন পর ডাক্তার একটা কালো সান গ্লাস পরে এসে ওই ক্লিনিকে গিয়ে বলেন, আমি চোখে ভালো করে কিছু দেখি না। ইঞ্জিনিয়ার বলেন, এই রোগের কোনো চিকিৎসা আমার কাছে নেই, এই নিন ১০০০ টাকা। ডাক্তার বলেন, এ তো ১০০০ নয় ১০০ টাকা। তখন ইঞ্জিনিয়ার বলেন, দেখেছেন, আপনি চোখে স্পষ্ট দেখতে পারেন। দিন আমার ৩০০ টাকা। এবারও মন খারাপ করে চলে যান ডাক্তার।

তানভীর মাহমুদ বাঁধন
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ৩৯৬০০

১। মন্টু ও মশার মধ্যে কথোপোকথন-
মন্টু একদিন দুপুরে বসে ছিল।
হঠাৎ একটা মশা তাকে কামড় দিল
মন্টু : এখন দিনের বেলাও কামড় দিতে হবে?
মশা : কী করমু সাহেব? গরিব মশা আমি।
বাবা-মা হাসপাতালে ভর্তি। ঘরে বিয়ের উপযুক্ত বোন আছে। তার বিয়ে ঠিক হইছে। ছেলেপক্ষ এক লিটার রক্ত যৌতুক দাবি করছে। তাই ওভার টাইম করতাছি।

২। ১ম বন্ধু : কীরে বল্টু, অঙ্ক পরীক্ষা কেমন দিলিরে?
২য় বন্ধু : খুব ভালো। শুধু একটি অঙ্ক ভুল হয়েছে।
১ম বন্ধু : আর বাকিগুলো?
২য় বন্ধু : ওগুলো তো করতেই পারলাম না।

ফানি জোকস

মোঃ সাজু আহমেদ
শ্রেণি : দ্বাদশ, রোল : ৩৬৬১৬

এক দোকানে আগুন লেগেছে। এটা দেখে গাবলু চিন্তা করল, দোকানের ভিতর আটকে পড়াদের উদ্ধার করতে হবে। যেই ভাবা সেই কাজ। গাবলু সোজা আগুন পেরিয়ে দোকানের ভেতর ঢুকে ছয়জনকে বের করে আনল। কিছুক্ষণ পর পুলিশ এসে গাবলুকে ধরে নিয়ে গেল। পরে তার বন্ধু থানায় গিয়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করল, গাবলু তো আগুন থেকে মানুষকে উদ্ধার করেছে। সে তো কোনো অপরাধ করেনি। কথা শুনে পুলিশ রেগে টং, অপরাধ করেনি মানে! সে যাদের দোকান থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে সবাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মী।

শিক্ষার্থী পরিচিতি
একাদশ শ্রেণি

প্রগতি

২০১৭

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

মাহামুদা
৩৭৬০১

জামান
৩৭৬০২

রিয়া
৩৭৬০৩

মাসফি
৩৭৬০৪

নওরিন
৩৭৬০৫

তাবাসসুম
৩৭৬০৬

শ্রান্তি
৩৭৬০৭

বন্যা
৩৭৬০৮

মিফতাহ
৩৭৬০৯

রিয়া
৩৭৬১০

শারমিন ইসলাম
৩৭৬১১

নীলিমা
৩৭৬১২

তাজরিয়ান
৩৭৬১৩

রাবেয়া
৩৭৬১৪

ফাতেমা
৩৭৬১৫

ওয়াহিদা
৩৭৬১৬

ইরা
৩৭৬১৭

শবনম
৩৭৬১৮

মিদুরী
৩৭৬১৯

কেয়া
৩৭৬২০

শারমিন
৩৭৬২২

রাহি
৩৭৬২৩

শামীমা
৩৭৬২৪

ফারিয়া
৩৭৬২৫

ত্রয়া
৩৭৬২৬

দোলা
৩৭৬২৭

নিশা
৩৭৬২৮

শাহরিন
৩৭৬২৯

তন্বী
৩৭৬৩০

তুলি
৩৭৬৩১

রিতি
৩৭৬৩২

জান্নাত
৩৭৬৩৩

শারমিন
৩৭৬৩৪

সায়মা
৩৭৬৩৫

সাবরিনা
৩৭৬৩৬

মরিয়ম
৩৭৬৩৭

রিফাত
৩৭৬৩৮

মাহমুদা
৩৭৬৩৯

আনিকা
৩৭৬৪০

সানজিদাহ্
৩৭৬৪১

রাইসা
৩৭৬৪২

সাফফানা
৩৭৬৪৩

আয়েশা
৩৭৬৪৪

নিশু
৩৭৬৪৫

ছোয়া
৩৭৬৪৬

মুনতাহা
৩৭৬৪৭

সাদিয়া
৩৭৬৪৮

সাদিয়া
৩৭৬৪৯

জান্নাতুল
৩৭৬৫০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

মহিমা
৩৭৬৫১

লাবিবা
৩৭৬৫২

আফসারা
৩৭৬৫৩

সানজিদা
৩৭৬৫৪

ইরা
৩৭৬৫৫

নাসরিন
৩৭৬৫৬

ঐশী
৩৭৬৫৭

আফরিন
৩৭৬৫৮

নাবিলা
৩৭৬৫৯

নাফিয়া
৩৭৬৬০

লাভলী
৩৭৬৬১

সুরাইয়া
৩৭৬৬২

আয়শা
৩৭৬৬৩

সাদিয়া
৩৭৬৬৪

অবন্তি
৩৭৬৬৫

মনি
৩৭৬৬৭

বৃষ্টি
৩৭৬৬৮

ফারজানা
৩৭৬৬৯

অনন্যা
৩৭৬৭০

মিশু
৩৭৬৭১

শান্ত
৩৭৬৭২

জ্যোতি
৩৭৬৭৩

তিন্নি
৩৭৬৭৪

সিনফা
৩৭৬৭৫

হিমুনা
৩৭৬৭৬

শ্রীময়ী
৩৭৬৭৭

মিমি
৩৭৬৭৮

স্নেহা
৩৭৬৭৯

আফিফাহ্
৩৭৬৮০

তুলি
৩৭৬৮১

আইরিন
৩৭৬৮২

আমিনা
৩৭৬৮৩

আদিবা
৩৭৬৮৪

নুসরাত
৩৭৬৮৫

জান্নাতুল
৩৭৬৮৬

তাসনোভা
৩৭৬৮৭

সুমাইয়া
৩৭৬৮৮

সাদিয়া
৩৭৬৮৯

তাসমিন
৩৭৬৯০

মারিয়া
৩৭৬৯১

নীরা
৩৭৬৯২

সাদিয়া
৩৭৬৯৩

রাত্রি
৩৭৬৯৪

শিরীন
৩৭৬৯৫

মেহেরিন
৩৭৬৯৬

প্রিয়া
৩৭৬৯৭

সাদিয়া
৩৭৬৯৮

মেনার
৩৭৬৯৯

শান্তা
৩৭৭০২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

শাম্মী
৩৭৭০৩

সায়মা
৩৭৭০৪

টুম্পা
৩৭৭০৫

নূরজাহান
৩৭৭০৬

তিথি
৩৭৭০৭

ফারিন
৩৭৭০৮

আয়েশা
৩৭৭০৯

সানজানা
৩৭৭১০

কানিজ
৩৭৭১১

জান্নাত
৩৭৭১২

তাইয়বা
৩৭৭১৩

হুমায়রা
৩৭৭১৪

আশা
৩৭৭১৫

মনি
৩৭৭১৬

সাজিয়া
৩৭৭১৭

জেরিন
৩৭৭১৮

জোয়ায়রিয়া
৩৭৭১৯

তাসনিমা
৩৭৭২০

মনিরা
৩৭৭২১

সাদিয়া
৩৭৭২২

আখি
৩৭৭২৩

মনি
৩৭৭২৪

ইমি
৩৭৭২৫

ফাতুন
৩৭৭২৬

ইফা
৩৭৭২৭

অধরা
৩৭৭২৮

মৃত্তিকা
৩৭৭২৯

উপমা
৩৭৭৩০

অতুশী
৩৭৭৩১

নুসরাত
৩৭৭৩২

রীতি
৩৭৭৩৩

সুমাইয়া
৩৭৭৩৪

ইরিনা
৩৭৭৩৫

মীম
৩৭৭৩৬

রিফাত
৩৭৭৩৭

রিফাত
৩৭৭৩৮

জয়নব
৩৭৭৩৯

নুর
৩৭৭৪০

ফাহিমা
৩৭৭৪১

তিতলী
৩৭৭৪২

আমরিন
৩৭৭৪৩

রুপা
৩৭৭৪৪

ফারিয়া
৩৭৭৪৫

প্রিয়াংকা
৩৭৭৪৬

দীনা
৩৭৭৪৭

তামিম
৩৭৭৪৮

তুলি
৩৭৭৪৯

আফসানী
৩৭৭৫০

জান্নাতুল
৩৭৭৫১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

শাম্মি
৩৭৭৫২

লামিয়া
৩৭৭৫৩

নুসরাত
৩৭৭৫৪

তাছিন
৩৭৭৫৫

অর্থী
৩৭৭৫৬

আশরা
৩৭৭৫৭

ইসরাত
৩৭৭৫৮

কনা
৩৭৭৫৯

মীম
৩৭৭৬০

নাসরিন
৩৭৭৬১

লামিয়া
৩৭৭৬২

সৃজনী
৩৭৭৬৩

সিলভীয়া
৩৭৭৬৪

সানজিদা
৩৭৭৬৫

তাহিয়্যাত
৩৭৭৬৬

সাদিয়া
৩৭৭৬৭

ইতি
৩৭৭৬৮

উষ্ণ
৩৭৭৬৯

হাদিয়া
৩৭৭৭০

মমিতা
৩৭৭৭১

মাইসা
৩৭৭৭২

সাগরিকা
৩৭৭৭৩

তাসনীম
৩৭৭৭৪

সুমনা
৩৭৭৭৫

সোনামনি
৩৭৭৭৬

তানিয়া
৩৭৭৭৭

সাদিয়া
৩৭৭৭৮

সামিয়া
৩৭৭৭৯

আঁখি
৩৭৭৮০

মাহদিয়া
৩৭৭৮১

ইতু
৩৭৭৮২

ফাতেমা
৩৭৭৮৩

ইসরাত
৩৭৭৮৪

রিনতি
৩৭৭৮৫

সারা
৩৭৭৮৬

রিপা
৩৭৭৮৭

মিম
৩৭৭৮৮

সারা
৩৭৭৮৯

শাহীনুর
৩৭৭৯০

নাবিলা তানজিনা
৩৭৭৯২

নূরে জান্নাত
৩৭৭৯৩

শারমিন
৩৭৭৯৪

মেহেরুন
৩৭৭৯৫

ইতি
৩৭৭৯৬

তানি
৩৭৭৯৭

রীম
৩৭৭৯৮

তাসলিমা
৩৭৭৯৯

রুবাইয়া
৩৭৮০০

রাবেয়া
৩৭৮০১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

মীম
৩৭৮০২

মীম
৩৭৮০৩

ছামছিয়া
৩৭৮০৪

নুসরাত
৩৭৮০৫

তিথি
৩৭৮০৬

সামিয়া
৩৭৮০৭

নুশরাত
৩৭৮০৮

সাদিয়া
৩৭৮০৯

কারিমা
৩৭৮১০

তানজিনা
৩৭৮১১

নিশাত
৩৭৮১২

হ্যাপি
৩৭৮১৩

আফরিন
৩৭৮১৪

সাদিয়া
৩৭৮১৫

মুনা
৩৭৮১৬

মীম
৩৭৮১৭

প্রান্ত
৩৭৮১৮

মুমু
৩৭৮১৯

নিহার
৩৭৮২০

আনিকা
৩৭৮২১

মুমু
৩৭৮২২

নদী
৩৭৮২৩

কাজল
৩৭৮২৪

লামিয়া
৩৭৮২৫

নদী
৩৭৮২৬

মারিয়া
৩৭৮২৭

আনিকা
৩৭৮২৮

শ্রাবন্তী
৩৭৮২৯

আশা
৩৭৮৩০

ফারজানা
৩৭৮৩১

ইসরাত
৩৭৮৩২

মার্জারিন
৩৭৮৩৩

সিলভিয়া
৩৭৮৩৪

রুফাইদা
৩৭৮৩৫

হৃদিতা
৩৭৮৩৬

স্বর্ণ
৩৭৮৩৭

আর্থী
৩৭৮৩৮

মহিমা
৩৭৮৩৯

মৌমিতা
৩৭৮৪০

মনিকা
৩৭৮৪১

দোলা
৩৭৮৪২

মীম
৩৭৮৪৩

জেসিয়া
৩৭৮৪৪

ইমামা
৩৭৮৪৫

নাফিসা
৩৭৮৪৬

মৌ
৩৭৮৪৭

সুমাইয়া
৩৭৮৪৮

তিথী
৩৭৮৪৯

সালমা আক্তার
৩৭৮৫০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

তিথি
৩৭৮৫১

দিনা
৩৭৮৫২

সুসান
৩৭৮৫৩

ওয়াহিদা
৩৭৮৫৪

রাফা
৩৭৮৫৫

তাহমিনা
৩৭৮৫৬

ফাতেহা রহমান
৩৭৮৫৭

সুনেহরা
৩৭৮৫৮

ফারিয়া
৩৭৮৫৯

নামিরা
৩৭৮৬০

সাবরিনা
৩৭৮৬১

তুষি
৩৭৮৬২

স্বর্ণা
৩৭৮৬৩

হিমিকা
৩৭৮৬৪

তাকিয়া
৩৭৮৬৫

নাবিলা
৩৭৮৬৬

নাজমিম
৩৭৮৬৭

ইশিকা
৩৭৮৬৮

সাদিয়া
৩৭৮৬৯

নাবিলা
৩৭৮৭০

কারিনা
৩৭৮৭১

মৃদুলা
৩৭৮৭২

স্বর্ণা
৩৭৮৭৩

সায়মা
৩৭৮৭৪

সুমাইয়া
৩৭৮৭৫

আদিবা
৩৭৮৭৬

তাকউইন
৩৭৮৭৭

মারিয়া
৩৭৮৭৮

নওশীন
৩৭৮৭৯

মিম
৩৭৮৮০

ফাহিমা
৩৭৮৮১

লুবনা
৩৭৮৮২

মীম
৩৭৮৮৩

সীমা
৩৭৮৮৪

বুশরা
৩৭৮৮৫

নওশিন
৩৭৮৮৬

তামান্না
৩৭৮৮৭

রিয়া
৩৭৮৮৮

পূর্ণতা
৩৭৮৮৯

সায়মা
৩৭৮৯০

স্মৃতি
৩৭৮৯১

সায়মা
৩৭৮৯২

জলি
৩৭৮৯৩

মিমি
৩৭৮৯৪

মীম
৩৭৮৯৫

জায়মা
৩৭৮৯৬

ফারিয়াল
৩৭৮৯৭

রিয়া
৩৭৮৯৮

ইউনা
৩৭৮৯৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ঐশী
৩৭৯০০

মেহেরুন
৩৭৯০১

শামিম
৩৭৯০২

রামিছা
৩৭৯০৩

আরিফা
৩৭৯০৪

আফরিন
৩৭৯০৫

খাদিজা
৩৭৯০৬

তাবাসসুম
৩৭৯০৭

লাইজু
৩৭৯০৮

আফরাহ
৩৭৯০৯

জেরিন
৩৭৯১০

নাইমা
৩৭৯১১

আফরিন
৩৭৯১২

মীম
৩৭৯১৩

কারিমা
৩৭৯১৪

ফাতেমা
৩৭৯১৫

আনজুম
৩৭৯১৬

সিনথিয়া
৩৭৯১৭

পিয়া
৩৭৯১৮

মাইশা
৩৭৯১৯

তাহমিনা
৩৭৯২০

মারওয়া
৩৭৯২১

জলি
৩৭৯২২

সুইটি
৩৭৯২৩

কেয়া
৩৭৯২৪

সুজানা
৩৭৯২৫

স্বর্ণালী
৩৭৯২৬

মিমতা
৩৭৯২৭

নীলিমা
৩৭৯২৮

হালিমা
৩৭৯২৯

মেহেরুন্নেছা
৩৭৯৩০

এ্যাডলিন
৩৭৯৩১

ক্যাথি
৩৭৯৩২

ম্যারিয়ান
৩৭৯৩৩

মুনা
৩৭৯৩৪

ফাহিয়া
৩৭৯৩৫

আহাদ
৩৭৯৩৬

সাদিয়া
৩৭৯৩৭

অরন্য
৩৭৯৩৮

সাদিয়া
৩৭৯৩৯

মাদিহা
৩৭৯৪০

সোহানা
৩৭৯৪১

মারিহা
৩৭৯৪২

ইপ্তি
৩৭৯৪৩

ইসমিতা
৩৭৯৪৪

সামান্তা
৩৭৯৪৫

সাদিয়া
৩৭৯৪৬

তানজিদা
৩৭৯৪৭

সায়মা
৩৭৯৪৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

জান্নাত
৩৭৯৪৯

আয়শা
৩৭৯৫০

ফারহানা
৩৭৯৫১

নেহা
৩৭৯৫২

নাবিলা
৩৭৯৫৩

আমেনা
৩৭৯৫৪

মাইশা
৩৭৯৫৫

মালিহা
৩৭৯৫৬

মেহেরুন
৩৭৯৫৭

রাইয়ানুল
৩৭৯৫৯

আমেনা
৩৭৯৬০

বনি
৩৭৯৬১

দিশা
৩৭৯৬২

তামান্না
৩৭৯৬৩

লতিফা
৩৭৯৬৪

মাইমুনা
৩৭৯৬৫

মাহমুদা
৩৭৯৬৮

ইতি
৩৭৯৭০

সুবর্ণা
৩৭৯৭২

মনিকা
৩৭৯৭৩

দেবসপিতা
৩৭৯৭৪

তৈশী
৩৭৯৭৫

বৃষ্টি
৩৮০০১

তামান্না
৩৮০০২

আশা
৩৮০০৩

পিংকি
৩৮০০৪

মিথিলা
৩৮০০৫

সিফাত
৩৮০০৬

সুমাইয়া
৩৮০০৭

আরিফা
৩৮০০৮

তাসনিম
৩৮০০৯

ফারিহা
৩৮০১০

চাঁদনী
৩৮০১১

হুমায়রাহ্
৩৮০১২

মীম
৩৮০১৩

বুশরা
৩৮০১৪

লামিয়া
৩৮০১৫

হালিমা
৩৮০১৬

রাজিয়া
৩৮০১৭

সাদিয়া
৩৮০১৮

বিভোর
৩৮০১৯

স্নিগ্ধা
৩৮০২০

সুমাইয়া
৩৮০২১

হৃদি
৩৮০২২

সামিয়া
৩৮০২৩

মার্জিয়া
৩৮০২৪

ইসমত
৩৮০২৫

পিয়া
৩৮০২৬

এশা
৩৮০২৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

তাজমুন
৩৮০২৮

মীম
৩৮০২৯

সুমাইয়া
৩৮০৩০

সারা
৩৮০৩১

ইসরাত
৩৮০৩২

তন্বী
৩৮০৩৩

সামিয়া
৩৮০৩৪

আফরিন
৩৮০৩৫

রিমি
৩৮০৩৬

অপসরা
৩৮০৩৭

জারিফা
৩৮০৩৯

নিশাত
৩৮০৪০

তানযীলা
৩৮০৪১

জেরীন
৩৮০৪২

তাসনিম
৩৮০৪৩

জান্নাত
৩৮০৪৪

উজমা
৩৮০৪৫

সায়মা
৩৮০৪৬

সেহ্‌রী
৩৮০৪৭

তাসমিমা
৩৮০৪৮

সুমাইয়া
৩৮০৪৯

তানজিনা
৩৮০৫০

হোমায়রা
৩৮০৫১

নিশাত
৩৮০৫২

বিথী
৩৮০৫৩

মমপি
৩৮০৫৪

ফারিহা
৩৮০৫৫

রাসনা
৩৮০৫৬

তাহসিন
৩৮০৫৭

আনিকা
৩৮০৫৮

মারজিয়া
৩৮০৫৯

আয়শা
৩৮০৬০

নুপুর
৩৮০৬১

মেহের
৩৮০৬২

ফারাহ
৩৮০৬৩

নদী
৩৮০৬৪

বর্ষা
৩৮০৬৫

তন্নি
৩৮০৬৬

আসমা
৩৮০৬৭

তন্বী
৩৮০৬৮

সোচি
৩৮০৬৯

ঐশ্বর্য্য
৩৮০৭০

তামান্না
৩৮০৭১

তামান্না
৩৮০৭২

নাদিয়া
৩৮০৭৩

সুবর্না
৩৮০৭৪

জয়িতা
৩৮০৭৫

আফসানা
৩৮০৭৬

পৃথি
৩৮০৭৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

আসমা
৩৮০৭৮

হুমায়রা
৩৮০৭৯

মীম
৩৮০৮০

রুমা
৩৮০৮১

মিম
৩৮০৮২

পাপিয়া
৩৮০৮৩

ইতু
৩৮০৮৫

সিফাত
৩৮০৮৬

রিদি
৩৮০৮৭

আন্নী
৩৮০৮৮

তাবাচ্ছুম
৩৮০৮৯

নুসরাত
৩৮০৯০

তামান্না
৩৮০৯১

শান্তা
৩৮০৯২

বিথী
৩৮০৯৩

মারিয়া
৩৮০৯৪

রেশমা
৩৮০৯৫

নাহার
৩৮০৯৭

কেয়া
৩৮০৯৮

সানজিদা
৩৮০৯৯

আয়শা
৩৮১০০

খাদিজা
৩৮১০১

হিমা
৩৮১০২

নিঝুম
৩৮১০৩

নিশাত
৩৮১০৪

নিপা
৩৮১০৫

এ্যানি
৩৮১০৬

আনিকা
৩৮১০৭

ইবতিসাম
৩৮১০৮

আফরোজা
৩৮১০৯

রিহাম
৩৮১১০

আনিকা
৩৮১১২

আলদ্বীনি
৩৮১১৩

সূচনা
৩৮১১৪

তান্নী
৩৮১১৫

আঁখি
৩৮১১৬

তাহমিনা
৩৮১১৭

রেমিন
৩৮১১৮

রিয়া
৩৮১১৯

মারজিয়া
৩৮১২০

তাজকিয়া
৩৮১২১

ইলমি
৩৮১২২

আফরিন
৩৮১২৩

নায়না
৩৮১২৪

স্মিতা
৩৮১২৫

সানজীদা
৩৮১২৬

স্মৃতি
৩৮১২৭

মুক্তামনি
৩৮১২৮

শ্রাবনী
৩৮১২৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

নোভা
৩৮১৩০

মিম
৩৮১৩১

আফরিন
৩৮১৩২

সুমাইয়া
৩৮১৩৩

ইসরাত
৩৮১৩৪

রাবেয়া
৩৮১৩৫

তানজিনা
৩৮১৩৬

ঐশী
৩৮১৩৭

বুশরা
৩৮১৩৮

মাহবুবা
৩৮১৩৯

মিথিলা
৩৮১৪০

সুজানা
৩৮১৪১

শিখা
৩৮১৪২

নিশির
৩৮১৪৩

রিসালা
৩৮১৪৪

রুবাইয়া
৩৮১৪৫

রেইকা
৩৮১৪৬

সাদিয়া
৩৮১৪৭

দোলনা
৩৮১৪৮

জিনিয়া
৩৮১৪৯

মুক্তা
৩৮১৫০

মুন
৩৮১৫১

জেসিকা
৩৮১৫২

নুসরাত
৩৮১৫৩

সামিয়া
৩৮১৫৪

সাদিয়া
৩৮১৫৫

অনন্যা
৩৮১৫৬

ফারিহা
৩৮১৫৭

রাইসা
৩৮১৫৮

পান্না
৩৮১৫৯

সামিয়া
৩৮১৬১

ফাইযা
৩৮১৬২

সাদিয়া
৩৮১৬৩

অনিকা
৩৮১৬৪

খালেদা
৩৮১৬৫

তাসনিয়া
৩৮১৬৬

মিমোসা
৩৮১৬৭

নিঝুম
৩৮১৬৮

খালেদা
৩৮১৬৯

নেহা
৩৮১৭০

দিশারী
৩৮১৭১

মিনাল
৩৮১৭২

তায়েবা
৩৮১৭৩

ববি
৩৮১৭৪

সুমাইয়া
৩৮১৭৫

লায়লা
৩৮১৭৬

হৃধী
৩৮১৭৭

কাকন
৩৮১৭৮

দীনা
৩৮১৭৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

মায়িশা
৩৮১৮০

তাজিন
৩৮১৮১

মরিয়ম
৩৮১৮২

জান্নাতুল
৩৮১৮৩

নাসরিন
৩৮১৮৪

অরিন
৩৮১৮৫

শুভ্রা
৩৮১৮৬

নিপা
৩৮১৮৭

রিয়া
৩৮১৮৮

পূর্বা
৩৮১৮৯

তানজিলা
৩৮১৯০

সারা
৩৮১৯১

মনিকা
৩৮১৯২

ফাইজা
৩৮১৯৩

তানজিলা
৩৮১৯৪

সূচনা
৩৮১৯৫

মিম
৩৮১৯৬

অনি
৩৮১৯৭

মেহেতাজ
৩৮১৯৮

আতিয়া
৩৮১৯৯

সুমাইয়া
৩৮২০০

মাসফী
৩৮২০১

রোমানা
৩৮২০২

আয়শা
৩৮২০৩

সামিয়া
৩৮২০৪

আফিফা
৩৮২০৫

সাজিয়া
৩৮২০৬

ইমু
৩৮২০৭

পাঁপড়ি
৩৮২০৮

সিথী
৩৮২০৯

কারিন
৩৮২১০

তসিলা
৩৮২১১

আনিকা
৩৮২১২

রোজা
৩৮২১৩

তিশি
৩৮২১৪

তাহসিনা
৩৮২১৫

রাইহান
৩৮২১৬

ফারিয়া
৩৮২১৭

নওরিন
৩৮২১৮

জয়া
৩৮২১৯

মিম
৩৮২২০

সানজানা
৩৮২২১

সায়মা
৩৮২২২

রাফা
৩৮২২৩

তাসনিম
৩৮২২৫

সানজিদা
৩৮২২৮

মিথি
৩৮২২৯

তুলি
৩৮২৩০

আফরা
৩৮২৩১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ফারিয়া
৩৮২৩২

সোনিয়া
৩৮২৩৩

সুমাইয়া
৩৮২৩৪

ফারজানা
৩৮২৩৫

হোসনেআরা
৩৮২৩৬

মালেকা
৩৮২৩৭

মারিয়া
৩৮২৩৮

রেহনুমা
৩৮২৩৯

জান্নাত
৩৮২৪১

কল্পনা
৩৮২৪২

আরিয়ানা
৩৮২৪৩

জারিন
৩৮২৪৪

তিশা
৩৮২৪৫

ফাতেমা
৩৮২৪৬

কাশফা
৩৮২৪৭

অদিতি
৩৮২৪৮

জারিন
৩৮২৪৯

সুমনা
৩৮২৫০

রাসেল
৩৮২৫২

সাইফুল
৩৮২৫৩

বিপ্লব
৩৮২৫৪

আসিফ
৩৮২৫৫

রাতুল
৩৮২৫৭

ইভা
৩৮৩০১

আজিজুন
৩৮৩০২

নাঈমা
৩৮৩০৩

সায়মা
৩৮৩০৪

যারিন
৩৮৩০৫

নাহিয়ান
৩৮৩০৬

পার্সা
৩৮৩০৭

আদিবা
৩৮৩০৮

মালিহা
৩৮৩০৯

সুশান্তা
৩৮৩১০

জোহা
৩৮৩১২

দিয়া
৩৮৩১৩

ফাবলিহা
৩৮৩১৫

কথা
৩৮৩১৬

মাহি
৩৮৩১৭

মিম
৩৮৩১৮

নাঈমা
৩৮৩১৯

জেনিফার
৩৮৩২০

নাবিলা
৩৮৩২১

সিফাত
৩৮৩২৯

বেলায়েত
৩৮৩৩০

শাহরার
৩৮৩৩১

তাহ্‌ফি
৩৮৩৩২

সাফিন
৩৮৩৩৪

তুষান
৩৮৩৩৫

যুবায়ের
৩৮৩৩৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

শাদমান
৩৮৩৩৭

সাদ
৩৮৩৩৯

রাকিব
৩৮৩৪০

আবরার
৩৮৩৪২

রায়ান
৩৮৩৪৩

মেহেরাজ
৩৮৩৪৫

কলিন্স
৩৮৩৪৬

বনি
৩৮৩৪৭

আসিফ
৩৮৩৪৮

ইয়ামান
৩৮৩৪৯

সাদমান
৩৮৩৫০

রাফি
৩৮৩৫১

ফাহিম
৩৮৩৫২

রাদ
৩৮৩৫৩

শাহরিয়ার
৩৮৩৫৪

শিশির
৩৮৩৫৫

ইশতিয়াক
৩৮৩৫৬

সামিন
৩৮৩৫৭

সৌধ
৩৮৩৫৯

ফারদিন
৩৮৩৬০

ওয়াসী
৩৮৩৬১

মেলসন
৩৮৩৬৩

ইয়ামান
৩৮৩৬৪

মোমেন
৩৮৩৬৫

আকিফ
৩৮৩৬৬

ফেরদৌস
৩৮৩৬৭

ফারহান
৩৮৩৬৮

রেফাঈ
৩৮৩৬৯

সাকলাইন
৩৮৩৭০

সামি
৩৮৩৭১

আল-আমিন
৩৮৩৭৪

সজিব
৩৮৩৭৫

প্রভাত
৩৮৩৭৬

সাকিব
৩৮৩৭৮

লিংকন
৩৮৩৭৯

দ্বীপ
৩৮৩৮০

নাঈম
৩৮৩৮১

মাশরুর
৩৮৩৮২

অনিক
৩৮৩৮৩

ইমন
৩৮৩৮৪

দীপ্র
৩৮৩৮৫

ফয়সাল
৩৮৩৮৬

শোভন
৩৮৩৮৭

তানভীর
৩৮৩৮৮

সামস্
৩৮৩৮৯

আইমান
৩৮৩৯০

সাজিদ
৩৮৩৯২

সজীব
৩৮৩৯৩

ঈশরাক
৩৮৩৯৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

আফনান
৩৮৩৯৫

আলিফ
৩৮৩৯৬

তাওহীদুল
৩৮৩৯৭

তন্ময়
৩৮৪০১

রফিকুল
৩৮৪০২

আব্দুল করিম
৩৮৪০৩

তারিক
৩৮৪০৪

আবিদ
৩৮৪০৫

পারভেজ
৩৮৪০৬

ফয়সাল
৩৮৪০৭

রাতুল
৩৮৪০৮

রাদমান
৩৮৪০৯

ফয়েজ
৩৮৪১০

আবিদ
৩৮৪১১

পিহান
৩৮৪১২

নাজমুল
৩৮৪১৩

স্বপ্নীল
৩৮৪১৪

সুজন
৩৮৪১৫

শাফিন
৩৮৪১৬

হিমেল
৩৮৪১৭

হাসান
৩৮৪১৮

প্রান্ত
৩৮৪১৯

মেরাজ
৩৮৪২০

মেরাজ
৩৮৪২১

শাকিল
৩৮৪২২

আলিফ
৩৮৪২৩

ফাহিম
৩৮৪২৪

জাহিদ
৩৮৪২৫

তাহমিদ
৩৮৪২৬

নাহিয়ান
৩৮৪২৭

সাদ্দাম
৩৮৪২৯

পাপ্পু
৩৮৪৩০

মাথিন
৩৮৪৩১

রাসেল
৩৮৪৩২

আসিফ
৩৮৪৩৩

সাকিব
৩৮৪৩৪

শ্রাবন
৩৮৪৩৫

সাকলাইন
৩৮৪৩৮

দিমান
৩৮৪৩৯

শাহরিয়ার
৩৮৪৪০

সাগির
৩৮৪৪১

আকাশ
৩৮৪৪২

চয়ন
৩৮৪৪৩

সৃজন
৩৮৪৪৪

মেহেদী
৩৮৪৪৫

আসিফ
৩৮৪৪৬

শাওন
৩৮৪৪৭

এহসান
৩৮৪৪৮

ইয়াছিন
৩৮৪৪৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

অনিদ্র
৩৮৪৫০

পনির
৩৮৪৫১

অপূর্ব
৩৮৪৫২

লিটন
৩৮৪৫৩

মারুফ
৩৮৪৫৪

নাঈম
৩৮৪৫৫

শান্ত
৩৮৪৫৬

অর্পন
৩৮৪৫৭

রাব্বি
৩৮৪৫৯

জগলুল
৩৮৪৬০

আলামিন
৩৮৪৬১

জিহাদ
৩৮৪৬৩

লাবিব
৩৮৪৬৪

সোহাদ
৩৮৪৬৭

রাকিব
৩৮৪৬৮

আব্দুল্লাহ
৩৮৪৬৯

সিয়াম
৩৮৪৭০

ফারহান
৩৮৪৭১

মেহেদী
৩৮৪৭২

নাইমুর
৩৮৪৭৩

আতিক
৩৮৪৭৪

আদনান
৩৮৪৭৫

রাফি
৩৮৪৭৭

ইয়ামান
৩৮৪৭৮

নাজমুল
৩৮৪৭৯

শান্ত
৩৮৪৮০

সামি
৩৮৪৮১

রংগন
৩৮৪৮৫

রাকিব
৩৮৪৮৬

তাজিম
৩৮৪৮৭

সিহাব
৩৮৪৮৯

নাহিদ
৩৮৪৯০

রাব্বি
৩৮৪৯১

ইমরান
৩৮৪৯২

সাগর
৩৮৪৯৩

রিয়াদ
৩৮৪৯৪

জয়
৩৮৪৯৫

রাহাত
৩৮৪৯৬

সামির
৩৮৪৯৭

তানভীর
৩৮৪৯৮

আরাফাত
৩৮৪৯৯

সাগর
৩৮৫০০

আশরাফুল
৩৮৫০১

রাকিব
৩৮৫০২

মাশরুর
৩৮৫০৩

তাসকিন
৩৮৫০৪

হিমেল
৩৮৫০৫

আলিফ
৩৮৫০৭

শুভ
৩৮৫০৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

রিফাত
৩৮৫০৯

নাবিল
৩৮৫১১

সৈকত
৩৮৫১২

আলামিন
৩৮৫১৩

শায়ক
৩৮৫১৪

জিয়ন
৩৮৫১৫

জুনায়েদ
৩৮৫১৬

জিসান
৩৮৫১৭

নাজমুল
৩৮৫১৮

সোয়াইব
৩৮৫২০

তানভীর
৩৮৫২১

সামির
৩৮৫২৩

জুহায়ের
৩৮৫২৪

রাফসান
৩৮৫২৫

আব্দুল্লাহ
৩৮৫২৬

রাজু
৩৮৫২৭

সানজিদ
৩৮৫২৮

জোয়াশ
৩৮৫৩০

লিয়ন
৩৮৫৩১

ইব্রাহীম
৩৮৫৩২

তানভীর
৩৮৫৩৩

তানিজ
৩৮৫৩৪

ইমরান
৩৮৫৩৫

তরিকুল
৩৮৫৩৬

বাশার
৩৮৫৩৭

রাব্বি
৩৮৫৩৮

তানভীর
৩৮৫৩৯

ঋত্বিক
৩৮৫৪০

ফয়সাল
৩৮৫৪২

ফাহাদ
৩৮৫৪৩

সৌহার্দ্য
৩৮৫৪৪

আবু বকর
৩৮৫৪৫

হৃদয়
৩৮৫৪৬

প্রসূন
৩৮৫৪৭

মেহেদি
৩৮৫৪৮

সুসান
৩৮৫৪৯

সাজ্জাদ
৩৮৫৫০

সৌরভ
৩৮৫৫১

আম্মান
৩৮৫৫৪

প্রান্ত
৩৮৫৫৫

রাসেদ
৩৮৫৫৬

শিমুল
৩৮৫৫৭

মেহেদী
৩৮৫৫৮

নিবিড়
৩৮৫৫৯

সাগর
৩৮৫৬০

ইয়াছিন
৩৮৫৬২

আদিল
৩৮৫৬৩

আল-আমিন
৩৮৫৬৪

মিনহাজ
৩৮৫৬৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

অর্পন
৩৮৫৬৮

শাকিল
৩৮৫৭০

শান্ত
৩৮৫৭১

মায়েস
৩৮৫৭৩

মুন্না
৩৮৫৭৫

মিনহাজ
৩৮৫৭৬

কিবরিয়া
৩৮৫৭৭

মেহেদী
৩৮৫৭৯

রনি
৩৮৫৮০

মাইম
৩৮৫৮১

নাজমুল
৩৮৫৮২

ফাহিম
৩৮৫৮৪

ইব্রাহিম
৩৮৫৮৫

নাফিজ
৩৮৫৮৬

লোকনাথ
৩৮৫৮৭

আরিফ
৩৮৫৮৮

আলফি
৩৮৫৯০

জিদান
৩৮৫৯১

আসিফ
৩৮৫৯২

আফ্রিদী
৩৮৫৯৩

সোহান
৩৮৫৯৪

রাব্বি
৩৮৫৯৬

জনি
৩৮৫৯৭

রনি
৩৮৫৯৯

মেরাজ
৩৮৬০০

নিলয়
৩৮৬০১

তাসীন
৩৮৬০২

ফাহিম
৩৮৬০৩

প্রশান্ত
৩৮৬০৪

ইফতি
৩৮৬০৫

দাইয়ান
৩৮৬০৬

আসিক
৩৮৬০৭

সিয়াম
৩৮৬০৮

অর্নব
৩৮৬০৯

কাইফ
৩৮৬১০

রাহাতুল
৩৮৬১১

ফাহিম
৩৮৬১২

রবিউল
৩৮৬১৩

সমীর
৩৮৬১৪

রায়হান
৩৮৬১৫

রাফি
৩৮৬১৬

জোহা
৩৮৬১৭

আকিব
৩৮৬১৯

ইশরাক
৩৮৬২১

শান
৩৮৬২২

আসিফ
৩৮৬২৩

জয়
৩৮৬২৪

মো: আজমাইন
৩৮৬২৫

নাহিয়ান
৩৮৬২৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সাকিব
৩৮৬২৭

তাসদিকুর
৩৮৬২৮

সোহেল
৩৮৬২৯

শাওন
৩৮৬৩০

আহনাফ
৩৮৬৩১

নূর-এ-এলাহী
৩৮৬৩৩

অনিক
৩৮৬৩৪

নাজমুল
৩৮৬৩৫

প্রীতম
৩৮৬৩৬

তোফাজ্জেল
৩৮৬৩৮

শাকিল
৩৮৬৩৯

হৃদয়
৩৮৬৪০

ইমতিয়াজ
৩৮৬৪১

নাঈমুর
৩৮৬৪২

আশিকুল
৩৮৬৪৩

শাকিল
৩৮৬৪৪

হাসিবুল
৩৮৬৪৫

সাব্বির
৩৮৬৪৬

দিপ্ত
৩৮৬৪৭

দ্বীপবিন্দু
৩৮৬৫১

তৌকির
৩৮৬৫২

মাহাবুব
৩৮৬৫৩

মাজহার
৩৮৬৫৪

জারীর
৩৮৬৫৫

রুপল
৩৮৬৫৬

আসিফ
৩৮৬৫৭

জুনায়েদ
৩৮৬৫৮

আদনান
৩৮৬৫৯

আকরাম
৩৮৬৬০

ফয়সাল
৩৮৬৬১

আফজাল
৩৮৬৬২

সানজাম
৩৮৬৬৩

সৌরভ
৩৮৬৬৪

সাকিব
৩৮৬৬৫

তাওশীপ
৩৮৬৬৬

আকাশ
৩৮৬৬৮

নাজমুল
৩৮৬৬৯

মাসুদ
৩৮৬৭০

রিয়াদ
৩৮৬৭১

রাফি
৩৮৬৭২

ইমন
৩৮৬৭৪

মেহেরাব
৩৮৬৭৫

উৎস
৩৮৬৭৬

আল-আমিন
৩৮৬৭৭

শোয়েব
৩৮৬৭৮

ফখরুল
৩৮৬৮০

রিফাত
৩৮৬৮১

ইশরাক
৩৮৬৮২

হাসান
৩৮৬৮৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

মারুফ
৩৮৬৮৪

সামির
৩৮৬৮৫

সাকিব
৩৮৬৮৬

ইমন
৩৮৬৮৭

মিথুল
৩৮৬৮৮

সাজিদ
৩৮৬৮৯

অয়াহিদুর
৩৮৬৯০

ওসমান
৩৮৬৯২

আয়ান
৩৮৬৯৩

তানভীর
৩৮৬৯৪

ফাহাদ
৩৮৬৯৫

সিজান
৩৮৬৯৬

আরিফ
৩৮৬৯৭

রাইসুল
৩৮৬৯৮

হানিফ
৩৮৬৯৯

রাজন
৩৮৭০০

নাজমুল
৩৮৭০১

মেহেদী
৩৮৭০২

রিয়াজ
৩৮৭০৩

হিমেল
৩৮৭০৪

ধ্রুব
৩৮৭০৫

ফাইয়াজ
৩৮৭০৬

ইমরান
৩৮৭০৭

দিহান
৩৮৭০৮

জারিফ
৩৮৭০৯

রিফাত
৩৮৭১১

সাখাওয়াত
৩৮৭১২

রাকিব
৩৮৭১৩

মেহেদী
৩৮৭১৪

মোরশেদ
৩৮৭১৫

রিফাত
৩৮৭১৬

রিদোয়ান
৩৮৭১৭

মাসুম
৩৮৭১৮

ইয়াসিন
৩৮৭২০

সৌরভ
৩৮৭২১

পারভেজ
৩৮৭২২

রাফা
৩৮৭২৩

তুরান
৩৮৭২৪

মেহেদী
৩৮৭২৫

জাদির
৩৮৭২৭

শামীম
৩৮৭৩০

আবদুল্লাহ
৩৮৭৩১

আকিব
৩৮৭৩২

নাঈম
৩৮৭৩৩

ফ্লামিক
৩৮৭৩৫

মিদুল
৩৮৭৩৬

ইফতি
৩৮৭৩৭

রিফাত
৩৮৭৩৮

রাকিব
৩৮৭৩৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

শাকিব
৩৮৭৪০

মোমিন
৩৮৭৪১

অভয়
৩৮৭৪২

তন্ময়
৩৮৭৪৩

লিয়ন
৩৮৭৪৪

তওশীব
৩৮৭৪৫

বাপ্পী
৩৮৭৪৬

ফয়সাল
৩৮৭৫১

সাদমান
৩৮৭৫২

ফাহাদ
৩৮৭৫৩

জনি
৩৮৭৫৫

রিমন
৩৮৭৫৬

জোনাক
৩৮৭৫৭

শয়ন
৩৮৭৫৮

জহিরুল
৩৮৭৫৯

আসিফ
৩৮৭৬০

তাসকিন
৩৮৭৬১

কাওছার
৩৮৭৬২

রাফসান
৩৮৭৬৩

হৃদয়
৩৮৭৬৪

খালিদ
৩৮৭৬৫

লোকমান
৩৮৭৬৬

আরাফাত
৩৮৭৬৭

আবু বক্কর
৩৮৭৬৮

শাহানুর
৩৮৭৬৯

শাফায়েত
৩৮৭৭০

রাফি
৩৮৭৭১

ইয়াসির
৩৮৭৭৩

নাসিফ
৩৮৭৭৪

আঃ রশিদ
৩৮৭৭৬

রায়হান
৩৮৭৭৭

সাইদুর
৩৮৭৭৮

বিল্লাল
৩৮৭৭৯

তানজির
৩৮৭৮০

শুভ
৩৮৭৮১

শান্ত
৩৮৭৮২

নাদিম
৩৮৭৮৩

আদনান
৩৮৭৮৪

মিনহাজ
৩৮৭৮৫

সানজিদ
৩৮৭৮৬

রাহাত
৩৮৭৮৭

লাবিব
৩৮৭৮৮

প্রিন্স
৩৮৭৮৯

আহনাফ
৩৮৭৯০

সেলিম
৩৮৭৯২

রবিন
৩৮৭৯৪

জাহিদ
৩৮৭৯৫

তাওহীদ
৩৮৭৯৬

সাকিব
৩৮৭৯৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

শান্ত
৩৮৮০০

রাকিব
৩৮৮০১

অনির্বান
৩৮৮০২

জাবের
৩৮৮০৪

আরিফ
৩৮৮০৫

মাহিন
৩৮৮০৬

মেঝবাহ
৩৮৮০৭

মাহিন
৩৮৮০৮

সুপ্রভ
৩৮৮০৯

সাইফুজ্জামান
৩৮৮১০

শান্ত
৩৮৮১১

প্রহর
৩৮৮১২

সবুজ
৩৮৮১৬

অপূর্ব
৩৮৮১৮

আহমেদ
৩৮৮১৯

সুমন
৩৮৮২০

মাইনুদ্দিন
৩৮৮২১

সাগর
৩৮৮২২

আতিকুর
৩৮৮২৩

রাহুল
৩৮৮২৪

রায়হান
৩৮৮২৫

হাসান
৩৮৮২৬

হাসানুল
৩৮৮২৭

সিফাত
৩৮৮২৮

রমজান
৩৮৮২৯

সাইম
৩৮৮৩০

তানভীর
৩৮৮৩২

মৃদুল
৩৮৮৩৩

তিলক
৩৮৮৩৪

অপূর্ব
৩৮৮৩৫

অম্লান
৩৮৮৩৬

নাহিদুল
৩৮৮৩৭

ইয়াহিয়া
৩৮৮৩৮

আসিফ
৩৮৮৩৯

মোবারক
৩৮৮৪০

হাসান
৩৮৮৪১

প্রমিজ
৩৮৮৪৩

সাজিদ
৩৮৮৪৪

জিশান
৩৮৮৪৫

ইমন
৩৮৮৪৬

তানভীর
৩৮৮৪৭

রিয়াদ
৩৮৮৪৮

রায়হান
৩৮৮৪৯

তুষার
৩৮৮৫০

ফায়সাল
৩৮৮৫১

নাঈমুল
৩৮৮৫৩

মিরাজ
৩৮৮৫৪

ফিরোজ
৩৮৮৫৫

আকাইদ
৩৮৮৫৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

প্রান্ত
৩৮৮৫৮

হাসিব
৩৮৮৬০

সোহাগ
৩৮৮৬১

হোরায়রা
৩৮৮৬২

সাঈদ
৩৮৮৬৩

রাতুল
৩৮৮৬৪

দিগন্ত
৩৮৮৬৫

রাহাদ
৩৮৮৬৬

রহিম
৩৮৮৬৮

মামুন
৩৮৮৬৯

ওয়াকিব
৩৮৮৭০

তাওসিফ
৩৮৮৭১

নিশাত
৩৮৮৭২

রাকিব
৩৮৮৭৪

নাফিউ
৩৮৮৭৫

রবিউল
৩৮৮৭৬

হুমায়ুন
৩৮৮৭৭

মেহেদী
৩৮৮৭৮

অপূর্ব
৩৮৮৭৯

নাজিউর
৩৮৮৮০

রেদোয়ান
৩৮৮৮১

আকিব
৩৮৮৮২

নাঈম
৩৮৮৮৩

শশাঙ্ক
৩৮৮৮৪

ফাইজুর
৩৮৮৮৫

সাইকুর
৩৮৮৮৬

নাইম
৩৮৮৮৭

মেহ্‌রাব
৩৮৮৮৮

ফাহিম
৩৮৮৮৯

আল-আমিন
৩৮৮৯০

জয় পাল
৩৮৮৯১

মাসুম
৩৮৮৯২

অনিক
৩৮৮৯৩

সুমন
৩৮৮৯৪

শ্রাবণ
৩৮৮৯৫

মেহেদী
৩৮৮৯৬

সাঈদ
৩৮৮৯৭

তৌহিদ
৩৮৮৯৮

তারেক
৩৮৮৯৯

দিপ্ত
৩৮৯০০

ফয়সাল
৩৮৯০২

তন্ময়
৩৮৯০৪

মুগ্ধ
৩৮৯০৫

তামজিদ
৩৮৯০৬

সামি
৩৮৯০৭

সামিন
৩৮৯০৮

হাসিব
৩৮৯০৯

সাকিব
৩৮৯১০

আরিফ
৩৮৯১১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সৈকত
৩৮৯১২

আল-রাহিব
৩৮৯১৩

হাসান
৩৮৯১৪

সবুজ
৩৮৯১৫

তাহছীন
৩৮৯১৬

হাসিব
৩৮৯১৭

আমান
৩৮৯১৮

পারভেজ
৩৮৯১৯

রাকিব
৩৮৯২১

খায়রুল
৩৮৯২২

ফারহান
৩৮৯২৩

মৃদু
৩৮৯২৪

বিধান
৩৮৯২৫

মেহেরাব
৩৮৯২৭

আদিব
৩৮৯২৮

আসাদুল
৩৮৯২৯

রাতুল
৩৮৯৩০

অয়ন
৩৮৯৩১

ইমন
৩৮৯৩২

নোমান
৩৮৯৩৩

তাজ
৩৮৯৩৪

সাগর
৩৮৯৩৫

আবির
৩৮৯৩৬

শাহাদাৎ
৩৮৯৩৭

মাসুদ
৩৮৯৩৮

মাইনুর
৩৮৯৩৯

নিহাদ
৩৮৯৪০

আশরাফ
৩৮৯৪১

মেহেদী
৩৮৯৪৩

শহিদুল
৩৮৯৪৪

জিসান
৩৮৯৪৫

নিরব
৩৮৯৪৬

সানি
৩৮৯৪৭

খালেদ
৩৮৯৪৮

আবরার
৩৮৯৪৯

শরিফুল
৩৮৯৫০

ইভান
৩৮৯৫১

এহসানুল
৩৮৯৫২

রিদওয়ান
৩৮৯৫৩

অমিত
৩৮৯৫৪

ফরহাদ
৩৮৯৫৬

সৈকত
৩৮৯৫৭

নাবিল
৩৮৯৫৮

নাঈম
৩৮৯৫৯

ইমরান
৩৮৯৬১

সাইদ
৩৮৯৬২

আশফাকুল
৩৮৯৬৩

সাখাওয়াত
৩৮৯৬৪

মোস্তাফিজুর
৩৮৯৬৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

হানিফ
৩৮৯৬৬

গৌরব
৩৮৯৬৮

সজল
৩৮৯৬৯

সজিব
৩৮৯৭০

আদিত
৩৮৯৭২

দীপ্ত
৩৮৯৭৪

আবির
৩৮৯৭৫

তপু
৩৮৯৭৬

অন্তর
৩৮৯৭৭

মুন্না
৩৮৯৭৮

আকাশ
৩৮৯৮১

রেজানূর
৩৮৯৮২

ইমন
৩৮৯৮৩

জীবন
৩৮৯৮৪

লিয়ন
৩৮৯৮৫

হৃদয়
৩৮৯৮৬

অনিক
৩৮৯৮৮

রাসেল
৩৮৯৯০

সাজিদ
৩৮৯৯১

সানিয়াদ
৩৮৯৯২

শাবাব
৩৮৯৯৩

মুনতাসির
৩৮৯৯৪

রাফিদ
৩৮৯৯৬

রিয়াদ
৩৮৯৯৭

আবরার
৩৯০০০

সাকিন
৩৯০০২

ফাহিম
৩৯০০৩

আবির
৩৯০০৪

সাব্বির
৩৯০০৫

কাইউম
৩৯০০৬

মেহেদী
৩৯০০৭

পারভেজ
৩৯০০৮

আয়মান
৩৯০০৯

বিজয়
৩৯০১০

অন্তর
৩৯০১১

মিলফি
৩৯০১২

তানভির
৩৯০১৩

মনসুর
৩৯০১৪

রাকিব
৩৯০১৫

অনিক
৩৯০১৬

সিহাব
৩৯০১৮

আলম
৩৯০১৯

রোহান
৩৯০২০

আতিফ
৩৯০২১

আল-আমিন
৩৯০২২

সাইফুল
৩৯০২৩

কাওছার
৩৯০২৪

শান্ত
৩৯০২৫

রিদন
৩৯০২৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ফাহাদ
৩৯০২৭

নবীন
৩৯০২৮

মাহিম
৩৯০২৯

সামি
৩৯০৩০

আলীমু
৩৯০৩১

তাইফুর
৩৯০৩২

আব্দুল্লাহ
৩৯০৩৩

শাওন
৩৯০৩৪

রিয়াদ
৩৯০৩৫

মেহেরাব
৩৯০৩৬

জার্জিস
৩৯০৩৭

অমিত
৩৯০৩৮

সামি
৩৯০৩৯

টিপু
৩৯০৪০

মোরশেদ
৩৯০৪১

আলিফ
৩৯০৪২

সামিন
৩৯০৪৩

শান্ত
৩৯০৪৪

মারুফ
৩৯০৪৫

শাওন
৩৯০৪৬

ফয়সাল
৩৯০৪৭

তানভীর
৩৯০৪৯

সোয়েব
৩৯০৫১

কাউছার
৩৯০৫২

মেহেদী
৩৯০৫৩

অন্তর
৩৯০৫৪

হাসান
৩৯০৫৫

মাইনুল
৩৯০৫৬

ফিদা
৩৯০৫৭

সিরাজুল
৩৯০৫৮

মোঃ আবু তালেব
৩৯০৫৯

নাঈম
৩৯০৬০

আবিদ
৩৯০৬১

রেজা
৩৯০৬২

পারভেজ
৩৯০৬৩

রাফি
৩৯০৬৪

ফাহাদ
৩৯০৬৫

তূর্য্য
৩৯০৬৬

আসিফ
৩৯০৬৭

ইরাস
৩৯০৬৮

সিয়াম
৩৯০৬৯

মাসুক
৩৯০৭০

নাঈম
৩৯০৭১

জয়
৩৯০৭২

রৌদ্র
৩৯০৭৩

রাশেদুল
৩৯০৭৪

নিলয়
৩৯০৭৫

ওসামা
৩৯০৭৬

প্রশান্ত
৩৯০৭৭

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

নাফিস
৩৯০৭৮

হামিম
৩৯০৭৯

তসলিম
৩৯০৮০

রাতুল
৩৯০৮১

সাহাবী
৩৯০৮২

দিপ্ত
৩৯০৮৩

সুজন
৩৯০৮৪

রনি
৩৯০৮৫

জুবাইর
৩৯০৮৬

ইমন
৩৯০৮৭

স্বপ্নীল
৩৯০৮৮

তাজভীর
৩৯০৮৯

রাব্বী
৩৯০৯১

জয়দীপ
৩৯০৯২

জায়েদী
৩৯০৯৩

দ্বীপ
৩৯০৯৪

নাফিস
৩৯০৯৫

আজহারুল
৩৯০৯৬

সাঈদ
৩৯০৯৭

নাহিদ
৩৯০৯৮

সুদীপ্ত
৩৯১০০

আবির
৩৯১০২

ইমন
৩৯১০৩

মাইদুল
৩৯১০৪

নাসিফ
৩৯১০৫

তাকিউল
৩৯১০৬

হৃদয়
৩৯১০৭

রোকন
৩৯১০৮

সাজ্জাদ
৩৯১০৯

ফিদা
৩৯১১০

পার্থ
৩৯১১১

রাজ
৩৯১১২

রাজ
৩৯১১৩

সাফায়াত
৩৯১১৪

গালিব
৩৯১১৬

আফিক
৩৯১১৭

আশরাফুল
৩৯১১৮

তাহমিদ
৩৯১১৯

ছোটন
৩৯১২০

সোহান
৩৯১২১

সাইফ
৩৯১২২

আকাশ
৩৯১২৪

সেলিম
৩৯১২৫

জাবেদ
৩৯১২৬

মেরাজুল
৩৯১২৮

হামজা
৩৯১২৯

সজিব
৩৯১৩১

রাব্বি
৩৯১৩২

তারেক
৩৯১৩৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সজীব
৩৯১৩৪

রকিবুল
৩৯১৩৫

জাহান
৩৯১৩৬

মুশফিক
৩৯১৩৭

টিটু
৩৯১৩৮

মাহিম
৩৯১৩৯

রাহীম
৩৯১৪০

মশিউর
৩৯১৪১

তানজিল
৩৯১৪২

শাদমান
৩৯১৪৩

রামীম
৩৯১৪৪

কাউছার
৩৯১৪৫

মাহিন
৩৯১৪৬

রিমন
৩৯১৪৭

হাসিবুর
৩৯১৪৮

জীবন
৩৯১৪৯

আজওয়াদ
৩৯১৫০

আশিক
৩৯১৫১

ওয়ালিদ
৩৯১৫২

আকাশ
৩৯১৫৩

তানজিমুল
৩৯১৫৪

সাকী
৩৯১৫৫

খালিদ
৩৯১৫৬

সরল
৩৯১৫৭

হৃদয়
৩৯১৫৮

আকরাম
৩৯১৫৯

মনোয়ার
৩৯১৬০

জামিল
৩৯১৬১

ফারহান
৩৯১৬২

নাঈম
৩৯১৬৩

ফারদীন
৩৯১৬৪

আনোয়ার
৩৯১৬৫

ইমন
৩৯১৬৬

শাকিল
৩৯১৬৭

আহাদ
৩৯১৬৮

সাজ্জাদ
৩৯১৬৯

মেহরাব
৩৯১৭০

আল নূর
৩৯১৭১

জাহিদ
৩৯১৭২

শাহরিয়ার
৩৯১৭৩

আযান
৩৯১৭৪

সাদমান
৩৯১৭৫

সায়মন
৩৯১৭৬

বিশাল
৩৯১৭৭

হিমেল
৩৯১৭৮

আহসানুল
৩৯১৭৯

মুশফিকুর
৩৯১৮০

সাহান
৩৯১৮১

সুশান্ত
৩৯১৮২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সাইফ
৩৯১৮৩

রাকিব
৩৯১৮৪

আব্দুল্লাহ
৩৯১৮৫

নাহিদ
৩৯১৮৬

শাকের
৩৯১৮৭

সাহিল
৩৯১৮৮

সাকিব
৩৯১৯২

মন্ময়
৩৯১৯৩

রাসফিক
৩৯১৯৪

নিজাম
৩৯১৯৫

রাহুল
৩৯১৯৬

অয়ন
৩৯১৯৭

মুন
৩৯১৯৮

সাকিব
৩৯১৯৯

সাব্বির
৩৯২০০

শুভ
৩৯২০২

মাহাথির
৩৯২০৩

শাওন
৩৯২০৪

ফারদিন
৩৯২০৫

অয়ন
৩৯২০৬

মুগ্ধ
৩৯২০৭

তৌহিদ
৩৯২০৮

মাহিদুল
৩৯২০৯

জিদান
৩৯২১০

মুনেম
৩৯২১১

কাউছার
৩৯২১২

শাকিব
৩৯২১৪

আহাদ
৩৯২১৫

বিপুল
৩৯২১৬

রাকিব
৩৯২১৭

বিজয়
৩৯২১৮

ফয়সাল
৩৯২১৯

সামী
৩৯২২০

দিহান
৩৯২২১

জিতু
৩৯২২২

আবিদ
৩৯২২৩

শাহরিয়া
৩৯২২৫

তাসরিফুল
৩৯২২৭

মহিদুল
৩৯২২৮

রাকিবুল
৩৯২২৯

মাহবুব
৩৯২৩১

ওমর
৩৯২৩২

জাহিদ
৩৯২৩৩

জিসান
৩৯২৩৫

মিলন
৩৯২৩৬

রেদওয়ান
৩৯২৩৭

তাসরিফ
৩৯২৩৮

সিফাত
৩৯২৩৯

আশরাফ
৩৯২৪০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

রিফাত
৩৯২৪২

সাগর
৩৯২৪৩

ফারদিন
৩৯২৪৪

সামিদুল
৩৯২৪৬

ইয়াসীন
৩৯২৪৭

সাগর
৩৯২৪৮

ফেরদৌস
৩৯২৪৯

নাঈম
৩৯২৫১

আবদুর
৩৯২৫২

কাবিল
৩৯২৫৩

আবু বকর
৩৯২৫৪

নাহিদ
৩৯২৫৫

শাকিল
৩৯২৫৬

আরিফ
৩৯২৫৭

নাদিম
৩৯২৫৮

মোজাম্মেল
৩৯২৫৯

প্রিন্স
৩৯২৬১

পলাশ
৩৯২৬২

জাকারিয়া
৩৯২৬৩

সোহেল
৩৯২৬৪

ওহিদুল
৩৯২৬৫

মামুনুর
৩৯২৬৬

পারভেজ
৩৯২৬৭

জাবেদ
৩৯২৬৮

তানিজম
৩৯২৬৯

শরিফুল
৩৯২৭০

মোহাম্মদ
৩৯২৭১

আশিক
৩৯২৭২

আরাফাত
৩৯২৭৩

আবদুল্লাহ
৩৯২৭৪

সৌমিক
৩৯২৭৫

নাঈম
৩৯২৭৬

হাসিবুল
৩৯২৭৭

শুভ
৩৯২৭৮

ওয়ালিউল্লাহ
৩৯২৭৯

স্মরণ
৩৯২৮০

নাফিজ
৩৯২৮১

নাঈম
৩৯২৮২

শাকিল
৩৯২৮৩

রিয়াদ
৩৯২৮৪

রিফাত
৩৯২৮৫

রাহাত
৩৯২৮৬

ফরহাদ
৩৯২৮৭

নিলয়
৩৯২৮৮

সিয়াম
৩৯২৮৯

রাকিব
৩৯২৯০

রাজন
৩৯২৯১

অনিক
৩৯২৯২

নিঝুম
৩৯২৯৩

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

রায়হান
৩৯২৯৪

সিয়াম
৩৯২৯৫

পিয়াল
৩৯২৯৬

মাসুম
৩৯২৯৭

জামিউল
৩৯২৯৮

মেরাজুল
৩৯২৯৯

রাহাত
৩৯৩০০

অনন্ত
৩৯৩০১

সিরাজুল
৩৯৩০২

ফয়সাল
৩৯৩০৩

রিপন
৩৯৩০৫

বিবরাজ
৩৯৩০৬

তাজুন
৩৯৩০৭

রাকিব
৩৯৩০৯

রাসিব
৩৯৩১০

সিয়াম
৩৯৩১১

অনিকেত
৩৯৩১৩

নাহিন
৩৯৩১৪

মাসরুর
৩৯৩১৫

হামিম
৩৯৩১৬

তাশরিফ
৩৯৩১৭

শাহিনুর
৩৯৩১৮

সাফওয়ানুল
৩৯৩১৯

রাহাত
৩৯৩২০

আবির
৩৯৩২১

তন্ময়
৩৯৩২২

সিহানুর
৩৯৩২৩

রুবেল
৩৯৩২৪

মাহমুদুর
৩৯৩২৫

রিফাত
৩৯৩২৭

হাবিব
৩৯৩২৮

সিয়াম
৩৯৩২৯

আহনাফ
৩৯৩৩০

রহমত
৩৯৩৩১

রিফাত
৩৯৩৩৩

নিহাল
৩৯৩৩৪

শোভন
৩৯৩৩৬

ফয়সাল
৩৯৩৩৭

আব্দুর
৩৯৩৩৮

নাঈম
৩৯৩৩৯

নিলয়
৩৯৩৪০

শাহারিয়ার
৩৯৩৪১

জাওয়াদ
৩৯৩৪২

নাইমুর
৩৯৩৪৪

সালমান
৩৯৩৪৫

উৎস
৩৯৩৪৬

ওমেল
৩৯৩৪৭

রবিউল
৩৯৩৪৮

হাসান
৩৯৩৪৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

স্বপ্নীল
৩৯৩৫০

নোমান
৩৯৩৫১

জহির
৩৯৩৫২

ওয়াহিদুর
৩৯৩৫৩

শিবলী
৩৯৩৫৪

ইয়াসিন
৩৯৩৫৫

মুক্তাদীর
৩৯৩৫৭

আরাফ
৩৯৩৫৮

নাফি
৩৯৩৫৯

সাকিব
৩৯৩৬০

রহিছ
৩৯৩৬১

তামজীদ
৩৯৩৬২

রাইয়ান
৩৯৩৬৩

ইহসান
৩৯৩৬৪

মল্লিক
৩৯৩৬৫

জাহেদ
৩৯৩৬৬

সালমান
৩৯৩৬৭

জিদান
৩৯৩৬৮

শামীম
৩৯৩৬৯

নাবিল
৩৯৩৭০

নেহাল
৩৯৩৭১

হাফিজ
৩৯৩৭২

সৌরভ
৩৯৩৭৩

আহনাফ
৩৯৩৭৪

স্বজন
৩৯৩৭৫

অর্নব
৩৯৩৭৬

শাকিল
৩৯৩৭৭

সাব্বির
৩৯৩৭৮

বিজয়
৩৯৩৭৯

তাওহীদ
৩৯৩৮০

রাহাত
৩৯৩৮১

ইফতি
৩৯৩৮২

কায়েস
৩৯৩৮৩

রমজান
৩৯৩৮৪

সালমান
৩৯৩৮৫

ফয়সাল
৩৯৩৮৬

শহিদুল
৩৯৩৮৭

রাশিদ
৩৯৩৮৮

রায়হান
৩৯৩৮৯

সাহিম
৩৯৩৯০

বাধন
৩৯৩৯১

আশিক
৩৯৩৯২

আমিনুল
৩৯৩৯৩

সাকিব
৩৯৩৯৪

মানসুর
৩৯৩৯৬

ইফতেখার
৩৯৩৯৭

বাপন
৩৯৩৯৯

এহতেশাম
৩৯৪০০

ওহিদুর
৩৯৪০১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

মাসুক
৩৯৪০২

জয়
৩৯৪০৩

জিয়াদ
৩৯৪০৪

সাজিদ
৩৯৪০৫

রুদ্র
৩৯৪০৬

সিয়াম
৩৯৪০৮

জয়
৩৯৪০৯

নিয়াজ
৩৯৪১২

ফাইয়াজ
৩৯৪১৩

তানভীর
৩৯৪১৪

জায়েদ
৩৯৪১৫

রাতুল
৩৯৪১৬

রত্ন আলো
৩৯৪১৭

সিয়াম
৩৯৪১৮

সাজিদ
৩৯৪১৯

নূর
৩৯৪২০

একান্ত
৩৯৪২১

আপন
৩৯৪২২

ফয়সাল
৩৯৪২৩

আহছানুল
৩৯৪২৪

ফাহিম
৩৯৪২৫

তপন
৩৯৪২৬

আলভী
৩৯৪২৭

তাহমিদ
৩৯৪২৮

কাউছার
৩৯৪২৯

সুমন
৩৯৪৩১

জিদান
৩৯৪৩২

রাকিবুল
৩৯৪৩৩

রাহাদুল
৩৯৪৩৪

ইফতি
৩৯৪৩৫

ইমন
৩৯৪৩৬

শাফি
৩৯৪৩৭

মাহী
৩৯৪৩৯

শান
৩৯৪৪০

সানি
৩৯৪৪১

নাজমুল
৩৯৪৪২

সামিউল
৩৯৪৪৩

স্বপ্নীল
৩৯৪৪৪

নুরউদ্দিন
৩৯৪৪৫

নিরব
৩৯৪৪৭

আতিকুর
৩৯৪৪৮

সোহাগ
৩৯৪৪৯

ইমন
৩৯৪৫০

তানভীর
৩৯৪৫১

শাওন
৩৯৪৫২

শাকিল
৩৯৪৫৩

সাকিব
৩৯৪৫৪

অনিক
৩৯৪৫৫

অলিয়া
৩৯৪৫৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

বাঁধন
৩৯৪৫৭

সানি
৩৯৪৫৮

ইমাম
৩৯৪৫৯

সাদমান
৩৯৪৬০

কাউছার
৩৯৪৬১

রাফি
৩৯৪৬২

নিয়ন
৩৯৪৬৩

মাহফুজ
৩৯৪৬৪

মেহেরাব
৩৯৪৬৫

নিজুন
৩৯৪৬৬

মিনহাজ
৩৯৪৬৭

প্রিন্স
৩৯৪৬৮

রুহুল
৩৯৪৬৯

জুবায়ের
৩৯৪৭০

তানভীর
৩৯৪৭১

হানজালা
৩৯৪৭২

আরিফ
৩৯৪৭৩

উৎস
৩৯৪৭৪

ইব্রাহীম
৩৯৪৭৫

উথান্ট
৩৯৪৭৬

নাসিম
৩৯৪৭৭

মশিউর
৩৯৪৭৮

উৎসব
৩৯৪৭৯

সানোয়ার
৩৯৪৮০

অন্তর
৩৯৪৮১

নাইমুল
৩৯৪৮২

মাসুম
৩৯৪৮৩

জুনায়েদ
৩৯৪৮৪

রাফি
৩৯৪৮৬

সাদ
৩৯৪৮৭

আব্দুল্লাহ
৩৯৪৮৮

প্রত্যয়
৩৯৪৮৯

জয়
৩৯৪৯১

জুলফিকার
৩৯৪৯২

জয়
৩৯৪৯৩

আশরাফুল
৩৯৪৯৪

মেহেদী
৩৯৪৯৭

রিদওয়ান
৩৯৪৯৮

তাজমুল
৩৯৪৯৯

নাফিজ
৩৯৫০০

ইমরান
৩৯৫০১

ইন্দ্রজিত
৩৯৫০২

শামীম
৩৯৫০৩

জামিল
৩৯৫০৪

শামীম
৩৯৫০৫

তানভীর
৩৯৫০৬

মনির
৩৯৫০৭

সৌরভ
৩৯৫০৮

সৈকত
৩৯৫০৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সাইফ
৩৯৫১০

শিশির
৩৯৫১১

সাইদুল
৩৯৫১২

সোহান
৩৯৫১৩

সিয়াম
৩৯৫১৪

অনুপম
৩৯৫১৫

রাফিউল
৩৯৫১৬

নিহাত
৩৯৫১৭

জুবায়ের
৩৯৫১৮

মাহাদী
৩৯৫২০

ফাইয়াজ
৩৯৫২২

আকাশ
৩৯৫২৩

রুদ্র
৩৯৫২৪

আজমান
৩৯৫২৫

সৌরভ
৩৯৫২৭

দাওয়াজ
৩৯৫২৮

মুছা
৩৯৫২৯

মোস্তফা
৩৯৫৩০

রিয়াদ
৩৯৫৩১

অহিদ
৩৯৫৩২

আলভী
৩৯৫৩৩

সোলায়মান
৩৯৫৩৪

সৌরভ
৩৯৫৩৫

আরিফ
৩৯৫৩৬

সুমন
৩৯৫৩৭

হাসিব
৩৯৫৩৮

রুয়েল
৩৯৫৩৯

আরমান
৩৯৫৪১

মাহবুব
৩৯৫৪২

উৎস
৩৯৫৪৩

ইমন
৩৯৫৪৪

ফাহাদ
৩৯৫৪৫

ফরিদ
৩৯৫৪৬

রাকিব
৩৯৫৪৭

মাহিন
৩৯৫৪৮

ইরাম
৩৯৫৪৯

ইমন
৩৯৫৫০

বিপুল
৩৯৫৫১

শামিম
৩৯৫৫২

শাহাদাত
৩৯৫৫৩

জুবায়ের
৩৯৫৫৪

উদয়
৩৯৫৫৫

রাকিব
৩৯৫৫৬

আরাফাত
৩৯৫৫৭

সাকিব
৩৯৫৫৮

ইয়াসিন
৩৯৫৫৯

উৎস
৩৯৫৬০

আকাশ
৩৯৫৬১

সাঈদ
৩৯৫৬২

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ইশতিয়াক
৩৯৫৬৩

হাসান
৩৯৫৬৫

রম্ভ
৩৯৫৬৬

সোয়াদ
৩৯৫৬৭

সানির
৩৯৫৬৮

রাফিউজ্জামান
৩৯৫৬৯

নাইম
৩৯৫৭০

অপূর্ব
৩৯৫৭১

সানি
৩৯৫৭২

সাইফুল
৩৯৫৭৩

আব্দুল্লাহ
৩৯৫৭৪

রাব্বি
৩৯৫৭৫

শুভ্র
৩৯৫৭৬

মুরাদ
৩৯৫৭৭

আবির
৩৯৫৭৮

রাব্বী
৩৯৫৭৯

জাবেদ
৩৯৫৮০

নাদিম
৩৯৫৮১

আলভী
৩৯৫৮৩

সাকলাইন
৩৯৫৮৪

অতুল
৩৯৫৮৬

মারুফ
৩৯৫৮৭

রাফি
৩৯৫৮৮

নিয়াজ
৩৯৫৮৯

রিফাত
৩৯৫৯০

মঈন
৩৯৫৯১

ফাহাদ
৩৯৫৯২

আমিন
৩৯৫৯৩

ভুবন
৩৯৫৯৫

তানযিম
৩৯৫৯৬

আহসান উল্লাহ
৩৯৫৯৭

রাশেদুল
৩৯৫৯৮

তারিফ
৩৯৫৯৯

বাঁধন
৩৯৬০০

তূষান
৩৯৬০১

দিব্য
৩৯৬০৩

মাসুদ
৩৯৬০৪

নাফিস
৩৯৬০৫

ফয়সাল
৩৯৬০৬

আবিদ
৩৯৬০৭

সিহাব
৩৯৬০৮

কুতুব
৩৯৬০৯

জাদিদ
৩৯৬১০

রিজভী
৩৯৬১১

ইফতি
৩৯৬১২

শোভিত
৩৯৬১৩

ইমন
৩৯৬১৪

জুবায়ের
৩৯৬১৫

শান্ত
৩৯৬১৬

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

ঈশান
৩৯৬১৭

মোহসিউল
৩৯৬১৮

রাশেদুল
৩৯৬১৯

আপন
৩৯৬২০

হাছান
৩৯৬২১

আকাশ
৩৯৬২২

অসমির
৩৯৬২৩

আশিক
৩৯৬২৪

জোবায়ের
৩৯৬২৬

বিজয়
৩৯৬২৭

নওফেল
৩৯৬২৮

ফাহিম
৩৯৬২৯

নব
৩৯৬৩০

তামজীদ
৩৯৬৩১

সাহস
৩৯৬৩৩

অথি
৩৯৬৩৪

তামিম
৩৯৬৩৫

তানভীর
৩৯৬৩৬

ফারদিন
৩৯৬৩৭

প্রভাত
৩৯৬৩৮

মাজহারুল
৩৯৬৩৯

জিহাদ
৩৯৬৪০

রাশেদ
৩৯৬৪১

সাকিব
৩৯৬৪২

রিয়াজ
৩৯৬৪৩

রিয়েন
৩৯৬৪৪

শাহরিয়ার
৩৯৬৪৫

সাদমান
৩৯৬৪৬

সাদমান
৩৯৬৪৭

রাজু
৩৯৬৪৮

জাহিদ
৩৯৬৪৯

অর্নব
৩৯৬৫০

জয়
৩৯৬৫১

ফারদিন
৩৯৬৫২

সাইফ
৩৯৬৫৩

অন্তু
৩৯৬৫৪

আকাশ
৩৯৬৫৫

ফারদিন
৩৯৬৫৭

ফাহিম
৩৯৬৫৮

ফয়সাল
৩৯৬৫৯

মেহেদী
৩৯৬৬১

হাবিব
৩৯৬৬২

দিহান
৩৯৬৬৩

নিবিড়
৩৯৬৬৪

আইদিদ
৩৯৬৬৫

শানীল
৩৯৬৬৬

আরাফাত
৩৯৬৬৭

আদিপ
৩৯৬৬৮

আশরাফুর
৩৯৬৬৯

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

শাহরুখ
৩৯৬৭০

আফফান
৩৯৬৭১

ইসমাঈল
৩৯৬৭২

তাহমীদ
৩৯৬৭৩

আব্দুর রাজ্জাক
৩৯৬৭৪

আহনাফ
৩৯৬৭৫

নুর আলম
৩৯৬৭৬

তরীকুর
৩৯৬৭৭

সৌমিক
৩৯৬৭৮

আল মামুন
৩৯৬৭৯

অনিক
৩৯৬৮০

আকিব
৩৯৬৮১

আফ্রিদি
৩৯৬৮২

রিফাত
৩৯৬৮৩

তানভীর
৩৯৬৮৪

অপূর্ব
৩৯৬৮৫

তন্ময়
৩৯৬৮৬

তৌফিক
৩৯৬৮৭

তানভীর
৩৯৬৮৯

ফয়সাল
৩৯৬৯০

রানা
৩৯৬৯১

ফারদিন
৩৯৬৯২

নাজমুল
৩৯৬৯৩

রাকিবুল
৩৯৬৯৫

শুভ
৩৯৬৯৬

আসিফ
৩৯৬৯৭

আবদুর রহমান
৩৯৬৯৮

জনি
৩৯৬৯৯

অংক্যচিং
৩৯৭০০

শান্ত বিশ্বাস
৩৯৭০২

মহিন উদ্দিন
৩৯৭০৩

নাজমুল
৩৯৭০৪

রত্ন
৩৯৭০৬

মেহেদী
৩৯৭০৭

জাহিদ
৩৯৭০৯

আবিদ
৩৯৭১০

শোভন
৩৯৭১১

নাহিদ
৩৯৭১২

হাছিবুল
৩৯৭১৩

নাইম
৩৯৭১৪

বাঁধন
৩৯৭১৬

শিশির
৩৯৭১৭

আসিক
৩৯৭১৮

পলাশ
৩৯৭১৯

নাহিদ
৩৯৭২০

সোহাগ
৩৯৭২১

রুদ্র
৩৯৭২২

শরিফুল
৩৯৭২৩

ইশতিয়াক
৩৯৭২৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

হৃদয়
৩৯৭২৫

তানজীম
৩৯৭২৬

রনি
৩৯৭২৮

নায়িম
৩৯৭২৯

মিথুল
৩৯৭৩০

ফাহিম
৩৯৭৩১

নাহিদ
৩৯৭৩৩

রাকিব
৩৯৭৩৫

মুহিব
৩৯৭৩৬

রূপক
৩৯৭৩৭

বাপ্পী
৩৯৭৩৯

রূপক
৩৯৭৪০

বিল্লাহ
৩৯৭৪১

নাঈম
৩৯৭৪২

জিম
৩৯৭৪৩

হৃদয়
৩৯৭৪৫

কাউসার
৩৯৭৪৭

সায়মন
৩৯৭৪৮

আহাদ
৩৯৭৪৯

মাসুদ
৩৯৭৫০

উচ্ছাস
৩৯৭৫১

সাজিন
৩৯৭৫২

সোহাগ
৩৯৭৫৩

রাসুল
৩৯৭৫৪

অর্নব
৩৯৭৫৫

আলভী
৩৯৭৫৬

আসিফ
৩৯৭৫৮

জয়
৩৯৭৫৯

তুর্য
৩৯৭৬০

নিহাল
৩৯৭৬১

বিজয়
৩৯৭৬২

সোহাগ
৩৯৭৬৩

রাকিব
৩৯৭৬৪

জুবায়ের
৩৯৭৬৫

রিয়াদ
৩৯৭৬৬

ফাহিম
৩৯৭৬৭

আবিদ
৩৯৭৬৮

মাসুক
৩৯৭৬৯

আমির
৩৯৭৭০

নিশাদ
৩৯৭৭১

রাকিব
৩৯৭৭২

বর্ন
৩৯৭৭৩

রাব্বী
৩৯৭৭৪

হাবিব
৩৯৭৭৫

নাঈম
৩৯৭৭৬

হাসান
৩৯৭৭৭

আলভী
৩৯৭৭৮

সামিন
৩৯৭৭৯

মিঠুন
৩৯৭৮০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

আবিদ
৩৯৭৮১

তানভীর
৩৯৭৮২

ফাহাদ
৩৯৭৮৩

নাইমুল
৩৯৭৮৪

রাহিন
৩৯৭৮৫

সাজিদ
৩৯৭৮৬

তারিফ
৩৯৭৮৮

রবিউল
৩৯৭৮৯

মহিউদ্দিন
৩৯৭৯০

ছাব্বির
৩৯৭৯১

কিশোর
৩৯৭৯২

রোমান
৩৯৭৯৩

ইনসান
৩৯৭৯৪

জীম
৩৯৭৯৭

রাফি
৩৯৭৯৮

আরাফাত
৩৯৭৯৯

তুর্য
৩৯৮০০

তুর্জয়
৩৯৮০১

ফরহাদ
৩৯৮০২

শাকিবুর
৩৯৮০৩

কাউছার
৩৯৮০৪

নাজমুল
৩৯৮০৫

হৃদয়
৩৯৮০৬

হাবিব
৩৯৮০৭

আশরাফুল
৩৯৮০৮

তালহা
৩৯৮০৯

রিফাত
৩৯৮১০

সায়াদ
৩৯৮১১

আরাফাত
৩৯৮১২

ইফতি
৩৯৮১৩

ধ্রুব
৩৯৮১৪

সাজু
৩৯৮১৫

শাওন
৩৯৮১৬

জোনায়েদ
৩৯৮১৭

অনিল
৩৯৮১৮

সৌমিক
৩৯৮১৯

ফয়সাল
৩৯৮২০

রাহাত
৩৯৮২১

মুছা
৩৯৮২২

সাজেল
৩৯৮২৩

রিফাত
৩৯৮২৪

সাকিন
৩৯৮২৫

শিশির
৩৯৮২৬

অর্নব
৩৯৮২৭

শাফিন
৩৯৮২৮

মুহতাসিম
৩৯৮৩০

দিবস
৩৯৮৩১

আশেক
৩৯৮৩২

রবিন
৩৯৮৩৪

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

মোবারাত
৩৯৮৩৫

ইফাজ
৩৯৮৩৬

দিপ্ত
৩৯৮৩৭

সারোয়ার
৩৯৮৩৮

রাইছ
৩৯৮৩৯

শ্রাবণ
৩৯৮৪০

ছিদ্দিক
৩৯৮৪১

ফাহিম
৩৯৮৪২

রিজু
৩৯৮৪৩

রিয়াদ
৩৯৮৪৪

সারোয়ার
৩৯৮৪৫

রাকিবুল
৩৯৮৪৬

আবীর
৩৯৮৪৭

তাকিব
৩৯৮৪৮

নাহিদ
৩৯৮৫০

নোমান
৩৯৮৫১

ইমন
৩৯৮৫২

অমিত
৩৯৮৫৩

বিশাল
৩৯৮৫৫

আরিয়ান
৩৯৮৫৬

শাহেদ
৩৯৮৫৭

জিহান
৩৯৮৫৮

দিপক
৩৯৮৫৯

রেহান
৩৯৮৬০

জাকারিয়া
৩৯৮৬১

আহসান
৩৯৮৬২

সিয়াম
৩৯৮৬৩

নোমান
৩৯৮৬৪

রবিউল
৩৯৮৬৫

নিঝুম
৩৯৮৬৬

নাঈম
৩৯৮৬৭

তনিম
৩৯৮৬৮

রেজা
৩৯৮৬৯

শিহাব
৩৯৮৭০

অন্ত
৩৯৮৭১

ইসতিয়াক
৩৯৮৭২

শাকিব
৩৯৮৭৩

রুদ্র
৩৯৮৭৪

সামির
৩৯৮৭৫

হৃদয়
৩৯৮৭৬

ইব্রাহীম
৩৯৮৭৮

পার্থ খান
৩৯৮৭৯

ত্রিদিব
৩৯৮৮১

ইজমান
৩৯৮৮২

দিহান
৩৯৮৮৩

আহাদ
৩৯৮৮৪

জিদান
৩৯৮৮৫

রাব্বি
৩৯৮৮৬

আসিফ
৩৯৮৮৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সিফাত
৩৯৮৮৯

ইয়াসিন
৩৯৮৯০

মেহেদী
৩৯৮৯১

শৈশব
৩৯৮৯২

পল্লব
৩৯৮৯৩

মানব
৩৯৮৯৪

শরীফ
৩৯৮৯৫

রামিম
৩৯৮৯৬

সামিত
৩৯৮৯৭

কাওছার
৩৯৮৯৮

সালাম
৩৯৮৯৯

রিয়াদ
৩৯৯০২

সুজন
৩৯৯০৩

শুভ
৩৯৯০৪

রাকিব
৩৯৯০৫

সোহান
৩৯৯০৬

বিজয়
৩৯৯০৭

আনিন
৩৯৯০৮

রাফি
৩৯৯১০

বিশাল
৩৯৯১১

নাঈম
৩৯৯১২

দীপ্ত
৩৯৯১৩

আসিফ
৩৯৯১৪

আমিরুল
৩৯৯১৬

শাকিল
৩৯৯১৭

রিপন
৩৯৯১৮

আরাফাত
৩৯৯১৯

মাসুম
৩৯৯২০

আব্দুল্লাহ
৩৯৯২১

আবির
৩৯৯২২

রায়হান
৩৯৯২৩

সেলিম
৩৯৯২৪

সুজন
৩৯৯২৬

আরিফ
৩৯৯২৯

রাসেল
৩৯৯৩০

সাইদ
৩৯৯৩২

শিপু
৩৯৯৩৩

মিলন
৩৯৯৩৪

নেওয়াজ
৩৯৯৩৫

রিয়াজ
৩৯৯৩৮

নিরব
৩৯৯৪২

মাজেদ
৩৯৯৪৮

মুয়াজ
৩৯৯৪৯

রাসেল
৩৯৯৫০

সাফি
৩৯৯৫১

শ্রীকান্ত
৩৯৯৫২

আরমান
৩৯৯৫৩

আল-আমিন
৩৯৯৫৪

তৌফিক
৩৯৯৫৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

রাকিব
৩৯৯৫৬

তুহিন
৩৯৯৫৮

ফাহিম
৩৯৯৫৯

নিরব
৩৯৯৬০

নাভেদ
৩৯৯৬১

ইয়াসিন
৩৯৯৬২

মাহফুজ
৩৯৯৬৩

রাসেল
৩৯৯৬৭

অলিভ
৩৯৯৬৮

আলভী
৩৯৯৬৯

রকি
৩৯৯৭০

বাসির
৩৯৯৭১

নাজমুল
৩৯৯৭৩

শিহাব
৩৯৯৭৪

সাইম
৩৯৯৭৫

সাগর
৩৯৯৭৬

মুশফিক
৩৯৯৭৭

ফাহাদ
৩৯৯৭৯

নওশের
৩৯৯৮০

শান্ত
৩৯৯৮১

শেখ সাদি
৩৯৯৮৪

আহবাব
৩৯৯৮৫

নাঈম
৩৯৯৮৭

ইমন
৩৯৯৮৯

ইস্তেকাফ
৩৯৯৯০

প্রিয়
৩৯৯৯১

সাদাফ
৩৯৯৯২

আরাফি
৩৯৯৯৪

আহসান
৩৯৯৯৫

জাকির
৩৯৯৯৬

আদনান
৩৯৯৯৭

তানভীর
৩৯৯৯৮

ফুয়াদ
৪০০০০

সানন
৪০০০১

অনিক
৪০০০৩

রাহাত
৪০০০৪

মুবিন খান
৪০০০৫

ইশরাক
৪০০০৬

সিয়াম
৪০০০৭

সজিব
৪০০০৮

মুয়াজ
৪০০১০

রাকিবুল
৪০০১১

ফয়সাল
৪০০১২

সোহাগ
৪০০১৩

সজিব
৪০০১৪

রাসেল
৪০০১৫

মাফিজুল
৪০০১৬

অর্নব দাস
৪০০১৭

তাওসিফ
৪০০১৮

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

আরিফিন
৪০০১৯

সাকিব
৪০০২০

ওসমান
৪০০২১

তারেক
৪০০২২

নাহিয়ান
৪০০২৩

শরিফুল
৪০০২৪

সাকলাইন
৪০০২৫

ইফাত
৪০০২৬

ইফতি
৪০০২৭

জাহিদ
৪০০২৮

সাকিব
৪০০২৯

আন্নাফুল
৪০০৩০

জিসান
৪০০৩১

মেহেদী
৪০০৩২

সাকিব
৪০০৩৩

পাভেল
৪০০৩৪

আরাফাত
৪০০৩৫

সানি
৪০০৩৬

ফাইয়াজ
৪০০৩৭

তাহসিন
৪০০৩৮

সাইফ
৪০০৩৯

সাফায়েত
৪০০৪০

জামিল
৪০০৪১

শতক
৪০০৪২

তাওহীদ
৪০০৪৩

নাহিয়ান
৪০০৪৪

জিদান
৪০০৪৬

আরেফীন
৪০০৪৭

রাফি
৪০০৪৮

নাইমুর
৪০০৪৯

তাহা
৪০০৫১

শাফকাত
৪০০৫২

মাহিদ
৪০০৫৩

রনি
৪০০৫৪

ফাহিম
৪০০৫৫

সামির
৪০০৫৬

ইসমাইল
৪০০৫৭

সাইফ
৪০০৫৯

মাহিম
৪০০৬০

রইসুল
৪০০৬১

ইরফান
৪০০৬২

সাঈদ
৪০০৬৩

ইমরান
৪০০৬৪

শুভ
৪০০৬৫

আবিদ
৪০০৬৬

তুষার
৪০০৬৭

পল্লব
৪০০৬৯

শাহরিয়ার
৪০০৭০

মাহাদী
৪০০৭১

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সঞ্জিত
৪০০৭২

ইমরুল
৪০০৭৬

দেলোয়ার
৪০০৭৭

শুভ
৪০০৭৮

মানিক
৪০০৭৯

শাহরিয়ার
৪০০৮০

তাহসিন
৪০০৮১

রিফাত
৪০০৮২

রব্বানী
৪০০৮৪

রাসেল
৪০০৮৫

সাব্বির
৪০০৮৬

ইসমাইল
৪০০৮৭

রহমান
৪০০৮৮

তন্ময়
৪০০৮৯

হাসিব
৪০০৯০

ইসরাফিল
৪০০৯১

শান্ত
৪০০৯২

তামিম
৪০০৯৩

জয়
৪০০৯৪

হেলাল
৪০০৯৫

আলিফ
৪০০৯৬

শিশির
৪০০৯৭

রাহুল রায়
৪০০৯৮

জিয়ন
৪০০৯৯

সাজ্জাদ
৪০১০০

ওমায়ের
৪০১০১

সাব্বির
৪০১০২

শাহরিয়ার
৪০১০৪

সাকিব
৪০১০৫

শাহনেওয়াজ
৪০১০৬

মাঈনুল
৪০১০৮

হিরা
৪০১১০

শিশির
৪০১১৩

রাসেল
৪০১১৪

আজমাইন
৪০১১৫

জাবির
৪০১১৬

তামজীদ
৪০১১৭

রাসেল
৪০১১৮

আসিফ
৪০১২০

ফুয়াদ
৪০১২১

সুমন
৪০১২২

দুর্লভ
৪০১২৪

জীবন
৪০১২৬

মারুফ
৪০১২৭

নাজিম
৪০১২৮

রিয়ন
৪০১৩০

মোস্তাফিজুর
৪০১৩২

সাইফ
৪০১৩৪

সুজন
৪০১৩৫

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

কাওসার
৪০১৩৬

রিয়াদ
৪০১৩৮

সাইফ
৪০১৩৯

মিনহাজ
৪০১৪০

নাঈম
৪০১৪৪

জাহিদুল
৪০১৪৫

অনিক
৪০১৪৬

সামি
৪০১৪৯

ফরহাদ
৪০১৫২

সাবিত
৪০১৫৫

নয়ন
৪০১৫৬

আরাফাত
৪০১৫৭

আব্দুল্লাহ
৪০১৫৮

মুসা
৪০১৫৯

লিংকন
৪০১৬০

মেহেদী
৪০১৬১

প্রিন্স
৪০১৬২

শাহাদাত
৪০১৬৪

আমান
৪০১৬৫

রায়হান
৪০১৬৬

মেহেদী
৪০১৬৭

নাঈম
৪০১৬৮

ইশতিয়াক
৪০১৭০

নাইম
৪০১৭১

নাঈম
৪০১৭৫

হৃদয়
৪০১৭৭

জুয়েল
৪০১৭৮

রাব্বি
৪০১৭৯

সৈকত
৪০১৮০

রাফি
৪০১৮৩

অপু
৪০১৮৪

রেজওয়ান
৪০১৮৮

দিপান
৪০১৯০

আল-আমিন
৪০১৯১

সাদেক
৪০১৯২

নুমান
৪০১৯৩

নাঈমুল
৪০১৯৪

মিনহাজ
৪০১৯৮

জিদান
৪০১৯৯

মোস্তাকিম
৪০২০০

মাহফুজ
৪০২০১

নিহাল
৪০২০২

রানা
৪০২০৩

সানভী
৪০২০৪

মর্তুজা
৪০২০৬

সিদ্দীক
৪০২০৭

ফারদীন
৪০২০৮

সাবিত
৪০২০৯

সায়ন
৪০২১০

একাদশ শ্রেণি, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৭-২০১৮

সাকির
৪০২১১

মিয়াদ
৪০২১২

তানজিম
৪০২১৪

সামি
৪০২১৫

সাকিব
৪০২১৬

হৃদয়
৪০২১৭

নাবিল
৪০২১৯

তানজিম
৪০২২০

তানভীর
৪০২২৫

সিজান
৪০২২৬

বাধন
৪০২২৭

রবিন
৪০২২৮

জিহাদ
৪০২২৯

হাবীব
৪০২৩০

আবির
৪০২৩২

সালেহীন
৪০২৩৪

আকরাম
৪০২৩৫

সকাল
৪০২৩৬

সাঈদী
৪০২৩৭

সাকিব
৪০২৩৮

পারভেজ
৪০২৩৯

শরীফ
৪০২৪২

কাইয়ুম
৪০২৪৩

সৌরভ
৪০২৪৫

উমংগসাই
৪০২৫০

শিক্ষার্থী পরিচিতি
অনার্স ও মাস্টার্স

প্রগতি

২০১৭

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

ইংরেজি বিভাগ

বি. এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সালমান
৫৩৫

নুসরাত
৫৭৮

প্রীতি
৫৭৯

সাবেরা
৫৮০

তাসমিয়া
৫৮১

দীপ্ত
৫৮২

ফারজানা
৫৮৫

রেজভী
৫৮৬

আরবীয়া
৫৮৭

সাবিহা
৫৮৮

রিজন
৫৮৯

শারমিন
৫৯০

অনিক
৫৯১

আলম
৫৯২

সুমাইয়া
৫৯৩

সায়মা
৫৯৪

শামীম
৫৯৫

শিশির
৫৯৬

আশিক
৫৯৭

কামরুল
৫৯৯

মিনহাজ
৬০০

নাবিহা
৬০১

মারওয়া
৬০৩

শ্রাবনী
৬০৪

তামান্না
৬০৫

ফাহাদ
৬০৬

ওয়াজেদ
৬০৮

তানভীর
৬০৯

নাহিদ
৬১০

সাব্বির
৬১১

নুর
৬১৩

তারেক
৬১৪

নাভিদ
৬১৫

কাউছার
৬১৬

রাইসুল
৬১৯

সালমা
৬২০

ঈষিকা
৬২১

তানভীর
৬২২

শাহজালাল
৬২৩

তালহা
৬২৪

ইমরান
৬২৫

শুভদীপ
৬২৬

বি. এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রাবেয়া
৬২৭

নাসির
৬২৯

ফারিহা
৬৩০

জিন্নাত
৬৩১

অনুপম
৬৩২

সোহাগ
৬৩৩

ফুয়াদ
৬৩৪

শুভ
৬৩৫

তনয়
৬৩৬

আরিফ
৬৩৭

ফয়সাল
৬৩৮

শারমিন
৬৩৯

আরমান
৬৪০

গনি
৬৪১

সাদিয়া
৬৪২

সিয়াম
৬৪৪

মেহেদী
৬৪৫

সাদিয়া
৬৪৯

জামান
৬৫০

নাসরিন
৬৫১

বি. এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

নোমান
৫১১

মাসরুবা
৫১২

সাদিয়া
৫১৪

রহমত উলা
৫১৫

মিষ্টি
৫১৬

আনিকা
৫১৭

তারেক
৫১৮

মুরশেদ
৫১৯

ইব্রাহীম
৫২১

সপ্না
৫২২

মেহেদী
৫২৩

ফয়েজ
৫২৫

মিদুল
৫২৬

সাকিব
৫২৮

ওয়াহেদ
৫২৯

সৈকত
৫৩০

আশ্রাফ
৫৩২

নাকিবুর
৫৩৪

রোনিয়া
৫৩৬

নাঈম
৫৩৭

মাহফিজুর
৫৩৮

বি. এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

তানভীর
৫৩৯

হাকিম
৫৪০

সুমাইয়া
৫৪১

সফিক
৫৪৪

বাবু
৫৪৫

ছাদিকুর
৫৪৭

মাহমুদ
৫৪৮

নোভেল
৫৪৯

নাজিয়া
৫৫০

আযম
৫৫১

মেহেদী
৫৫৪

নাহিদ
৫৫৫

তালহা
৫৫৮

হাসান
৫৬০

জুবায়ের
৫৬২

নীলিম
৫৬৩

রাইসা
৫৬৪

সাচিবুর
৫৬৫

সাদিয়া
৫৬৭

শাকিবুল
৫৬৮

আলো
৫৬৯

আবতাবুর
৫৭১

রওনক
৫৭৩

শাওন
৫৭৫

সায়েম
৫৭৬

রীমা
৫৭৭

জান্নাতুল
৫৭৭ (A)

বি. এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

প্রমি
৪৫৩

তানজিলা
৪৫৪

মামুন
৪৫৫

লিমন
৪৫৬

হ্যারিক
৪৫৭

শাম্মি
৪৫৮

বকুল
৪৬০

শাহানা
৪৬১

জেনিফার
৪৬২

সুলতানা
৪৬৪

জাহিদুল
৪৬৫

তরিকুল
৪৬৭

আসাদুল
৪৬৮

শামীমা
৪৭০

বি. এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

মেহেদী
৪৭২

অপু
৪৭৩

আসাদুজ্জামান
৪৭৪

রাজ্জাক
৪৭৫

আতিকুজ্জামান
৪৭৬

আফসানা
৪৭৭

হোসাইন
৪৭৯

অণির্বান
৪৮০

সজল
৪৮১

ফয়সাল
৪৮২

সুশীল
৪৮৪

অরিন্দম
৪৯১

আব্দুল্লাহ
৪৯৩

নোমান
৪৯৪

মুরাদ
৪৯৫

অপু
৪৯৯

সবুজ
৫০০

সানাউল
৫০২

মেহেদী
৫০৩

শাহরিয়ার
৫০৫

ওমর
৫০৮

শুভ
৫১০

মৌরী
৫১০ (A)

বি. এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

রুবাইয়া
৪৪৪

শারমিন
৪৪৫

সুমাইয়া
৪৪৬

মেহনাজ
৪৪৭

ঊর্মি
৪৪৮

স্বর্ণা
৪৪৯

ঐশী
৪৫০

ফৌজিয়া
৪৫১

বি. এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

নওরীন
৪৩৭

ঐশী
৪৪১

এম. এ শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সাইফ
ME-৪৩

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বি বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

মামুনুর
১২৩৯

রাসানুল
১২৪০

জাহিন
১২৪১

রাকিব
১২৪২

ইবতেশামুল
১২৪৩

হাসান
১২৪৬

জাহিদুল
১২৪৭

হাফিজা
১২৪৮

হাসান
১২৪৯

খাদিজাতুল
১২৫০

জারিন
১২৫১

মুনিরা
১২৫৩

তানভীর
১২৫৪

তাসনিম
১২৫৫

সানজিদা
১২৫৬

সাদিক
১২৫৭

রানা
১২৫৮

অয়ন
১২৫৯

শাহরিয়ার
১২৬০

ফাহিমা
১২৬১

ফারজানা
১২৬৩

ইয়াসিন
১২৬৪

আফিয়া
১২৬৫

ফারদিন
১২৬৬

সুরাইয়া
১২৬৭

মাহফুজুর
১২৬৮

দিহাম
১২৬৯

মেরি
১২৭০

সাদিয়া
১২৭১

সিফাত
১২৭২

শিরমিন
১২৭৩

জান্নাতুল
১২৭৪

মোস্তফা
১২৭৫

ইশরাত
১২৭৬

অন্তর
১২৭৭

সজীব
১২৭৮

ইমদাদুল
১২৭৯

ফায়জানুল
১২৮০

সামিউল
১২৮১

আনাছ
১২৮২

সাহিদ
১২৮৩

তৌফিক
১২৮৪

বি বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সাকিব
১২৮৮

শাকিল
১২৮৯

আসমা
১২৯০

তামান্না
১২৯১

আদিবা
১২৯৩

রাসেল
১২৯৪

বিপুল
১২৯৬

জাহাঙ্গীর
১২৯৭

মারিয়া
১২৯৮

মৌ
১২৯৯

হাফিজুর
১৩০০

তানভীর
১৩০৩

আজিমুন
১৩০৫

জান্নাতুন
১৩০৬

সামিয়া
১৩০৭

মাহামুদুল
১৩০৮

আসাদ
১৩০৯

হাসান
১৩১০

ইশতিয়াক
১৩১১

নুরুল
১৩১২

মেঘলা
১৩১৩

ফাহিম
১৩১৬

শামীমা
১৩১৭

মাইশারা
১৩১৮

সুমাইয়া
১৩১৯

সাইফুল
১৩২০

সজল
১৩২১

রাজেশ
১৩২২

রুবাইয়াত
১৩২৪

তাকওয়া
১৩২৬

মোস্তাফিজুর
১৩২৭

আবদুল
১৩২৮

সাদিকুল
১৩২৯

আব্দুল্লাহ
১৩৩০

সাইফ
১৩৩১

দুদু মিয়া
১৩৩২

সাদিকুজ্জামান
১৩৩৩

জান্নাতুল
১৩৩৪

রাবেয়া
১৩৩৫

মেসবাহ
১৩৩৬

তাহসিনুল
১৩৩৭

শরিফ
১৩৩৮

রিয়াজুল
১৩৩৯

আরাফাত
১৩৪০

আকমল
১৩৪১

শেখ
১৩৪২

নিশাত
১৩৪৪

জাহিদ
১৩৪৬

আরিফুল
১৩৪৮

বি বি এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

ইশরাক
১১৬৬

মুনতাসির
১১৬৮

মেহনাজ
১১৬৯

মাহামুদুল
১১৭০

সাকিব
১১৭২

সাবিহা
১১৭৩

তাসলিমা
১১৭৪

অনূপ
১১৭৯

রিয়া
১১৮০

রব
১১৮১

রিফা
১১৮২

আরমান
১১৮৩

মাসুমা
১১৮৪

মোরশেদ
১১৮৫

সিদরাতুল
১১৮৬

ফারজানা
১১৮৭

রবিউল
১১৮৮

শাহেদ
১১৯২

মাহমুদ
১১৯৩

সুলতানা
১১৯৪

মুন্ড়ি
১১৯৫

তানজিলা
১১৯৬

বখতিয়ার
১১৯৭

মোসলেহ
১১৯৮

নিপন
১২০০

স্মৃতি
১২০২

জাহিদ
১২০৩

তৌহিদা
১২০৫

রনি
১২০৬

গোলাম আলী
১২০৯

হাবিবুর
১২১১

সাঈদি
১২১২

মুশফিকা
১২১৪

সোমা
১২১৬

রকিবুল
১২১৭

আখি
১২১৯

মেহেদী
১২২০

সেলিম
১২২১

আসিফ
১২২২

ফারিয়া
১২২৩

তুষি
১২২৪

ওমর
১২২৫

বি বি এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

রুহিন
১২২৬

আপন
১২২৭

ইফতি
১২২৮

খালিদ
১২২৯

আব্দুলা
১২৩০

সানজিদ
১২৩১

মাহমুদুল
১২৩২

রেশমী
১২৩৩

জাহিদ
১২৩৪

জুবায়ের
১২৩৫

ইদ্রিস
১২৩৬

সাখাওয়াত
১২৩৭

নূর আলম
১২৩৮

মরিয়ম
১১৩১

বি বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আল-আমিন
১০৪৬

মাইনুল
১০৫১

আয়শা
১০৬৭

সুলতান
১০৭০

পলাশ
১০৭৩

মাহমুদুর
১০৭৪

নূরজাহান
১০৯৭

সুমাইয়া
১০৯৯

আফসানা
১১০০

নাযাহ্
১১০১

সুলতানা
১১০২

তামান্না
১১০৩

ফারহানা
১১০৪

তাবাছ্ছুম
১১০৫

নুরুন্নাহার
১১০৬

ফিরোজ
১১০৯

সোহানুর
১১১০

রাজু
১১১১

মোশারফ
১১১৩

রাবেয়া
১১১৭

সাখাওয়াত
১১১৮

জাবেদ
১১১৯

কাণিজ
১১২০

মেহেদী
১১২২

সোহাগ
১১২৩

পিংকি
১১২৫

পারভেজ
১১২৬

তানজিলা
১১২৭

বি বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

নাদিম
১১২৯

নজরুল
১১৩০

রহিম
১১৩২

শাকিলা
১১৩৪

আতাউর
১১৩৫

শাহিন
১১৩৬

রমজান
১১৩৭

অদিতি
১১৩৯

রকিবুল
১১৪৩

আল আমিন
১১৪৪

শাহাদাত
১১৪৬

রশিদ
১১৪৭

জাফর
১১৪৮

মোয়াজ্জেম
১১৪৯

প্রসেন জীৎ
১১৫২

আল আমিন
১১৫৩

সায়েদ
১১৫৫

মিমি
১১৫৭

মাহিম
১১৬০

তানভীর
১১৬১

নাদিম
১১৬৫

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

তামান্না
১০৪৩

সামিয়া
১০৪৭

মাহ্‌ফুজা
১০৪৮

সাকিল
১০৫২

রুম্মান
১০৫৮

আশরাফুল
১০৫৯

মেহেদী
১০৬০

ফারজানা
১০৬১

বৃষ্টি
১০৬২

মারিয়া
১০৬৩

নাজমুল
১০৭৯

ফারুক
১০৮২

তানবীর
১০৮৪

বাধন
১০৮৫

নাসির
১০৮৬

রিফাত
১০৮৭

বেল্লাল
১০৮৮

শিমুল
১০৮৯

ইমরান
১০৯৪

তাহ্‌সিন
১০৯৬

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

তানজিদা
১০০১

সানজিদা
১০০২

আজিজুল
১০০৫

গিয়াস
১০০৬

নাদিম
১০০৭

ইশরাত
১০০৮

মাজহারুল
১০০৯

একরাম
১০১২

মাসুদ
১০১৪

মুনতাসির
১০১৬

তাজিমুল
১০১৭

নাছিরুল
১০২০

তানভীর
১০২১

শাহরিয়ার
১০২৩

তানজির
১০২৬

হৃদয়
১০৩০

মাহমুদুর
১০৩১

নাদিয়া
১০৩৭

হাদিস
১০৩৮

জাহিদুল
১০৪০

এম বি এ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

খালেদ
৩৭৮

ফারিয়া
৩৭৯

আয়েশা
৩৮০

আজমেরী
৩৮১

ফারহানা
৩৮২

রাসেল
৩৮৩

তাসলিমা
৩৮৪

অনিমা
৩৮৫

নিশাত
৩৮৬

নুশরাত
৩৮৭

রাসেল
৩৮৮

রাশেদুজ্জামান
৩৮৯

বোরহান
৩৯০

সানভি
৩৯১

প্রিয়াংকা
৩৯২

রাশেদ
৩৯৩

ফাহরিন
৩৯৪

মেহেদী
৩৯৫

জুয়েল
৩৯৬

নাজমুল
৩৯৭

ফারাবি
৩৯৮

আরিফ
৩৯৯

অমিত
৪০০

তানিয়া
৪০১

ইয়াসির
৪০২

তাপসী
৪০৪

পারভীন
৪০৫

কামরুল
৪০৬

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বি বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ইমা
১৪৩৭

ফাতেমা
১৪৩৮

সুমি
১৪৩৯

জয়নব
১৪৪০

মনির
১৪৪১

রিয়াজ
১৪৪৩

তানজিলা
১৪৪৪

সুপ্তি
১৪৪৫

সিহাব
১৪৪৬

শুশমি
১৪৪৮

শাওন
১৪৪৯

আয়শা
১৪৫০

সুমাইয়া
১৪৫১

শান্ত
১৪৫২

সাব্বির
১৪৫৩

লিজা
১৪৫৪

সোহেল
১৪৫৬

ইয়াসিন
১৪৫৭

অমিত
১৪৫৮

রাব্বি
১৪৫৯

ফয়েজ
১৪৬০

স্বচ্ছ
১৪৬১

ইমরান
১৪৬৩

কামরুন
১৪৬৪

রাকিবুল
১৪৬৬

বিজয়
১৪৬৮

জান্নাতুল
১৪৬৯

মিলি
১৪৭০

ইয়াসিন
১৪৭১

পায়েল
১৪৭২

জুবায়েদ
১৪৭৩

সাদিয়া
১৪৭৪

সাখাওয়াত
১৪৭৫

আশরাফুল
১৪৭৬

রকিবুল
১৪৭৮

হাকিম
১৪৭৯

মনির
১৪৮০

নায়েম
১৪৮২

নাহিদ
১৪৮৩

পলাশ
১৪৮৪

রাশেদ
১৪৮৬

সালমান
১৪৮৭

বি বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

আলী
১৪৮৯

নুধার
১৪৯০

রিয়া
১৪৯১

ফারুক
১৪৯৩

রিদয়
১৪৯৫

তির্থ
১৪৯৬

শামসুল
১৪৯৭

রকিব
১৪৯৮

সুমন
১৪৯৯

রাবেয়া
১৫০১

সবুজ
১৫০২

অপু
১৫০৩

মুক্তা
১৫০৪

সায়মন
১৫০৫

হ্যাপি
১৫০৯

সাজ্জাত
১৫১১

রিয়াদ
১৫১২

শাম্মি
১৫১৩

ইরফান
১৫১৪

তানিয়া
১৫১৫

রিফাত
১৫১৭

রাফি
১৫১৮

আরজু
১৫২০

রাশেদুল
১৫২২

হাসিবুল
১৫২৩

রহমান
১৫২৫

ফয়সাল
১৫২৬

মরিয়ম
১৫২৮

আকাশ
১৫২৯

আয়শা
১৫৩১

নিশা
১৫৩২

রিয়াদ
১৫৩৩

মাইদুল
১৫৩৬

ইয়াসিন
১৫৩৭

জ্যোতি
১৫৩৮

শঙ্কর
১৫৩৯

সায়মন
১৫৪০

সাব্বির
১৫৪১

বিবিএ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

লিমা
১৩৪৯

তাবিয়া
১৩৫০

ফারিয়া
১৩৫১

তৌফিক
১৩৫২

মারুফ
১৩৫৩

শিশির
১৩৫৪

শম্পা
১৩৫৫

আকাশ
১৩৫৬

নাহিদ
১৩৫৭

নাকিব
১৩৫৮

ধ্রুব
১৩৬০

কৌশিক
১৩৬২

খালেদ
১৩৬৩

সাবরিনা
১৩৬৪

কানিজ
১৩৬৫

জুবায়ের
১৩৬৬

আবির
১৩৬৭

হাসান
১৩৬৮

রোকসানা
১৩৭০

সবুজ
১৩৭১

সামিনা
১৩৭২

রেদওয়ান
১৩৭৩

সুমাইয়া
১৩৭৪

আরমান
১৩৭৬

আসিফ
১৩৭৭

আতিক
১৩৭৮

মেহজাবিন
১৩৭৯

রাকিব
১৩৮০

জাহিদুল
১৩৮১

শাহাদাত
১৩৮২

শিপলু
১৩৮৪

আফসানা
১৩৮৮

রিফাত
১৩৮৯

মাহমুদা
১৩৯০

রুমকি
১৩৯১

স্বরলিপি
১৩৯২

রাফতি
১৩৯৩

মুক্তা
১৩৯৪

আরাফাত
১৩৯৫

তামান্না
১৩৯৬

শাওন
১৩৯৮

নজরুল
১৪০০

বি বি এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সোহান
১৪০১

সারোয়ার
১৪০২

আসাদুজ্জামান
১৪০৪

শাওন
১৪০৫

আফরোজা
১৪০৭

শুভ
১৪০৮

সাবরিনা
১৪০৯

শাহাদাত
১৪১২

আকরাম
১৪১৩

রোজা
১৪১৫

মারুফা
১৪১৮

সানী
১৪১৯

মাহিমা
১৪২০

সোহাগ
১৪২১

মিনহাজুর
১৪২২

সাখাওয়াত
১৪২৩

শাহ আলম
১৪২৫

ফাহিম
১৪২৬

ইউসুফ
১৪২৭

গোলাম রসুল
১৪২৮

হাবিবুর
১৪২৯

মুন্না
১৪৩১

সৈকত
১৪৩৩

ফাতেমা
১৪৩৪

তমাল
১৪৩৫

মিলাদুন্নবী
১৪৩৬

ফারিয়া
১২৭২

আনিকা
১৪৩৬ (A)

বি বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

মৌ
১২৬১

শিশু
১২৬২

জাকিয়া
১২৬৩

মাহবুবা
১২৬৪

ঝুমা
১২৬৫

মাশরিয়া
১২৬৬

রুবি
১২৬৭

বি বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

শিরিন
১২৬৮

প্রত্যাশা
১২৬৯

কানিজ
১২৭০

অন্তু
১২৭১

হালিমা
১২৭৩

রুমেলী
১২৭৪

সায়মা
১২৭৫

সাদিয়া
১২৭৭

অনন্যা
১২৭৮

মুনজিলা
১২৭৯

সুরমা
১২৮০

মুঈন
১২৮১

তরিকুল
১২৮২

নিলয়
১২৮৩

মুহিদ
১২৮৪

আল আমিন
১২৮৫

মাহফুজুল
১২৮৬

ফারহান
১২৮৭

জিসান
১২৯২

বাবু
১২৯৪

রিয়ান
১২৯৫

রাব্বি
১২৯৬

নাবির
১২৯৭

মিজানুর
১২৯৯

বলয়
১৩০০

জাহিদ
১৩০১

আফজাল
১৩০৪

নাফিজ
১৩০৫

তরিকুল
১৩০৬

জীবন
১৩০৭

পার্থ
১৩০৯

রাব্বানি
১৩১১

আমিনুল
১৩১২

সেলিম
১৩১৫

আরিফ
১৩১৬

কেয়া
১৩১৯

ইলা
১৩২০

সোনিয়া
১৩২২

আরিফুজ্জামান
১৩২৩

রাকিবুল
১৩২৪

রিয়ান
১৩২৫

খোরশেদ
১৩২৬

তৃষা
১৩২৮

মোনাজুল
১৩৩৩

স্বজন
১৩৩৪

কাদের
১৩৩৬

কেয়া
১৩৪০

হাসানাত
১৩৪২

বাবুল
১৩৪৪

বি বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আফসানা
১৩৪৫

আকতার
১৩৪৬

ফাহিম
১৩৪৭

আফসানা
১১৯০

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

ফাতেমা
১১৮৭

আফিয়া
১১৮৮

সাবরিনা
১১৮৯

সোমা
১১৯১

জান্নাতুল
১১৯২

সায়মা
১১৯৪

অনিকা
১১৯৬

তানজিলা
১১৯৭

শ্যামলী
১১৯৯

মার্জিয়া
১২০০

শায়লা
১২০২

সানজিদা
১২০৫

কাওসার
১২০৭

হৃদয়
১২০৮

তৌফাতুন
১২০৯

ওমরফারুক
১২১০

রাব্বি
১২১১

শাওন
১২১২

সাজ্জাদ
১২১৩

প্রণয়
১২১৮

ইমরান
১২১৯

সাজ্জাদ
১২২০

নাজমুল
১২২১

অমিত
১২২২

সাঈদ
১২২৩

নূর
১২২৪

মামুন
১২২৫

আরাফাত
১২২৬

সৈকত
১২২৭

অন্তু
১২২৮

তাশরীকুর
১২২৯

রুম্মান
১২৩০

রাশেদুল
১২৩১

জাহের
১২৩২

ফাহিম
১২৩৩

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

তৌহিদুল
১২৩৪

ফারদিন
১২৩৫

সাইমুন
১২৩৬

সায়েল
১২৩৭

নাজমুল
১২৩৮

হাসেম
১২৩৯

নারায়ণ
১২৪০

সীমান্ত
১২৪১

সজীব
১২৪২

মোস্তাইন
১২৪৩

নেহাল
১২৪৫

বেলায়েত
১২৪৬

রাকিব
১২৪৭

সাইদ
১২৪৯

বিল্লাল
১২৫০

রাজু
১২৫১

মুশফিকুর
১২৫২

কাদের
১২৫৪

ইমাম
১২৫৬

রাজিয়া
১২৫৭

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

রাজিয়া
১১১০

ফারিয়া
১১১১

ইভা
১১১৩

আহরিন
১১১৪

তাহিরা
১১১৫

স্বর্ণা
১১১৬

অনন্যা
১১১৭

ফারিয়া
১১১৮

ফাইজা
১১১৯

আশা
১১২০

সাদিয়া
১১২৩

হাফিজা
১১২৪

শারমিন
১১২৫

সূবর্ণা
১১২৭

মাহফুজা
১১২৮

খুশবু
১১২৯

সখিনা
১১৩০

শবনম
১১৩১

রায়হানা
১১৩২

সানজিদা
১১৩৩

আনিছুর
১১৩৪

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

শরিফুল
১১৩৫

নাজমুল
১১৩৬

রকি
১১৩৭

শামিম
১১৩৯

রাসেল
১১৪০

আরিফ
১১৪২

আল-আমিন
১১৪৪

হাসানুজ্জামান
১১৪৭

সালাম
১১৪৮

নূর
১১৪৯

ইসমাইল
১১৫০

ইমরান
১১৫১

শাকিবুর
১১৫৪

রাব্বি
১১৫৫

রিপন
১১৫৬

বুলবুল
১১৫৭

আশরাফুল
১১৫৮

জোবায়ের
১১৫৯

হাসিবুর
১১৬০

আরিফ
১১৬৪

সোলেমান
১১৬৫

নূরুল
১১৬৬

আশরাফুল
১১৬৯

মারজান
১১৭০

ফয়সাল
১১৭১

শহিদুল
১১৭২

আরিফুল
১১৭৩

তাহমিনা
১১৭৪

রাফসান
১১৭৬

মোজাহিদ
১১৭৭

শাকিল
১১৭৮

দিপু
১১৮০

তানভীর
১১৮১

মারিয়া
১১৮৩

তাহলিমা
১১৮৪

জ্যোতি
১০২৪

রাহিমা
১০৩৩

রাহুল
১০৫১

জাহিদ
১০৬৮

রুবেল
১০৭৬

এম বি এ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

রিফাত
৪৩৬

আইরিন
৪৩৭

জান্নাতুল
৪৩৮

রফিকুল
৪৩৯

প্রসেনজিৎ
৪৪০

সামিউর
৪৪১

আরমান
৪৪২

আসমা
৪৪৩

ফাতেমা
৪৪৪

শাহরিন
৪৪৫

ছালমা
৪৪৬

মাহফুজ
৪৪৭

সামিয়া
৪৪৮

খোদেজা
৪৪৯

তানী
৪৫০

রিকো
৪৫১

কাউছার
৪৫২

ফারজানা
৪৫৩

কাওছার
৪৫৪

মাহামুদা
৪৫৫

শারমিন
৪৫৬

সুমাইয়া
৪৫৭

কানিজ
৪৫৮

প্রিন্স
৪৫৯

সাজ্জাদ
৪৬০

সায়মা
৪৬১

ফাহাদ
৪৬২

কামরুন
৪৬৩

জিয়া
৪৬৪

সাকিব
৪৬৫

নাহিদুজ্জামান
৪৬৬

শহীদুল
৪৬৭

ফারজানা
৪৬৮

মার্কেটিং বিভাগ

বি বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

মাসুদ
১২৯২

সোহান
১২৯৩

মোবারক
১২৯৪

আকিব
১২৯৫

আফরিনা
১২৯৬

প্রান্ত
১২৯৮

পরমা
১২৯৯

উপমা
১৩০০

নিশাত
১৩০১

বাবলু
১৩০২

মাসুদ
১৩০৩

পাভেল
১৩০৪

কিবরিয়া
১৩০৫

সুমন
১৩০৬

রাহিন
১৩০৭

রাব্বানী
১৩০৮

কাজল
১৩০৯

মোস্তাফিজ
১৩১০

হাসিবুল
১৩১১

শামীমা
১৩১২

শুভ
১৩১৩

ইশরাহ
১৩১৪

মিজান
১৩১৬

মোহাম্মদ
১৩১৭

শাদমান
১৩১৮

তারেক
১৩১৯

রুমা
১৩২০

পায়েল
১৩২২

আসপিয়া
১৩২৩

নিশি
১৩২৪

লামিসা
১৩২৫

শাকিল
১৩২৬

মুমু
১৩২৭

তানজিলা
১৩২৮

মাহবুব
১৩২৯

রিফাত
১৩৩০

আরিফ
১৩৩১

শওকত
১৩৩২

মামুন
১৩৩৩

সাক্কিক
১৩৩৪

সুমাইয়া
১৩৩৫

রেশমা
১৩৩৬

বি বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রাবেয়া
১৩৩৯

রুহি
১৩৪০

শাকিলা
১৩৪১

তানজিলা
১৩৪২

জিসানুল
১৩৪৪

সামিনা
১৩৪৫

ফাইরুজ
১৩৪৬

শরিফ
১৩৪৭

সোহেল
১৩৪৮

রুবেল
১৩৪৯

ইমন
১৩৫০

আমিনুল
১৩৫১

মেহেদী
১৩৫৩

তানজুম
১৩৫৪

মহসীন
১৩৫৫

সফিকুল
১৩৫৬

সামিউল
১৩৫৭

হাসিবুল
১৩৫৮

নাজিউর
১৩৫৯

সোহানুর
১৩৬১

ফারজানা
১৩৬৩

লামিয়া
১৩৬৪

তামান্না
১৩৬৫

মেহেদী
১৩৬৭

মঈন
১৩৬৮

হাবিবা
১৩৭০

রাজু
১৩৭২

আশরাফ
১৩৭৩

সালাম
১৩৭৫

সাদাত
১৩৭৬

সজীব
১৩৭৭

পারভেজ
১৩৭৮

তানভীর
১৩৭৯

নিশাত
১৩৮০

নাফিস
১৩৮১

মাহমুদুল
১৩৮২

শাওন
১৩৮৩

ইয়াছির
১৩৮৪

মারফ
১৩৮৫

সাজ্জাদ
১৩৮৬

এখলেসুর
১৩৮৭

শাহরিন
১৩৮৮

প্রিতম
১৩৯০

আনাস
১৩৯১

হাবিব
১৩৯৩

বীথি
১৩৯৫

সৌরভ
১৩৯৬

মাহাবুবুল
১৩৯৭

আইরিন
১৩৯৮

বি বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

খুরশীদ
১৩৯৯

তরিকুল
১৪০১

রড্রিকস
১৪০২

বি বি এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

লায়লা
১২১১

পুষ্প
১২১২

তানজিলা
১২১৩

ইমরান
১২১৪

সালেহা
১২১৭

জাকির
১২১৮

ফারজানা
১২১৯

ফারহানা
১২২০

সানজিদা
১২২১

ফারহানা
১২২২

নাজমুল
১২২৩

খালিদ
১২২৪

শাহিনুর
১২২৫

সানজানা
১২২৭

নাজমুল
১২২৮

আদনান
১২৩০

ন্যাথী
১২৩৪

বৃষ্টি
১২৩৫

ফাতেমা
১২৩৬

রুমা
১২৩৭

নিশান
১২৩৮

রাব্বি
১২৩৯

রুমা
১২৪০

সাকিব
১২৪১

ছাব্বিরুল
১২৪৩

আবির
১২৪৪

জুবাইর
১২৪৫

আলমগীর
১২৪৬

শিফাইন
১২৪৭

তন্ময়
১২৪৮

ইমতিয়াজ
১২৫১

মামুন
১২৫২

নয়ন
১২৫৩

সাবিত
১২৫৫

ফাহাদ
১২৫৬

বি বি এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

তন্ময়
১২৫৮

মমিন
১২৫৯

খাইরুল
১২৬০

তানজিনা
১২৬১

জাফর
১২৬২

মুহিত
১২৬৩

আজিজ
১২৬৪

মতিয়া
১২৬৫

রাতুল
১২৬৬

মেহজাবিন
১২৬৭

নূরে আলম
১২৬৮

ইয়াছিন
১২৬৯

সেতু
১২৭০

আজিজুল
১২৭১

রফিক
১২৭২

দোলন
১২৭৩

সাকিব
১২৭৪

অমন
১২৭৫

আসমা
১২৭৬

সাদিয়া
১২৭৭

নুর
১২৭৮

নাফিজা
১২৭৯

রিয়াদ
১২৮০

জান্নাত
১২৮১

অপু
১২৮২

মানিক
১২৮৪

সাইফ
১২৮৫

আমিনুর
১২৮৬

আনোয়ার
১২৮৮

মরিয়ম
১২৮৯

ইমা
১২৯০

বি বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

তাসনিমা
১১৩০

সামিয়া
১১৩৩

স্মৃতি
১১৩৪

রেশমা
১১৩৫

অমি
১১৩৬

সাদিয়া
১১৩৭

পারভেজ
১১৩৮

বি বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

নাঈম
১১৩৯

আদনান
১১৪০

মিরাজ
১১৪১

বাসেত
১১৪২

মশিউর
১১৪৩

মুজিব
১১৪৪

নাহিদুর
১১৪৫

মাহাবুব
১১৫০

সুদিপ
১১৫১

বিজন
১১৫২

রাসেল
১১৫৩

সাব্বির
১১৫৪

শরীফ
১১৫৫

সজীব
১১৫৬

তুর্যয়
১১৫৭

সা-আদ
১১৫৮

আনোয়ারুল
১১৫৯

হাসিব
১১৬০

আরিফ
১১৬১

তৌকির
১১৬২

আফরোজা
১১৬৬

আশেক
১১৬৭

ফরহাদ
১১৬৮

সাথী
১১৬৯

মৌসুমী
১১৭১

সাঈদ
১১৭৭

মোস্তফা
১১৭৮

অর্ণব
১১৮০

শামসুল
১১৮২

জুবাইয়া
১১৮৩

তানিয়া
১১৮৪

কাউছার
১১৮৬

মুকিত
১১৮৭

শোয়েব
১১৮৮

জামিল
১১৮৯

মিনহাজুল
১১৯০

নাঈম
১১৯১

শফিক
১১৯২

আফরি
১১৯৬

শুভংকর
১১৯৭

সবুর
১১৯৮

রুবেল
১১৯৯

অপূর্ব
১২০০

সোহেল
১২০১

ইজাজুল
১২০৩

আয়েশা
১২০৪

খালিদ
১২০৫

রাব্বি
১২০৭

টিপু
১২১০

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

জেনিফার
১০৬৩

শাফা
১০৬৪

আফসানা
১০৬৫

প্রিয়া
১০৬৬

নুসরাত
১০৬৭

সোনিয়া
১০৬৮

জেসমিন
১০৬৯

শ্রাবনী
১০৭০

বেলী
১০৭১

কেয়া
১০৭২

কামরুল
১০৭৩

মমিনুল
১০৭৪

আতিক
১০৭৫

মাহিম
১০৭৬

তানজীম
১০৭৭

লালচাঁন
১০৭৮

তরিকুল
১০৮০

তুহিন
১০৮১

নাজমুল
১০৮৫

অর্নব
১০৮৬

মাহাবুব
১০৮৭

রিতু
১০৮৮

রাশেদুল
১০৯০

সামসুজ্জোহা
১০৯১

রিপন
১০৯৩

সোহাগ
১০৯৪

শৌভিক
১০৯৫

শিহাব
১০৯৭

সিমন
১০৯৮

হৃদয়
১০৯৯

রিয়াজ
১১০১

আল-আমিন
১১০২

লুৎফর
১১০৩

রফিক
১১০৪

হৃদম
১১০৬

মুন্নী
১১০৮

ইমরান
১১১০

আরিফুর
১১১২

রায়হান
১১১৩

সাজিদ
১১১৬

সাদিকা
১১১৭

ইরা
১১১৮

নাহিয়ানুজ্জামান
১১১৯

আল-আমিন
১১২০

তামান্না
১১২১

সোহাগ
১১২৩

আরিফ
১১২৫

মামুন
১১২৬

অথৈ
১১২৭

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

সম্রাট
১১২৮

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

সোনিয়া
১০১৮

লিজা
১০১৯

ইফফাত
১০২০

মুশফিক
১০২২

শরীফ
১০২৬

ইকবাল
১০২৭

ফরহাদ
১০২৮

প্রসেনজিৎ
১০২৯

শিশির
১০৩০

মেহেদী
১০৩২

সোয়েব
১০৩৩

কাদের
১০৩৪

তুষার
১০৩৭

ইমরান
১০৩৮

সজীব
১০৪০

আবু বকর
১০৪২

সামিউল
১০৪৩

সজীব
১০৪৫

হাসিব
১০৪৯

সুমন
১০৫১

অপূর্ব
১০৫২

আশরাফ
১০৫৮

রাসেল
১০৬০

শাহেদ
১০৬১

ফাহমিদা
১০৬২

রনি
৮৬৩

সামাদ
৯৬৯

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

জহিরুল
৩৮৯

সোহেল
৩৯০

এমদাদ
৩৯১

জিয়া
৩৯২

আনিস
৩৯৩

মারুফ
৩৯৪

সেতু
৩৯৫

নদী
৩৯৬

মুরাদ
৩৯৭

কাশিদ
৩৯৮

আশরাফুল
৩৯৯

আহাদ
৪০০

অদিতি
৪০১

তিন্নী
৪০২

সাহাদাত
৪০৩

সঞ্চয়
৪০৪

শহিদ
৪০৫

মৌসুমী
৪০৬

তামান্না
৪০৯

ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বি বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

মুনমুন
১২৮৩

মিনহাজ
১২৮৪

ঐশী
১২৮৫

মীম
১২৮৬

ফারহানা
১২৮৭

ইভা
১২৮৮

জাহিদ
১২৮৯

পপি
১২৯০

জেনিয়া
১২৯১

নিসা
১২৯২

নাবিলা
১২৯৩

তমা
১২৯৪

অনিক
১২৯৫

বুশরা
১২৯৬

তারেক
১২৯৭

আকলিমা
১২৯৮

আরশেদ
১৩০০

আয়মুন
১৩০১

নাফিউল
১৩০২

তুষার
১৩০৩

মাহমুদ
১৩০৪

বাহারুল
১৩০৬

স্বপন
১৩০৭

তাহমিদ
১৩০৮

তানজিদ
১৩০৯

প্রভা
১৩১০

হাবিব
১৩১১

শাকিল
১৩১২

রাহাত
১৩১৩

সাফায়েত
১৩১৪

আমির
১৩১৫

সাদিয়া
১৩১৬

চৈতী
১৩১৭

মেহেদী
১৩১৯

আনিকা
১৩২০

তুষার
১৩২১

ফাহিম
১৩২২

প্রিয়াংকা
১৩২৩

আফরিন
১৩২৪

বীনা
১৩২৫

হাসিব
১৩২৬

নওরীন
১৩২৭

বি বি এ (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

জান্নাতুল
১৩২৮

তাসনিম
১৩৩০

ইফতিয়ার
১৩৩১

মারুফা
১৩৩২

রবিন
১৩৩৩

রিয়া
১৩৩৪

লিজা
১৩৩৬

লিলি
১৩৩৭

উজ্জল
১৩৩৮

মাহাবুব
১৩৩৯

আবদুল্লাহ
১৩৪০

জয়
১৩৪১

তানজিলা
১৩৪২

আশিক
১৩৪৫

মিতা
১৩৪৭

সোহা
১৩৪৯

সুমাইয়া
১৩৫৩

সামদানী
১৩৫৫

ফারজানা
১৩৫৬

তৃষা
১৩৫৭

মুঈদ
১৩৫৮

জয়
১৩৫৯

আহাদ
১৩৬০

মারিয়া
১৩৬২

রহমান
১৩৬৩

বি বি এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মরিয়ম
১২১৬

জেবা
১২১৭

জান্নাত
১২১৮

আতিক
১২১৯

তানজিলা
১২২০

আয়েশা
১২২১

রিয়াজ
১২২৩

সম্রাট
১২২৪

আবু
১২২৫

নওমী
১২২৬

রনি
১২২৭

ইমন
১২২৯

আসিফ
১২৩০

বৃষ্টি
১২৩১

বি বি এ (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

মিরাজ
১২৩২

আল-আমিন
১২৩৪

হিমেল
১২৩৫

রিমি
১২৩৬

অন্তর
১২৩৭

জেরিন
১২৩৮

নাজনিন
১২৩৯

সিহাব
১২৪১

তনিকা
১২৪২

সালমান
১২৪৩

মাহী
১২৪৪

ফাহিম
১২৪৫

বাহার
১২৪৮

তন্ময়
১২৪৯

এ্যানি
১২৫০

শহিদ
১২৫১

তাসনিম
১২৫২

জুথি
১২৫৩

রনক
১২৫৪

শরিফ
১২৫৭

আল-আমিন
১২৫৮

শান্তা
১২৫৯

বাপ্পি
১২৬১

মাহদিন
১২৬২

ইব্রাহীম
১২৬৩

মোহন
১২৬৪

রাকিব
১২৬৫

সাদিয়া
১২৬৬

স্মৃতি
১২৬৭

মোমেনা
১২৬৮

মামুন
১২৬৯

সুমাইয়া
১২৭০

বাধন
১২৭১

মাহামুদুন্নবী
১২৭২

হিরা
১২৭৪

জেরিন
১২৭৬

জাহিদ
১২৭৭

মামুন
১২৭৮

আলম
১২৭৯

মেহেদী
১২৮০

রুবেল
১২৮১

বি বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সানজিদা
১১৪৭

সুমাইয়া
১১৪৮

শারমিন
১১৪৯

জেনি
১১৫০

সুনিরা
১১৫১

সুমাইয়া
১১৫২

শাবরিনা
১১৫৩

আনিকা
১১৫৪

কাকন
১১৫৫

নাসরিন
১১৫৬

ফাতেমা
১১৫৭

শারমিন
১১৫৮

তিশা
১১৫৯

শ্বর্না
১১৬০

নাহার
১১৬১

জুই
১১৬২

অন্তু
১১৬৩

তুলি
১১৬৪

রাইশা
১১৬৫

ফারজানা
১১৬৬

সাইদুর
১১৬৭

রাকিব
১১৬৯

শান্ত
১১৭০

জয়নুল
১১৭১

তাজউদ্দিন
১১৭২

মিলন
১১৭৩

হাসান
১১৭৪

হাসনাত
১১৭৫

আনোয়ার
১১৭৬

শাহিদ
১১৭৭

রবিন
১১৭৮

ফয়সাল
১১৭৯

আরাফাত
১১৮০

ইমরান
১১৮১

আফরান
১১৮২

নিশাত
১১৮৩

রাফাত
১১৮৪

সাইফ
১১৮৬

সামাদ
১১৮৭

নাজমুল
১১৮৮

সাইদুর
১১৮৯

প্রান্ত
১১৯০

ইমরান
১১৯১

অনুপ
১১৯৩

রাকিব
১১৯৫

হেলাল
১১৯৬

মেহেদী
১২০০

ছন্দা
১২০২

ফৌজিয়া
১২০৩

বি বি এ (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

রুবিনা
১২০৪

বিন্তু
১২০৫

আফরিন
১২০৬

নিসা
১২০৮

তানভীর
১২১০

আজমীর
১২১১

মেহজাবীন
১২১২

পংকজ
১২১৪

মিজানুর
১২১৫

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

জিহান
১০৯৩

হামিম
১০৯৪

নিপা
১০৯৫

সুমী
১০৯৬

সোহানা
১০৯৭

শামীম
১০৯৯

মনছুর
১১০০

রিফাত
১১০৩

মেহেদী
১১০৪

মৌসুমী
১১০৫

নূরসাবা
১১০৬

শামীমা
১১০৭

মিজানুর
১১০৮

মাহমুদ
১১১০

বিপন
১১১১

প্রনব
১১১২

স্মৃতি
১১১৪

ফারহানা
১১১৫

জেরিন
১১১৬

জাহাঙ্গীর
১১১৭

শাহাদাত
১১১৮

মার্জিয়া
১১১৯

তাসমিনা
১১২০

নিমাই
১১২১

সাদিয়া
১১২২

ইমরান
১১২৩

সাজ্জাদ
১১২৪

পলাশ
১১২৭

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

ফাতিমা
১১২৮

ইব্রাহীম
১১২৯

রিয়াদ
১১৩০

নিজাম
১১৩১

সাইদুর
১১৩২

সানজিদা
১১৩৩

বুলবুল
১১৩৪

সজিব
১১৩৫

কাইয়্যুম
১১৩৬

আনোয়ার
১১৩৭

ওয়াসিমা
১১৩৮

তানিয়া
১১৩৯

ফাতেমা
১১৪০

চৈতী
১১৪১

রিদয়
১১৪২

ইয়াছিন
১১৪৩

রেদওয়ান
১১৪৪

মোমেনা
১১৪৫

সাখাওয়াত
১১৪৬

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

মীম
১০৩৬

রানা
১০৩৭

আমিনুর
১০৩৯

সাব্বির
১০৪০

আশরাফুল
১০৪১

মিতু
১০৪২

মৌ
১০৪৩

হাবিব
১০৪৭

তনু
১০৪৮

মীম
১০৫০

শুভ
১০৫১

মুক্তি
১০৫২

ইসহাক
১০৫৩

আসিফ
১০৫৪

সুমন
১০৫৫

টুম্পা
১০৫৬

মৌমিতা
১০৫৭

সুরভী
১০৫৮

বিপাশা
১০৫৯

সাজ্জাদ
১০৬০

স্বর্ণা
১০৬১

বি বি এ (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

মাহবুব
১০৬৪

আবুল
১০৬৫

রাবেয়া
১০৬৬

ইশান
১০৬৭

ফুয়াদ
১০৬৮

শামীমা
১০৬৯

সোহান
১০৭১

ফাতেমা
১০৭২

তানিজা
১০৭৩

ইফাতা
১০৭৫

মনির
১০৭৬

নুসরাত
১০৭৭

শোভন
১০৭৮

খাইরুল
১০৭৯

শাকিল
১০৮০

সাজেদুর
১০৮১

শরীফ
১০৮২

জিন্নাত
১০৮৩

মাহমুদ
১০৮৫

রেজা
১০৮৬

ইমতিয়াজ
১০৮৭

মামুন
১০৮৯

শান্তা
১০৯১

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সাবিহা
৫৬৩

শামিমুর
৫৬৪

হাসনা
৫৬৫

তাহমিনা
৫৬৬

নাহিদা
৫৬৭

সাবরিনা
৫৬৮

সুমনা
৫৬৯

শামীমা
৫৭০

সুমন
৫৭১

মাসুদ
৫৭২

ফাইজা
৫৭৩

নাহার
৫৭৪

রুবি
৫৭৫

আনিকা
৫৭৬

এম বি এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সামিয়া
৫৭৭

সাঈদ
৫৭৮

আহসান
৫৭৯

রাসেদ
৫৮০

সাজিদ
৫৮১

সুব্রত
৫৮২

আলম
৫৮৩

শাকিল
৫৮৪

জিকু
৫৮৫

হালীসন
৫৮৬

নাহিদ
৫৮৭

সম্পা
৫৮৮

নাবিলা
৫৮৯

লোপা
৫৯০

কথা
৫৯১

ইতু
৫৯২

শারমীন
৫৯৩

মাসুদ
৫৯৪

জিল্লুর
৫৯৫

অর্থনীতি বিভাগ

বি এস এস, (সম্মান) ১ম বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

তানজিয়া
৪৩৭

শামীম
৪৩৮

রিফা
৪৩৯

ইসরাত
৪৪০

আবির
৪৪২

ইব্রাহীম
৪৪৩

সুমাইয়া
৪৪৪

ফরহাদ
৪৪৫

সাব্বির
৪৪৬

সানজানা
৪৪৭

আবুল
৪৪৮

হাজারিকা
৪৪৯

মাকসুদুর
৪৫০

ফরহাদ
৪৫১

জাহিদ
৪৫৪

সাকিব
৪৫৫

মাজিদুল
৪৫৭

রুজেল
৪৫৮

নাজমুল
৪৬৩

আয়েশা
৪৬৪

ইমদাদুল
৪৬৫

রাবেয়া
৪৬৬

সাকিব
৪৬৭

আবিদ
৪৬৮

রতন
৪৭১

তৌফিক
৪৭২

মারুফ
৪৭৩

রেশমি
৪৭৫

মাইনুল
৪৭৭

হাসিন
৪৮০

সনজিত
৪৮১

সিফাত
৪৮২

সজীব
৪৮৩

রোকসানা
৪৮৪

বি এস এস, (সম্মান) ২য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সজল
৩৯৩

সাইফুন
৩৯৪

উপমা সাহা
৩৯৬

মুরশেকা
৩৯৭

হাছিবুর
৩৯৮

আফসানা
৪০১

আরিফ
৪০২

মাহবুব
৪০৪

মেহেদী
৪০৫

সাজেদুল
৪০৬

খুরশিদ
৪০৮

অনুরুদ্ধ
৪০৯

আশিকুর
৪১০

জান্নাতুল
৪১১

মোস্তাক
৪১২

সজিব
৪১৪

নুরজাহান
৪১৫

মাহমুদুল
৪১৭

জাফর
৪১৮

ওমর
৪১৯

মাহিয়া
৪২০

মাসুদ
৪২৩

আব্দুল
৪২৪

শুভ
৪২৫

মাহমুদুল
৪২৬

সাইফুর
৪২৭

রুবেল
৪২৮

ওহিদ
৪৩০

ইমাম
৪৩১

তারেক
৪৩২

রাফিউর
৪৩৩

নয়ন
৪৩৪

আতিক
৪৩৫

সাঈদ
৪৩৬

বি এস এস, (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

ডরিন
৩৫১

রাবেয়া
৩৫২

আফসার
৩৫৫

মিশু
৩৫৮

দিদার
৩৫৯

রোকসানা
৩৬১

মুস্তাহিদুর
৩৬২

বি এস এস, (সম্মান) ৩য় বর্ষ, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

হাসিব
৩৬৩

ইমতিয়াজ
৩৬৬

জাহিদ
৩৬৭

ফয়সাল
৩৭০

প্রীতি
৩৭৩

ইতি
৩৭৬

ফয়সাল
৩৭৭

মাসুদ
৩৮০

নুসরাত
৩৮১

তাসনীম
৩৮২

ফরিদ
৩৮৩

সাজিদ
৩৮৫

স্মৃতি
৩৮৬

রব্বানী
৩৮৮

জব্বার
৩৮৯

বি এস এস, (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (নতুন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

কাসপিয়া
৩৩৫

শাহনাজ
৩৩৫

নূর আলম
৩৩৮

নিশাত
৩৩৯

দেলোয়ার
৩৪০

মওদূদ
৩৪৫

জাবের
৩৪৬

রেজাউল
৩৪৭

আবু তাহের
৩৪৮

বি এস এস, (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

নয়ন
৩১৯

আইরিন
৩২০

ঝুমুর
৩২১

মালিহা
৩২২

ফাতেমা
৩২৩

জাহিদ
৩২৪

মিজান
৩২৫

বি এস এস, (সম্মান) ৪র্থ বর্ষ (পুরাতন), শিক্ষাবর্ষ : ২০১২-২০১৩

তাসলিমা
৩২৬

রাসেল
৩২৭

হোসেনে আরা
৩২৮

শাখাওয়াত
৩২৯

শিল্পী
৩৩০

আজাদ
৩৩১

রনি
৩৩৩

সাজ্জাদ
৩৩৪

সুমন
২৯৩

এম এস এস, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

সাদিয়া
৩৯

ফারহানা
৪০

নিপা
৪১

আসিফ
৪২

অনুপ
৪৩

সাজেদুল
৪৪

নজরুল
৪৭

আলাভী
৪৮

জোছনা
৫০

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (ডিবিএ)

বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রিয়া
৫৮০

আয়েশা
৫৮১

জয়া
৫৮২

অনামিকা
৫৮৩

সুমাইয়া
৫৮৪

আনিকা
৫৮৫

শাহীনুর
৫৮৬

তাসলিমা
৫৮৭

আফরোজা
৫৯০

মিশরী
৫৯১

মারিয়া
৫৯২

আম্বিয়া
৫৯৪

আনিকা
৫৯৫

নাফিয়া
৫৯৬

সাদিয়া
৫৯৭

তানজিলা
৫৯৮

নাকিবা
৫৯৯

ফাতেমা
৬০০

ফাতেমা
৬০১

হুমায়রা
৬০৩

সুমাইয়া
৬০৪

সাদিয়া
৬০৫

বিথী
৬০৬

মুসলিমা
৬১০

রিয়া
৬১১

জুঁই
৬১২

জান্নাত
৬১৩

তানজিনা
৬১৪

রোকেয়া
৬১৫

লিমা
৬১৬

তানজিন
৬১৭

ইফাত
৬১৮

ফারহানা
৬২০

আনিকা
৬২১

জিনিয়া
৬২২

সুলতানা
৬২৩

নাজনিন
৬২৪

তাকিয়া
৬২৫

কানিজ
৬২৬

সানজিদা
৬২৭

ফারহানা
৬২৮

সুস্মিতা
৬৩০

বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ক্রিস্টিনা
৬৩১

ফারজানা
৬৩২

খাদিজা
৬৩৩

রুবিনা
৬৩৪

তানহা
৬৩৫

সুমাইয়া
৬৩৬

হুমায়রা
৬৩৭

ফাতেমা
৬৩৯

আফরিন
৬৪০

মেহজাবিন
৬৪১

সামিয়া
৬৪২

রাবেয়া
৬৪৩

সুমাইয়া
৬৪৪

মারিয়া
৬৪৫

সাদিয়া
৬৪৬

হাবিবা
৬৪৭

রাজিয়া
৬৪৮

নেহা
৬৪৯

নাহার
৬৫০

সুমাইয়া
৬৫১

ফাতেমা
৬৫২

নুসরাত
৬৫৩

তাহনিয়া
৬৫৪

জোহরা
৬৫৫

হানি
৬৫৬

সালমা
৬৫৭

হাফসা
৬৫৮

লুবনা
৬৫৯

নুরজাহান
৬৬০

মারুফা
৬৬২

মারজান
৬৬৩

হাসিবুর
৬৬৫

রাহাত
৬৬৬

জামিল
৬৬৭

ইমতিয়াজ
৬৬৯

আরিফ
৬৭০

তরিকুল
৬৭২

আরিফ
৬৭৫

ফারহান
৬৭৬

প্রান
৬৭৮

তুহিন
৬৭৯

নেসার
৬৮০

ফাহিম
৬৮১

আল-আমিন
৬৮২

আশরাফ
৬৮৩

ওয়াহিদ
৬৮৪

রাফিজ
৬৮৬

আকিব
৬৮৮

মহিব
৬৯০

বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

ইশতিয়াক
৬৯১

মনজুর
৬৯২

নাজমুল
৬৯৩

জহির
৬৯৪

আশিক
৬৯৫

হাসিব
৬৯৬

তানিম
৬৯৭

আলিফ
৬৯৮

সাব্বির
৬৯৯

সাজ্জাদ
৭০০

আজমান
৭০১

রাকিব
৭০২

আহাদ
৭০৩

সাইফ
৭০৪

জাওয়াদ
৭০৫

জিসান
৭০৬

মাহবুব
৭০৭

সালমান
৭০৮

তুহিন
৭০৯

সাইদুল
৭১০

হানিফ
৭১১

মুরাদ
৭১২

আহসান
৭১৩

ইকরাম
৭১৫

সাখাওয়াত
৭১৬

আদনান
৭২০

নিয়ামুল
৭২১

তানজিব
৭২২

রিফাত
৭২৩

সালমান
৭২৪

জিদান
৭২৫

রাকিব
৭২৬

সাদমান
৭২৭

আফসার
৭২৮

ওমর
৭২৯

শাওন
৭৩০

সাকিব
৭৩১

নাহিদ
৭৩৪

আবদুর
৭৩৫

আল-আমিন
৭৩৮

ইকবাল
৭৩৯

সান্নাই
৭৪১

এমদাদ
৭৪২

রিয়াজ
৭৪৩

আশিক
৭৪৪

শাহরিয়ার
৭৪৬

কাওসার
৭৪৭

ফরহাদ
৭৪৯

আবদুর
৭৫০

বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

রকি
৭৫১

ফরহাদ
৭৫২

হাবিব
৭৫৩

ইকবাল
৭৫৪

হাসান
৭৫৫

ইশতিয়াক
৭৫৬

মল্লিক
৭৫৭

রনি
৭৫৮

বিকাশ
৭৫৯

নিলয়
৭৬০

আতিক
৭৬১

মোস্তাফিজ
৭৬২

শরিফ
৭৬৪

ইমন
৭৬৫

শোয়েব
৭৬৬

তামজিদ
৭৬৭

রিশাদ
৭৬৮

রাসেল
৭৭০

সালাউদ্দিন
৭৭১

মাহাদি
৭৭২

রাজন
৭৭৪

রিয়াদ
৭৭৫

মুরাদ
৭৭৬

জায়েদ
৭৭৭

এহ্সান
৭৭৮

পার্থ
৭৮১

অমিত
৭৮২

জারিফ
৭৮৩

শিহাব
৭৮৪

মেরাজ
৭৮৫

রবিন
৭৮৭

কামরুল
৭৮৮

সাজিদ
৭৮৯

আম্মার
৭৯০

মজিবুল
৭৯২

আকাশ
৭৯৩

আশিক
৭৯৪

রাকিব
৭৯৭

হাবিব
৭৯৮

তৌসিফ
৭৯৯

শাকিল
৮০০

শাকিল
৮০১

সাজ্জাদ
৮০২

সাইফ
৮০৩

নাজমুল
৮০৪

শাফি
৮০৬

আফসারুল
৮০৭

মিজান
৮০৮

আশরাফ
৮০৯

বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল ১ম বর্ষ ২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

সাইফ
৮১০

তানজিল
৮১১

ইনজামামুল হক
৮১২

আশরাফ
৮১৩

রিফাত
৮১৪

মাজিদ
৮১৬

আসিব
৮১৭

বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল ২য় বর্ষ ৪র্থ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

আরমিন
৪৩১

সাবরিন
৪৩৬

বিকি
৪৩৭

আফসানা
৪৩৮

রুবিনা
৪৩৯

আজিজা
৪৪০

খাদিজা
৪৪১

মৌশিনা
৪৪২

ইসরাত
৪৪৩

লামিয়া
৪৪৪

আফরোজা
৪৪৫

মারিয়া
৪৪৬

নিশাত
৪৪৮

তানজিলা
৪৫০

সাবিয়া
৪৫২

কানিজ
৪৫৩

সুস্মিতা
৪৫৪

আতিকা
৪৫৫

প্রিয়াঙ্কা
৪৫৬

বুশরা
৪৫৭

ফারিয়া
৪৫৮

সাবা
৪৫৯

অন্তু
৪৬০

ফারিহা
৪৬২

পায়েল
৪৬৩

সাদিয়া
৪৬৪

সোনিয়া
৪৬৫

আনিকা
৪৬৬

উর্বি
৪৬৮

সানজিদা
৪৬৯

সুমাইয়া
৪৭০

মেহেরুন
৪৭১

আয়েশা
৪৭২

মনিষা
৪৭৩

আবিদা
৪৭৪

বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল ২য় বর্ষ ৪র্থ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সাফা
৪৭৫

জান্নাত
৪৭৬

নাদিরা
৪৭৭

শামসাদ
৪৮০

সুমাইয়া
৪৮১

ফাহমিদা
৪৮২

জোহুরা
৪৮৪

আবির
৪৮৫

জুঁই
৪৮৬

নিশি
৪৮৭

ফারিন
৪৮৮

মৌমিতা
৪৮৯

আইরিন
৪৯০

ইসরাত
৪৯১

তানজিনা
৪৯২

তাসনিম
৪৯৩

তাহমিনা
৪৯৪

ফারজানা
৪৯৫

তানিয়া
৪৯৬

হুমায়রা
৪৯৭

নাবিলা
৪৯৮

মঈনুল
৪৯৯

মুনতাসির
৫০০

রায়হান
৫০২

সুফিয়ান
৫০৩

রিদওয়ান
৫০৪

আরাফাত
৫০৫

সাইফুল
৫০৬

আবদুলাহ্
৫০৭

শাহরুখ
৫০৯

রাহাত
৫১০

মাহাবুব
৫১১

মোস্তফা
৫১২

রাহুল
৫১৩

রোহিত
৫১৪

বিজয়
৫১৫

কাইয়ুম
৫১৬

আকিফ
৫১৭

লতিবুর
৫১৮

সোহান
৫১৯

সিফাত
৫২০

রিমন
৫২১

সুমন
৫২২

সাকিব
৫২৩

নাঈম
৫২৪

আসিফ
৫২৫

স্বপ্নিল
৫২৬

আবিদ
৫২৭

রাকিব
৫২৮

বিবিএ (সম্মান) প্রফেশনাল ২য় বর্ষ ৪র্থ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৫-২০১৬

সাজ্জাদুল
৫২৯

নাজমুল
৫৩০

তারিকুল
৫৩২

শাহিন
৫৩৩

শহন
৫৩৫

ইউসুফ
৫৩৬

ফাহাদ
৫৩৭

শাফেয়ী
৫৩৮

আসাদ
৫৪০

আরিফ
৫৪১

নোমান
৫৪২

রাফিম
৫৪৩

আশরাফুল
৫৪৪

রায়হান
৫৪৫

জাহিদুল
৫৪৬

আবিদ
৫৪৭

জিহাদুজ্জামান
৫৪৮

সৌরভ
৫৪৯

তন্ময়
৫৫১

কাদের
৫৫২

আল-আমিন
৫৫৩

রাকিব
৫৫৪

সাইফুল
৫৫৫

আহসান
৫৫৬

নাঈম
৫৫৭

মশিউর
৫৫৮

হাসনাত
৫৫৯

আনিসুর
৫৬০

সাজিদ
৫৬১

আশিক
৫৬৩

অন্তর
৫৬৪

মামুন
৫৬৫

মাহবুবুর
৫৬৬

জিসান
৫৬৭

রিফাত
৫৬৮

ইফতি
৫৬৯

জাহিদ
৫৭০

মঞ্জুরুল
৫৭৩

ফরহাদ
৫৭৪

আলী
৫৭৫

কামরুজ্জামান
৫৭৮

ফয়জুর
৫৭৯

বি বি এ (সম্মান) প্রফেশনাল ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

নাসির
২৯০

বাবলী
৩৩৭

আনিকা
৩৩৮

সায়মা
৩৩৯

রাইসা
৩৪০

শারমিন
৩৪১

সানিয়া
৩৪২

ফাহমিদা
৩৪৩

নিশাত
৩৪৪

শাহিদা
৩৪৫

রিপা
৩৪৬

নাজনিন
৩৪৭

মুন
৩৪৮

আসপিয়া
৩৪৯

মার্জিয়া
৩৫০

শিমু
৩৫১

মাহবুবা
৩৫২

সাহারা
৩৫৩

শামীমা
৩৫৪

দোলন
৩৫৫

রাফিয়া
৩৫৬

ডালিয়া
৩৫৭

নুসরাত
৩৫৮

কনিকা
৩৫৯

তানজিলা
৩৬০

তাজনিন
৩৬১

জুয়েনা
৩৬২

ইভা
৩৬৩

স্মৃতি
৩৬৪

ফাতেমা
৩৬৫

লিমা
৩৬৬

তাসমিয়া
৩৬৭

রাইসা
৩৬৮

শাম্মী
৩৬৯

তৃষা
৩৭০

ইলা
৩৭১

সায়মা
৩৭২

সুরভি
৩৭৩

জ্যোতি
৩৭৪

সুমি
৩৭৫

নিলুফার
৩৭৬

মমতাজ
৩৭৭

বি বি এ (সম্মান) প্রফেশনাল ৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৪-২০১৫

আল-জাবেরা
৩৭৮

মেহেরুন্নেছা
৩৭৯

বর্ষা
৩৮০

মনিরা
৩৮১

মাহমুদ
৩৮২

হামিদ
৩৮৩

মাহমুদুল
৩৮৪

কামরুল
৩৮৫

মিজানুর
৩৮৬

আশিক
৩৮৭

মহিবুর
৩৮৮

ওয়ালি
৩৮৯

মোকসাদুল
৩৯০

রোহিত
৩৯২

নাফিউল
৩৯৬

হাফিজ
৩৯৭

রাব্বি
৩৯৮

নাহিদ
৩৯৯

তাহসিন
৪০০

জ্যাকসন
৪০১

ইমদাদুল
৪০২

রাশেদ
৪০৩

আজিজ
৪০৫

রাফি
৪০৬

তাহসিন
৪০৭

মাহমুদুল
৪০৯

সাকিব
৪১০

ইমাম
৪১১

রিশাদ
৪১২

রূপক
৪১৩

সোহান
৪১৪

নাসিম
৪১৫

জামিল
৪১৭

তানভির
৪১৮

প্রসেনজিত
৪১৯

মোহাইমিনুল
৪২০

শুভ
৪২১

সাইদুর
৪২৩

সাইফুল্লাহ
৪২৪

মাকসুদ
৪২৬

আলিফ
৪২৭

ইমরান
৪২৮

আশরাফুল
৪২৯

বি বি এ (সম্মান) প্রফেশনাল ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

জান্নাতুল
২৬০

সুমাইয়া
২৬১

মাহা
২৬৩

রুবি
২৬৪

লাকি
২৬৫

চৈতি
২৬৬

সাবিহা
২৬৭

তামান্না
২৬৮

রাইসা
২৭৯

স্বর্ণা
২৭০

ফারহানা
২৭১

আফসানা
২৭২

দিপ্তি
২৭৪

রাত্রি
২৭৬

তানজিনা
২৭৭

মাহফুজা
২৭৮

কান্তা
২৭৯

বিপাশা
২৮০

জাকিয়া
২৮১

শাওন
২৮২

বাপ্পী
২৮৩

শরিফুল
২৮৫

মঈন
২৮৬

ইফতি
২৮৭

রাতুল
২৮৮

ইমরান
২৮৯

সাইফুল
২৯১

ফাহিম
২৯২

রায়হান
২৯৪

কাউসার
২৯৫

তৌফিক
২৯৬

আসিফ
২৯৭

হাসান
২৯৯

জুয়েল
৩০০

মোঃ নিলয়
৩০২

আতিকুর
৩০৪

তানভীর
৩০৫

আরেফিন
৩০৬

দিগন্ত
৩০৭

ওয়াসিম
৩০৮

সোহেল
৩০৯

তানজিল
৩১০

বি বি এ (সম্মান) প্রফেশনাল ৪র্থ বর্ষ ৮ম সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৩-২০১৪

আরিফ
৩১১

সাজ্জাদ
৩১৩

আবির
৩১৭

শামীম
৩১৯

সালমান
৩২০

রাশেদুল
৩২১

আরিফ
৩২২

জিসান
৩২৩

আব্দুল্লাহ
৩২৪

আমিনুল
৩২৫

জনি
৩২৬

রাফাকাত
৩২৭

লোকমান
৩২৮

ইমরান
৩২৯

মুনিয়া
৩৩০

এশা
৩৩১

আফরিন
৩৩২

রাকা
৩৩৩

সুমি
৩৩৪

সিনথিয়া
৩৩৫

রিদিতা
৩৩৬

সি এস ই বিভাগ

১ম বর্ষ, ২ সেমিস্টার, শিক্ষাবর্ষ : ২০১৬-২০১৭

হাফসা
০১

জাকারিয়া
০২

রিয়াদ
০৩

জাহিদ
০৪

প্রভাতী
০৬

ইকবাল
০৮

ফাহিম
০৯

রাবেয়া
১০

আসিফ
১১

সাঈদ
১২

কামাল
১৩

শশী
১৪

সুবর্ণা
১৫

আশরাফুল
১৬

সবুজ
১৭

রাকিব
১৮

গালিব
১৯

মাসুদ
২০

আদেল
২১

জাহিদুল
২২

গাফ্‌ফারী
২৩

নাঈমুল
২৪

পূর্ণিমা
২৫

ফারহান
২৬

আশিক
২৭

আরাফাত
২৮

প্রান্ত
২৯

আল-আমিন
৩১

অ্যালবাম

প্রগতি

২০১৭

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী

সূচি

ক্রম	বিষয়
১.	গভর্নিং বডি
২.	শিক্ষা সমাবেশ
৩.	উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৭
৪.	অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৭
৫.	শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭
৬.	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭
৭.	শিক্ষা সফর (নৌ-ভ্রমণ) ২০১৭
৮.	২১শে ফেব্রুয়ারি: শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৯.	২৬শে মার্চ: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
১০.	শোকাবহ আগস্ট
১১.	মহান বিজয় দিবস ২০১৭
১২.	বার্ষিক ভোজ ২০১৭
১৩.	উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৭
১৪.	সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব
১৫.	সাফল্য ২০১৭
১৬.	সমাজকল্যাণ
১৭.	ইফতার ও ফলাহার ২০১৭
১৮.	এইচ এস সি ফলাফল ২০১৭
১৯.	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন ২০১৭
২০.	ছাত্রী হোস্টেল উদ্‌বোধন ২০১৭
২১.	বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের" স্বীকৃতি পাওয়ায় আনন্দ শোভাযাত্রা
২২.	অ্যাকাডেমিক
২৩.	অভিভাবক সভা
২৪.	বিএনসিসি'র কার্যক্রম ২০১৭
২৫.	বিভাগীয় কার্যক্রম- • বাংলা • ইংরেজি • ব্যবস্থাপনা • হিসাববিজ্ঞান • মার্কেটিং • ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং • অর্থনীতি • পরিসংখ্যান ও গণিত • কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং • ব্যবসায় প্রশাসন • সমাজবিদ্যা
২৬.	ক্লাব কার্যক্রম- • আর্টস্ অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব • রোটার‍্যাক্ট ক্লাব • ল্যাংগুয়েজ ক্লাব • ডিবেটিং ক্লাব • বিজনেস ক্লাব • রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব • নৃত্য ক্লাব • নাট্য ক্লাব • সংগীত ক্লাব • আবৃত্তি ক্লাব • সাধারণজ্ঞান ক্লাব • নেচার স্টাডি ক্লাব
২৭.	প্রকাশনা

গভর্নিং বডি

১৬ সদস্যবিশিষ্ট কলেজ গভর্নিং বডির নিয়মিত সভা সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হচ্ছে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ-এ বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নিকট থেকে 'সেরা বেসরকারি কলেজ'-এর সনদ ও পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ-এ বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ-এ অতিথিদের মাঝে ঢাকা কমার্স কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাবেশ-এ অতিথিবৃন্দ

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৭

উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম-এ বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

বক্তব্য প্রদান করছেন গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

বক্তব্য প্রদান করছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল

বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

শপথ পাঠ করছে শিক্ষার্থীরা

অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০১৭

অনার্স শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম-এ বক্তব্য প্রদান করছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

বক্তব্য প্রদান করছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল

বক্তব্য প্রদান করছেন অনার্স ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক বেগম দেওয়ান জোবাইদা নাসরিন

দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীবৃন্দের একাংশ

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মহোদয়

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধন করছেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মহোদয়

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭ উদ্‌বোধন করছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে অভিনয় প্রতিযোগিতা

ক্যারম প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

অভিনয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমানকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন কলেজ অধ্যক্ষ

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিককে ক্রেস্ট প্রদান করছেন গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য প্রফেসর মোঃ এনায়েত হোসেন মিয়া ও কলেজ অধ্যক্ষ

বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্‌বোধন করছেন মাননীয় প্রধান অতিথি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ মাহাবুবুর রহমান

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৭

দর্শকসারিতে কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানসহ অতিথিবৃন্দ ও শিক্ষকমণ্ডলী

ছাত্রীদের দৌড় প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতায় প্যারেড প্রদর্শনরত বিএনসিসি-এর সদস্যবৃন্দ

ছাত্রদের দীর্ঘ লাফ

বিজয়মঞ্চে বিজয়ীরা

শিক্ষা সফর (নৌ-ভ্রমণ) ২০১৭

বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে শিক্ষা সফর (নৌ-ভ্রমণ) ২০১৭-এর উদ্‌বোধন করছেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ সম্মানিত চেয়ারম্যান

মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করছেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

ভোজে অংশগ্রহণরত শিক্ষিকাবৃন্দ

মধ্যাহ্নভোজে শিক্ষকবৃন্দ

মধ্যাহ্নভোজে খাবার গ্রহণ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ

শিক্ষা সফর (নৌ-ভ্রমণ) ২০১৭

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

র‍্যাফেল ড্র-এর পুরস্কার গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মহোদয়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন কলেজ অধ্যক্ষ

আনন্দঘন পরিবেশে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মহোদয়ের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মহোদয়

গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান র‍্যাফেল ড্র-এর পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন একজন বিজয়ীর হাতে

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ

২১শে ফেব্রুয়ারি : শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন মাননীয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও মো. সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বক্তব্য রাখছেন সাংস্কৃতিক কমিটির আহ্বায়ক জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শেখ

পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটির সদস্যবৃন্দ

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রভাতফেরি

২৬ শে মার্চ : মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন কলেজ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকমণ্ডলী

মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ২০১৭ উপলক্ষ্যে দেয়াল পত্রিকা উদ্‌বোধন করছেন মাননীয় প্রধান অতিথি লে. কর্নেল জাফর ইমাম, বীর বিক্রম ও পরিচালনা পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়

বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি লে. কর্নেল জাফর ইমাম, বীর বিক্রম

বক্তব্য প্রদান করছেন গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা, বিশেষ অতিথি জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম

শোকাবহ আগস্ট

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ও গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা জনাব এ এফ এম সরওয়ার কামাল

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য প্রফেসর ডা. এম এ রশীদ

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিশেষ অতিথি ও গভর্নিং বডির সম্মানিত সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

জাতির জনকের ৪২তম শাহাদৎ বার্ষিকীতে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান আলোচক জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জাতির জনকের ৪২তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন

মহান বিজয় দিবস ২০১৭

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান অতিথি ব্রি. জেনারেল গিয়াস উদ্দিন আঃ চৌধুরী, গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান ও কলেজ অধ্যক্ষ

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সময় দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করছেন প্রধান অতিথি, গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান, কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ২০১৭-এ বক্তব্য রাখছেন কলেজ গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ২০১৭-এ বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ব্রি. জেনারেল গিয়াস উদ্দিন আঃ চৌধুরী, বীর বিক্রম

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ২০১৭-এ বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ২০১৭ উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি উদ্‌বোধন করছেন মাননীয় প্রধান অতিথি

বার্ষিক ভোজ ২০১৭

বার্ষিক ভোজ ২০১৭-এর উদ্‌বোধন করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ

বার্ষিক ভোজ ২০১৭-এর উদ্‌বোধন করছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম

বার্ষিক ভোজ ২০১৭-এ অংশগ্রহণ করছেন পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও সদস্যবৃন্দ

বার্ষিক ভোজ ২০১৭-এ অংশগ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের অনারারি প্রফেসর, সাবেক অধ্যক্ষ, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

বার্ষিক ভোজ ২০১৭-এ অংশগ্রহণ করছে শিক্ষার্থীবৃন্দ

ভোজ পরবর্তী চা চক্রে পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৭

২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ

২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন কলেজ উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)

২০১৭ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনায় বক্তব্য রাখছেন উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একাংশ

জাতীয় সংগীত চলাকালে দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করছেন মাননীয় অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) ও সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দ

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব

সেরা বেসরকারি কলেজ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) উৎসব ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মাননীয় অতিথিবৃন্দ

কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় বিদ্যুৎ, খনিজসম্পদ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসবে বক্তব্য রাখছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ

কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব

সেরা বেসরকারি কলেজ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) উৎসব ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক অধ্যক্ষ ও অনারারি প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী স্যারকে ফুলেল শুভেচ্ছা

সেরা বেসরকারি কলেজ (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং) উৎসবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান

মাননীয় বিদ্যুৎ, খনিজসম্পদ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদের হাত থেকে ক্রেস্ট নিচ্ছেন একজন কৃতি শিক্ষার্থী

গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মহোদয়ের হাত থেকে ক্রেস্ট নিচ্ছেন একজন কৃতি শিক্ষার্থী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মহোদয়ের হাত থেকে ক্রেস্ট নিচ্ছেন কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দ

সাফল্য ২০১৭

অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাথে ভারতের দিল্লিতে লেজার রান খেলায় বাংলাদেশের পক্ষে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের শাহরিয়ার হোসেন আদ্রা

বিজয় মঞ্চে ভারতের দিল্লিতে লেজার রান খেলায় বাংলাদেশের পক্ষে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের শাহরিয়ার হোসেন আদ্রা (ডানে)

জাতীয় বেসবল খেলায় ঢাকা কমার্স কলেজের দ্বিতীয় স্থান অর্জন

আন্তঃকলেজ রাগবিতে ঢাকা কমার্স কলেজের রাগবি দল

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড মহানগরী জোন আন্তঃকলেজ ফুটবল (মহিলা) প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃকলেজ ব্যাটমিন্টন প্রতিযোগিতায় একক ও দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন বিজয় ও শাকিল

সমাজকল্যাণ

ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষ থেকে গাইবান্ধার সাঘাটা থানার যমুনা নদীর চরাঞ্চলে বন্যাদুর্গত সাতটি পরিবারের জন্য গৃহ নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়

সমাজকল্যাণ

কলেজের পক্ষ থেকে কালিগঞ্জে শীতবস্ত্র বিতরণ

কলেজের পক্ষ থেকে ঢাকায় শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন মো. সাইদুর রহমান মিঞা, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সমাজকল্যাণ

রোট্যারাক্ট ক্লাবের পক্ষ থেকে পথশিশুদের ইদবস্ত্র ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ ২০১৭

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস ২০১৭ উপলক্ষ্যে রোট্যারাক্ট ক্লাব আয়োজিত ডায়াবেটিস টেস্ট কর্মসূচি উদ্‌বোধন করছেন অধ্যক্ষ মহোদয়, পাশে উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

ইফতার ২০১৭

বার্ষিক ইফতার মাহফিল ২০১৭-এ গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

বার্ষিক ইফতার মাহফিল ২০১৭-এ গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মহোদয়

ফলাহার ২০১৭

বার্ষিক ফলাহার ২০১৭-এ বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বার্ষিক ফলাহার ২০১৭ এর উদ্‌বোধন করছেন ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা, সাবেক অধ্যক্ষ ও অনারারি প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী

ফলাহার ২০১৭

বার্ষিক ফলাহার ২০১৭-এ ফলের স্বাদ গ্রহণ করছেন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ

এইচএসসি ফলাফল ২০১৭

এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৭-এ উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দের মাঝে মাননীয় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মহোদয়

এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৭-এ উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দের উদ্‌যাপন

এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৭-এ উত্তীর্ণ কৃতি শিক্ষার্থীবৃন্দের উল্লাস

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন ২০১৭

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেক কাটছেন কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মহোদয়

শিক্ষার্থীদের আনন্দ মিছিল

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও শিক্ষকবৃন্দের সাথে শিক্ষার্থীদের ফটোসেশন

শিক্ষার্থীদের ফটোসেশন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত ২৫ পাউন্ডের কেক

ছাত্রী হোস্টেল উদ্‌বোধন

ছাত্রী হোস্টেল উদ্‌বোধন করছেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

বক্তব্য প্রদান করছেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

বক্তব্য প্রদান করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

বক্তব্য প্রদান করছেন গভর্নিং বডির অভিভাবক প্রতিনিধি বেগম শামীমা সুলতানা

‘প্রফেসর মোঃ আলী আজম গ্রন্থাগার’ উদ্‌বোধন ২০১৭

০৯.১২.২০১৭ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয় প্রফেসর মোঃ আলী আজম গ্রন্থাগার। ফিতা কেটে উদ্‌বোধন করছেন প্রফেসর মোঃ আলী আজম মহোদয়ের স্ত্রী সৈয়দা রেহানা পারভীন

০৯.১২.২০১৭ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার উন্মোচন করেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক ও প্রফেসর মোঃ আলী আহমদ

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের" স্বীকৃতি পাওয়ায় আনন্দ শোভাযাত্রা

শোভাযাত্রার প্রারম্ভে কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষার্থীবৃন্দ

শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে আনন্দ শোভাযাত্রা এগিয়ে যাচ্ছে

মিরপুর-১, গোলচক্কর অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছে আনন্দ শোভাযাত্রা

মিরপুর-১, গোলচক্করে শিক্ষার্থীদের আনন্দ শোভাযাত্রা

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ "বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের" স্বীকৃতি পাওয়ায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত আনন্দ সমাবেশে যোগদান করছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

অ্যাকাডেমিক

০৯.১২.২০১৭ ঢাকা কমার্স কলেজের ভার্চুয়াল লাইব্রেরি সাইট উদ্‌বোধন করেন গভর্নিং বডির সাবেক সম্মানিত সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজম এর স্ত্রী সৈয়দা রেহানা পারভীন, উপস্থিত আছেন গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও গ্রন্থাগারিক

সেমিনার লাইব্রেরি

লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

কম্পিউটার ল্যাব

শ্রেণিকক্ষ

মেডিক্যাল শাখা

অভিভাবক সভা

অভিভাবক সভায় বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

অভিভাবক সভায় বক্তব্য রাখছেন অভিভাবক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ দীন ইসলাম
(শিক্ষার্থী রোল ৩৭৭৪৭)

অভিভাবক সভায় বক্তব্য রাখছেন অভিভাবক হারুন-অর-রশিদ
(শিক্ষার্থী রোল ৩৫৯৮৫)

অভিভাবক সভায় বক্তব্য রাখছেন অভিভাবক মোঃ রুহুল আমীন
(শিক্ষার্থী রোল ৩৭৩৭১)

অভিভাবক সভায় বক্তব্য রাখছেন অভিভাবক সুলতানা বেগম
(শিক্ষার্থী রোল ৩৫৮২২)

অভিভাবক সভায় উপস্থিত সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ

বিএনসিসি-এর কার্যক্রম ২০১৭

বিজয় দিবস প্যারেড ২০১৭ এর প্যারেড কমান্ডার মে. জে. আকবর হোসেন এর সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের ক্যাডেট ও অফিসারবৃন্দ

বিএনসিসি ডিজি ব্রি. জে. এস.এম. ফেরদৌসের সাথে ঢাকা কমার্স কলেজের ক্যাডেটবৃন্দ

বার্ষিক শিক্ষা সফরে সাতছড়ি উদ্যানে উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, শিক্ষক ও ক্যাডেটবৃন্দ

বার্ষিক শিক্ষা সফরে সাতছড়ি সুরমা চা বাগান পরিদর্শন

বার্ষিক ভোজে কলেজের ক্যাডেটদের সাথে ঢাকা ফ্লোটিলা কমান্ডার লে. সাজ্জাদ

বার্ষিক প্রশিক্ষণ অনুশীলন

বিভাগীয় কার্যক্রম

বাংলা বিভাগ

সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আহমেদ কবিরকে বিভাগের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বাংলা বিভাগ পরিদর্শনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আহমেদ কবির

ইংরেজি বিভাগ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ

বিভাগীয় শিক্ষা সফরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিভাগের পক্ষ থেকে বিভাগীয় শিক্ষকদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বিভাগীয় কার্যক্রম

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

নতুন চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়াকে বিভাগের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

বিভাগীয় বনভোজনে আনন্দ উচ্ছল শিক্ষার্থীবৃন্দ

বিভাগীয় বনভোজনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

বিভাগের নতুন চেয়ারম্যান জনাব মুহম্মদ আমিনুল ইসলামকে বিভাগের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

অ্যাকাউন্টিং অ্যালামনাই এসোসিয়েশন গঠন ও এর পক্ষ হতে ইফতার মাহফিলের আয়োজন

অ্যাকাউন্টিং ডে ২০১৭ উদ্‌যাপন (স্থান : গাজিপুরের শিল্পীকুঞ্জ)

বিভাগীয় কার্যক্রম

মার্কেটিং বিভাগ

ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন প্রাক্তন ও নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান

ফুড আনলিমিটেড রেস্তোরাঁয় অনার্স ৪র্থ বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

বিবিএ (সম্মান) মার্কেটিং ১ম বর্ষের ক্লাস সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত 'ফিন্যান্স ডে আউট' উদ্‌যাপনে উপস্থিত মাননীয় উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী

বিভাগের বিবিএ (সম্মান) পার্ট-৪ সেশন ২০১২-১৩ এর শিক্ষার্থীদের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ

সেন্ট মার্টিন ও ছেঁড়া দ্বীপের মাঝে শিক্ষার্থীদের সাথে বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইব্রাহীম খলিল

বিভাগীয় কার্যক্রম

অর্থনীতি বিভাগ

বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যাহ্ প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করায় বিভাগীয় শিক্ষকগণের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন

ইতিহাসের (খণ্ডকালীন) শিক্ষক জনাব মোঃ শফিকুর রহমানকে অর্থনীতি বিভাগের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন

পরিসংখ্যান ও গণিত বিভাগ

বিভাগীয় শিক্ষক জনাব মোঃ আহসান হাবীবের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের মাঝে ক্রেস্ট হাতে জনাব মোঃ আহসান হাবীব

বিভাগের ইফতার আয়োজনে সমবেত বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

নুহাশ পল্লিতে বিভাগীয় শিক্ষা সফরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করায় বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মিরাজ আলী আকন্দকে কলেজের পক্ষ হতে মাননীয় অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) মহোদয়ের অভিনন্দন জ্ঞাপন

বিভাগীয় কার্যক্রম

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন), উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক), সিএসই-এর চেয়ারম্যান ও বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালকের সাথে বিবিএ প্রফেশনালের স্কলারশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীবৃন্দ

সিলেটের 'রাতারগুলে' বিবিএ প্রোগ্রামের ৬ষ্ঠ ও ৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দের সাথে প্রোগ্রাম পরিচালক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ ও কোর্স শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্

সিলেটের 'বিছানাকান্দি'-তে বিবিএ প্রোগ্রামের ৬ষ্ঠ ও ৭ম ব্যাচের শিক্ষার্থীবৃন্দের সাথে প্রোগ্রাম পরিচালক প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ ও কোর্স শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ্

সমাজবিদ্যা বিভাগ

ইতিহাসের (খণ্ডকালীন) শিক্ষক জনাব মোঃ শফিকুর রহমানকে সমাজবিদ্যা বিভাগের পক্ষ থেকে বিদায় সংবর্ধনা জ্ঞাপন

বিভাগীয় শিক্ষা সফরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ। স্থান- খতিব খামার বাড়ি, গাজিপুর

জাতীয় পরিবেশ অলিম্পিয়াড ২০১৭-এ অংশগ্রহণকারী ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক ক্লাব

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৭ উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিচারকমণ্ডলীর সাথে বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

নতুন সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে ক্লাব মডারেটর ও সদস্যবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের প্রথম ইভেন্ট ফটোগ্রাফার ইশরাত আমিন

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

মে দিবস ২০১৭ উপলক্ষ্যে রোট্যার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত পথশিশুদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

কেক কেটে রোট্যার‍্যাক্ট ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌বোধন করছেন উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম

ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

বিএমএ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ রোট্যার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত জাতীয় অভিষেক অনুষ্ঠান ২০১৭-এ রোটার‍্যাক্ট সদস্যবৃন্দ

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থী পুরস্কার গ্রহণ করছেন প্রধান অতিথি লে. কর্নেল জাফর ইমাম-এর নিকট থেকে

ক্লাব কার্যক্রম

ডিবেটিং ক্লাব

২য় আন্তঃ কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

গভর্নিং বডির মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে ২য় আন্তঃ কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ঢাকা কমার্স কলেজ দলের সদস্যবৃন্দ

বিজনেস ক্লাব

এল.এইচ.আই ম্যান ক্লাব বেস্ট ডেলিগেট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী সিয়াম মোর্শেদ

২য় আদমজি বিজনেস ফেস্ট প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার প্রাপ্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বিজনেস ক্লাবের শিক্ষার্থীবৃন্দ

রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন ও ক্লাব মডারেটর জনাব ইব্রাহীম খলিলের সাথে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র আয়োজিত বইপড়া কর্মসূচিতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ঢাকা কমার্স কলেজ রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রিডার্স অ্যান্ড রাইটার্স ক্লাবের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত দেয়াল পত্রিকা

ক্লাব কার্যক্রম

নৃত্য ক্লাব

নৃত্য ক্লাবের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে নৃত্যরত শিক্ষার্থীরা

নাট্য ক্লাব

নাট্য ক্লাবের নতুন সভাপতিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন মডারেটর

নাট্য ও নৃত্য ক্লাবের সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম

সংগীত ক্লাব

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন ক্লাব মডারেটর ও সদস্যবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সংগীত পরিবেশন করছে ক্লাব সদস্যবৃন্দ

ক্লাব কার্যক্রম

আবৃত্তি ক্লাব

আবৃত্তি ও সংবাদ উপস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালায় কথা বলছেন সংবাদ উপস্থাপিকা আফরিন আনোয়ার

আবৃত্তি ও সংবাদ উপস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালায় আরজে ত্রয়ী ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করছেন ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ

সাধারণজ্ঞান ক্লাব

ক্লাবের নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহনকারী ক্লাব সদস্যবৃন্দ

আন্তঃক্লাব সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে

নেচার স্টাডি ক্লাব

১৯.০৯.২০১৭ এ অনুষ্ঠিত নবীন বরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষকমণ্ডলী ও নেচার স্টাডি ক্লাবের নবীন সদস্যবৃন্দ

জাতীয় পরিবেশ অলিম্পিয়াড ২০১৭-এ অংশগ্রহণকারী নেচার স্টাডি ক্লাবের সদস্যবৃন্দ

প্রকাশনা ২০১৭

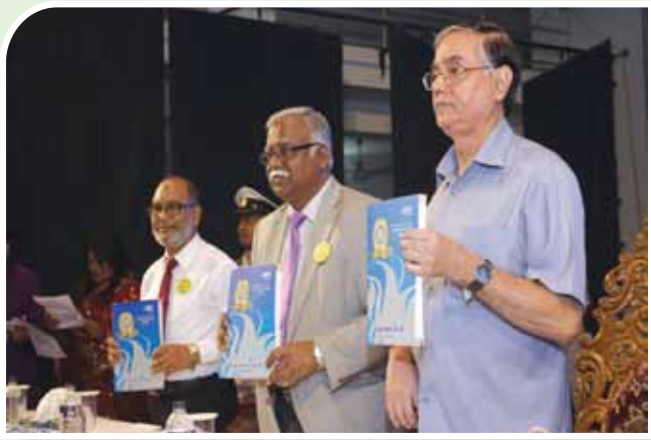

ঢাকা কমার্স কলেজের সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব স্মরণিকা 'প্রদৃপ্ত'-এর মোড়ক উন্মোচন করছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ, পাশে জিবি চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ

কলেজের বার্ষিকী প্রগতি ২০১৭ এর মোড়ক উন্মোচন করছেন বিদ্যুৎ, খনিজসম্পদ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, পাশে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, গভর্নিং বডির সদস্য, উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা এ এফ এম সরওয়ার কামাল ও কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

ঢাকা কমার্স কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত জাতীয় অভিষেক অনুষ্ঠানের স্মরণিকা 'ঐক্য'-এর মোড়ক উন্মোচন করেন সংসদ সদস্য এম এ আউয়াল

ঢাকা কমার্স কলেজ রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত জাতীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্র উন্মোচন করেন সংসদ সদস্য এম এ আউয়াল

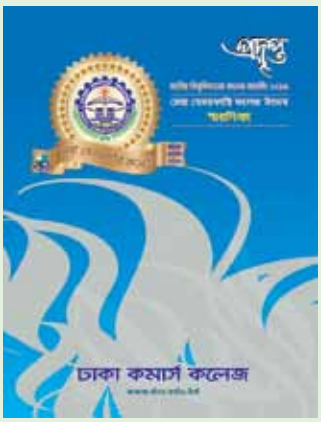

সেরা বেসরকারি কলেজ উৎসব স্মরণিকার প্রচ্ছদ

ঢাকা কমার্স কলেজ বার্ষিকী ২০১৬ এর প্রচ্ছদ

কলেজ গভর্নিং বডির ত্রিবার্ষিক কার্যক্রম প্রকাশনার প্রচ্ছদ

প্রকাশনা ২০১৭

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল
ডিসেম্বর ২০১৬ এর প্রচ্ছদ

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত জাতীয়
অভিষেক অনুষ্ঠানের স্যুভেনির এর প্রচ্ছদ

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব আয়োজিত বিজয় দিবস ২০১৭
অনুষ্ঠানের যৌথ স্যুভেনির এর প্রচ্ছদ

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব ব্যুলেটিন ২০১৭
এর প্রচ্ছদ

প্রকাশনা কমিটি ২০১৭

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান

এস. এম. আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক

মোঃ মনসুর আলম
সহকারী অধ্যাপক

এস. এম. মেহেদী হাসান এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

মীর মোঃ জহিরুল ইসলাম এম.ফিল
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ শফিকুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক

পার্থ বাড়ৈ
সহকারী অধ্যাপক

মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ
সহকারী অধ্যাপক

অনুপম বিশ্বাস
প্রভাষক

মারুফা সুলতানা
প্রভাষক (খণ্ডকালীন), ইতিহাস

জাফরিয়া পারভীন
উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা

সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক এবং সম্পাদনা সহকারী - প্রগতি ২০১৭

ফজলুল করিম আদনান
সম্পাদক
বিবিএ (অনার্স) মার্কেটিং ৩য় বর্ষ
রোল: **MKT ১২৩০**

মোঃ মেরাজ হোসেন রায়হান
যুগ্ম সম্পাদক
শ্রেণি: দ্বাদশ
রোল: ৩৫৮০৯

কানিজ ফাতেমা
সম্পাদনা সহকারী
শ্রেণি: দ্বাদশ
রোল: ৩৫৫১৬

আয়েশা আক্তার
সম্পাদনা সহকারী
শ্রেণি: একাদশ
রোল: ৩৮১০০